নিবিড় পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (প্রথম সংশোধিত)

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

৩০ জুন ২০২২

সূচিপত্র

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ.....i
শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviation).....iii

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা.....১
১.১ পটভূমি.....১
১.২ প্রকল্পের বিবরণ.....৩
১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য.....৪
১.৪ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি.....৪
১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার).....৪
১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ.....৪
১.৭ প্রকল্পের আউটপুট.....৫
১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান ফলাফলসমূহ.....৫
১.৯ প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা.....৬
১.১০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রয় পরিকল্পনা/ব্যয় প্রস্তাব.....৬
১.১১ প্রকল্পের লগ ফ্রেম.....৯
১.১২ টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan).....১০

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা.....১১
২.১ ভূমিকা.....১১
২.২ সমীক্ষার TOR.....১১
২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য.....১৩
২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম.....১৩
২.৫ সমীক্ষার নির্দেশক (Indicators).....১৪
২.৬ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি.....১৫
২.৭ নমুনার নকশা.....১৫
২.৮ নমুনা এলাকা.....১৬
২.৯ নমুনার আকার.....১৭
২.১০ উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ.....১৭
২.১১ মাঠ কর্মী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ.....১৮
২.১২ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি.....১৯
২.১৩ তথ্য সংগ্রহকারী দল ব্যবস্থাপনা.....২০
২.১৪ প্রাথমিক পরিদর্শন.....২১
২.১৫ প্রশ্নপত্র সম্পাদনা ও সংকেতায়ন.....২১
২.১৬ মাঠ জরিপ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ.....২১
২.১৭ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ.....২১
২.১৮ SWOT বিশ্লেষণ.....২১
২.১৯ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন.....২৩
২.২০ সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা.....২৩
২.২১ নিবিড় পরিবীক্ষণ স্টাফিং সিডিউল (Staffing Schedule).....২৭

তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা.....২৮
৩.১ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা.....২৮
৩.২ ডিপিপি'র সীমাবদ্ধতা.....২৮
৩.৩ প্রকল্পের অগ্রগতি ও ফলাফল.....২৯
৩.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা.....৩৩
৩.৫ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা.....৩৫
৩.৬ মাঠ জরিপ কার্যক্রম.....৪১
৩.৭ নির্বাচিত উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা.....৪৩
৩.৮ এফজিডিতে (FGD) প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা.....৬৮
৩.৯ KII এবং Consultative Meeting-এর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা.....৭০
৩.১০ স্থানীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত ফলাফল.....৭১
৩.১১ কেইস স্টাডি.....৭৩
৩.১২ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা.....৭৮
৩.১৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ে অর্জনের পর্যালোচনা.....৮০
৩.১৪ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা.....৮৪
৩.১৫ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan).....৮৬
৩.১৬ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও জমা.....৮৬

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT বিশ্লেষণ).....৮৭

পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ.....৮৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ ও উপসংহার.....৯০

সারণীর তালিকা:

সারণী-১: বাংলাদেশে ডাল ফসলের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি.....১
সারণী-২: বাংলাদেশে তৈল বীজের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি.....২
সারণী-৩: বাংলাদেশের কিছু মসলা ফসলের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি.....৩
সারণী-৪: প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা.....৩
সারণী-৫: প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা.....৬
সারণী-৬: মূল ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ও প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তাব.....৭
সারণী-৭: প্রকল্পের লগ ফ্রেম.....৯
সারণী-৮: সমীক্ষার নির্দেশক.....১৪
সারণী-৯: নমুনা এলাকার তালিকা.....১৬
সারণী-১০: নমুনার আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন.....১৭
সারণী-১১: প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংস্থান (লক্ষ্যমাত্রা), এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়.....২৯
সারণী-১২: প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষমাত্রা ও অর্জন.....৩০
সারণী-১৩: এক নজরে প্রকল্প প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতির সারসংক্ষেপ.....৩২
সারণী-১৪: অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার.....৩৫
সারণী-১৫: নির্বাচিত উপজেলাওয়ারি উপকারভোগী কৃষক, কৃষকের ধরন ও অন্যান্য তথ্য.....৩৬
সারণী-১৬: দল গঠন, ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম.....৪০
সারণী ১৭ঃ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত).....৭৯
সারণী ১৮: প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যাবলী.....৮১
সারণী ১৯: প্রকল্পের পিআইসি সভার বিবরণ.....৮৪
সারণী ২০: প্রকল্পের PSC সভার বিবরণ.....৮৪
সারণী ২১: বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিবেদন ও জমার বিবরণ.....৮৫

চিত্রের তালিকাঃ

চিত্র-১: নমুনা নির্বাচন কাঠামো ১৫
চিত্র-২: নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি ২২
চিত্র-৩: নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) ২৪
চিত্র-৪: স্টাফিং সিডিউল ২৭
চিত্র ৫: প্রকল্পে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি (%) ২৯
চিত্র ৬: প্রকল্পের ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট ৩৪
চিত্র ৭: প্রকল্পে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম ৩৪
চিত্র-৮: উত্তরদাতার ধরন ৩৭
চিত্র-৯: নির্বাচিত উপজেলায় কৃষকের ধরন ৩৭
চিত্র-১০: কৃষকের প্লট স্থাপনের তুলনা ৩৭
চিত্র-১১: কৃষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণের তুলনা ৩৮
চিত্র-১২: কৃষক প্রশিক্ষণে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি ৩৮
চিত্র-১৩: কৃষকের ঋণ গ্রহণের তুলনা ৩৮
চিত্র-১৪: কৃষক দল গঠনের তুলনা ৩৯
চিত্র-১৫: পুরুষ ও মহিলা দল গঠনের তুলনা ৩৯

সংযুক্তিঃ

সংযুক্তি ১: প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট ৯৫

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই কৃষির উপর নির্ভরশীল। ধান উৎপাদনে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও ডাল, তেল, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টা উৎপাদনে প্রতি বছর বিশাল ঘাটতি মোকাবিলা করতে হয় বাংলাদেশকে। যা আমদানি করতে বাৎসরিক ব্যয় প্রায় ৩৯-৪০ হাজার কোটি টাকার সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা। এই প্রেক্ষাপটে **'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি'** শীর্ষক প্রকল্পটি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রায়োগিক বাস্তবতা এবং উপকারভোগী সদস্যদের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের বহুমুখী কার্যক্রম সৃষ্ঠির অঙ্গীকার থেকে তৃতীয় পর্যায়ের প্রকল্প কার্যক্রমটি বিআরডিবি দেশের ৬৪ জেলার ২৫৬টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ২০,৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ ১লা জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পটি গত ৩০-১০-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় সুপারিশ প্রদান করা হয় এবং গত ২২.০১.২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে আমদানি নির্ভর উচ্চ মূল্যের ডাল, তৈল বীজ, মসলা ও ভুট্টা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে আমদানি হ্রাস, কৃষক-কৃষাণীর আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ এবং গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। পূর্ব পরীক্ষিত প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রাইমারি উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ৪৮টি উপজেলার ৯৪৮ জন উপকারভোগী কৃষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। এছাড়া ৬০টি এফজিডি, ৯৬ জনের KII, মাঠ পরিদর্শন ও একটি কর্মশালার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

প্রকল্পের জুলাই ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭২%। এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১১,৯০৫.৩৫ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে, পুরুষ ও নারী কৃষক সমন্বয়ে দল গঠন এবং আগ্রহী কৃষকদের মাঝে উচ্চ মূল্যের শস্য চাষের জন্য স্বল্প সুদে (৪%) ঋণ প্রদান। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে অর্থনৈতিক ও ভৌত অগ্রগতি প্রাথমিকভাবে বেশ কিছুটা ব্যাহত হলেও ২০২১-২২ সাল হতে প্রকল্পের অগ্রগতি পরিকল্পনা অনুযায়ী অগ্রসর হচ্ছে। তবে বরাদ্দ কম থাকায় উপকারভোগী সদস্যের ৩৩% কৃষক ঋণ সহায়তা পেয়েছেন। অথচ উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য খরচ অনেক বেশি। তাই অধিকাংশ ক্ষুদ্র কৃষকের জন্য ঋণ সহায়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে প্রকল্পে অর্থসংস্থান কম থাকায় মাত্র ২৬% কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রতি উপজেলায় বছরে ৬টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু ১টি মাত্র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। অথচ উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য উপরোক্ত কর্মকান্ডগুলো গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

প্রকল্পের অন্যান্য ক্রয় কার্যক্রম মোটামুটিভাবে সময়মত হলেও যানবাহন (মটর সাইকেল) ক্রয় কার্যক্রম সময়মত সম্পন্ন করতে না পারায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে। সম্মিলিতভাবে ১,৭৫,০৬৩ জন দলীয় সদস্য প্রায় ১৬ কোটি টাকা জমা করেছেন (জনপ্রতি গড়ে ৯০৭ টাকা) যা তাদেরকে কিছুটা হলেও কৃষি উপকরণ কিনতে সহায়তা করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়, প্রকল্পের প্রায় সব বয়সী মানুষই কৃষি কাজে জড়িত। কারণ কৃষি গ্রামাঞ্চলের জীবন ধারনের প্রধান পেশা। গঠিত দলের ৭৭% পুরুষ এবং ২৩% মহিলা। যে সমস্ত কৃষক উপকৃত হয়েছেন তাদের বেশিরভাগই ক্ষুদ্র (৫৯%), মাঝারি (৩৪%) এবং বর্গাচাষী (৭%)। প্রায় ৮৯% কৃষক মনে করেন তারা প্রশিক্ষণ দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। তবে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী প্লট স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে প্রধানত ২০২১ সাল থেকে ফলে প্রকল্পের সুফল পেতে প্রকল্পের বাকী সময় এ ধরনের কার্যক্রম আরও জোরদার করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও ঋণ প্রদানে বরাদ্দ কম থাকায় সব দলভুক্ত কৃষক এ সমস্ত কার্যক্রমের আওতায় আসেন নাই। চলতি ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত সদস্য ভর্তি মাত্র ৬৪%। প্রকল্প থেকে কৃষককে উপকৃত করতে হলে ২০২২ সালের মধ্যে দল গঠন শেষ করা প্রয়োজন।

উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন ফসল চাষ করে প্রায় সব কৃষকই লাভবান হয়েছেন। তবে সব ফসলের বিশেষ করে ভুট্টা, পিঁয়াজ, সরিষার উৎপাদনশীলতা কিছুটা কম ছিল। সময়মতো উচ্চ ফলনশীল বীজ সরবরাহ ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। উচ্চ মূল্যের ফসলের বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের (Value Addition) জন্য তেমন কোনো কার্যক্রম ছিল না। অবশিষ্ট সময়ে এ প্রকল্পের কার্যক্রম জোরদার করে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করা সম্ভব ।

Non-Hybrid ফসলের বীজ সংরক্ষণ যেমন অমিশ্র বীজের জাত বাছাইকরণ, উপযুক্ত মাত্রায় শুকানো, বীজ ঠাণ্ডা করা, মোটা পলিব্যাগে (১০০ মাইক্রোন) সংরক্ষণ করে মুখ বন্ধ করা এবং বায়ুশূণ্য (বাতাস প্রবেশহীন) পাত্রে ভরে উঁচু স্থানে সংরক্ষণ, অথবা প্লাস্টিকের ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে স্থানীয় পর্যায়ে আধুনিক জাতের বীজ প্রাপ্যতা সহজ হবে।

এ প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের ফসলের উৎপাদন কিছুটা আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক উপকারভোগী উৎপাদিত ফসলগুলো নিজে কিছুটা ভোগ করেছেন, কিছুটা বাজারে বিক্রি করেছেন এবং কেউ কেউ পরবর্তী বছর চাষের জন্য বীজ হিসেবে রেখেছেন। এ প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে দেশে উচ্চ মূল্যের ফসল আমদানি হ্রাস, পুষ্টিমান বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করেছে। তাই বাড়ির আঙ্গিনায় পতিত জমিতে অপ্রধান ফসল উৎপাদনে গ্রামীণ মহিলাদের আরো উৎসাহিত করা হলে গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান আরো বৃদ্ধি পাবে এবং পরিবারের পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।

তবে ডিপিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য উচ্চ মূল্যের অপ্রধান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারনে কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। ডিপিপিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের পাঁচ বছর পর উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন কি পরিমাণ (টন) বৃদ্ধি পাবে বা কতো পরিমাণ অতিরিক্ত জমি (একর) এর আওতায় আসবে তার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয় নাই। ২,৭০,০০০ কৃষকের মাঝে বীজ বিতরণের সংস্থান থাকলেও মোট কি পরিমাণ বীজ বিতরণ করা হবে, তারও কোনো লক্ষ্যমাত্রা ছিল না। যার ফলে প্রকল্প থেকে এ ধরনের কোনো উপাত্তও পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য, ২৫৬টি উপজেলার জন্য কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তরের বাজেট বরাদ্দ (প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী ও বীজ) ছিল অপ্রতুল (মাত্র ১১%)।

প্রকল্প এলাকায় এ সমস্ত উচ্চ মূল্যের পুষ্টিসমৃদ্ধ ফসলগুলোর উৎপাদন, সংরক্ষণ, মূল্য সংযোজন ও বাজারজাতকরণের স্থায়িত্বের জন্য এ ধরনের প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা প্রয়োজন এবং উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করা গেলে প্রকল্প হতে আশানুরূপ সুফল পাওয়া সম্ভব হবে।

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviation)

BADC	Bangladesh Agriculture Development Corporation
BRDB	Bangladesh Rural Development Board
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
CCIL	Creative Consultants International Limited
DAE	Department of Agricultural Extension
FAO	Food and Agricultural Organization
FGD	Focus Group Discussion
GoB	Government of Bangladesh
IMED	Implementation Monitoring and Evaluation Division
KII	Key Informant Interview
SAAO	Sub-assistant Agriculture Officer
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
TOR	Terms of Reference

Glossary

Hybrid seed: A hybrid is created by crossing two different varieties of the same plant. Crossing involves taking the pollen from the male flower of one plant and transferring it to the female flower parts of a different plant (such as, hybrid maize, hybrid rice currently cultivated in Bangladesh). Hybrid seeds are listed as F1 types, as opposite to open pollinated (OP) types.

Non-hybrid seed or Open pollinated seed: Non-hybrid seeds come from plants that are naturally pollinated by insect, bird, wind, humans, or other natural mechanisms (such as, lentil, chickpea, Mustard etc.)

Package of technology in crop production: The scientific methods/tools those are applied for successfully growing any crops for different operations are termed as Package of technology. Such as, appropriate research–derived methods those are used for land preparation, fertilizing, planting, irrigating, intercultural management, pest/disease control, to harvesting of crops including post-harvest processing is called “Package of technology”.

Value-Addition: Value-added agriculture entails changing a raw agricultural product into something new through packaging, processing, grinding, cooling, drying, extracting or any other type of process that differentiates the product from the original raw commodity. It is done to get a higher market value and/or a longer shelf life. Some examples include, mustard seed grinded to get oil, fruits made into pies or jams or juice, and tomatoes made into ketchup.

Vermicompost: Vermicompost is a type of Organic Fertilizer. It is the product of earthworm digestion and aerobic decomposition using the activities of micro- and macro organisms at room temperature. Vermicomposting, or worm composting, produces a rich organic soil amendment containing a diversity of plant nutrients and beneficial microorganisms. It helps to increase crop yield and holding more soil moisture.

প্রথম অধ্যায়: প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা

১.১ পটভূমি

কৃষিই বাংলাদেশের অন্যতম মূল অর্থনৈতিক ভিত্তি। কৃষি উন্নয়নের মধ্যেই দেশের সিংহভাগ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের চাবিকাঠি নিহিত। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে কৃষি কার্যক্রমের সঙ্গে প্রায় ৭০% জনগোষ্ঠী সম্পৃক্ত। তাই ক্ষুধা, অপুষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কৃষি উন্নয়ন অত্যন্ত অপরিহার্য। পাঁচ দশকের চেষ্টায় বাংলাদেশ দানাদার খাদ্যে (চাল) প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু জমির স্বল্পতা (মাত্র ১১ শতাংশ/জনপ্রতি), উন্নত প্রযুক্তি ও উচ্চ ফলনশীল জাতের সম্প্রসারণের অভাব ও অতিমাত্রায় জলবায়ু ও রোগব্যাধী সংবেদনশীল হওয়ায় বাংলাদেশ ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা, সয়াবিন ও মসলা ফসলসমূহের উৎপাদনে ঘাটতি রয়েছে। যার ফলে প্রতি বছর প্রায় ৩৯-৪০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বিদেশ থেকে এ সমস্ত পুষ্টিঘন শস্য আমদানি করতে হচ্ছে। সারণী-১ থেকে দেখা যায়, প্রতি বছর মাত্র দেশে ৩,৯৭,৬৫৯ টন ডাল উৎপাদন হয় অথচ প্রয়োজন ৪৯,৬৪,০০০ টন। ফলে ঘাটতি ৪৫,৬৬,৩৪১ টন। FAO এর তথ্য মতে, ২০২০ সালে বাংলাদেশ ১৩,৪৮,২০০ টন বিভিন্ন ডাল আমদানি করেছে।

অন্যদিকে বাংলাদেশের ১৭ কোটি মানুষের জন্য প্রতি বছর (২০ গ্রাম/দিন/জন) প্রয়োজন ১,২৪১,০০০ টন ভোজ্য তেল, অথচ উৎপাদন হয় মাত্র ৯৮,৬৪৫ টন। ফলে ঘাটতি ১১,৪২,৩৫৫ টন (সারণী-২)। এ পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রায় ২৭-২৯ লক্ষ টন বিভিন্ন ভোজ্য তেল ও তেল বীজ আমদানি করে।

একইভাবে বিভিন্ন প্রকার মসলা ফসলেও ব্যাপক ঘাটতি (সারণী-৩) রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ প্রতি বছর ২২-২৪ লক্ষ টন ভুট্টা আমদানি করে যা মূলত পোল্ট্রি, পশু ও মৎস্য ফীড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। একই ধরনের ফীড তৈরির জন্য বেশ কয়েক লক্ষ টন সয়াবিন বীজও আমদানি করা হয়ে থাকে।

এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান বিআরডিবি'র প্রকল্পটি খুবই যুক্তিসংগত ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে। এ কাজে সহায়তা করার জন্য উন্নত বীজ, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও অতি স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদনের ফলে কৃষকের আয় বাড়বে, অপুষ্টিও কমে আসবে এবং দারিদ্র্য কিছুটা হ্রাস পাবে, সর্বোপরি বিশাল আমদানির কিছুটা হলেও হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

সারণী-১ : বাংলাদেশে ডাল ফসলের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি

ফসল	২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০	
	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)
মসুর	১,৫৬,০৩১	১,৭৬,৬৩৩	১,৪২,৪৮২	১,৭৫,৩৮৪	১,৪১,৩৪০	১,৭৭,৩৫৪
ছোলা	৫,০২৯	৪,৯৬৪	৪,৮১০	৫,৩৪৭	৪,৬৩৪	৪,৯৪২
মুগ	৩৭,৫১২	৩৪,১০২	৪১,৩০০	৩৩,৯৫১	৪৪,০২৫	৩৭,০৫৪
ডাল উৎপাদন (টন)						২,১৯,৩৫০
অন্যান্য ডাল উৎপাদন (টন)						১,৭৮,৩০৯
মোট ডাল উৎপাদন (টন)						**৩,৯৭,৬৫৯**
মোট চাহিদা (বৎসর ৮০ গ্রাম মাথা পিছু হিসাবে) (টন)						**৪৯,৬৪,০০০**
মোট ঘাটতি (বৎসর) (টন)						**৪৫,৬৬,৩৪১**

*জনসংখ্যা ১৭ কোটি হিসাবে

** সূত্র: বিবিএস, ২০২০

সারণী-২ : বাংলাদেশে তৈল বীজের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি

ফসল	২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০	
	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)
সরিষা	৩,০৭,৬৪১	৩,৫১,৫৩৭	২,৭০,১৩৮	৩,১১,৭৪০	১৩০,২১২	৩,৫৮,২৪৯
তিল	৩৭,৫৮৩	৩৪,৮৫৯	৩৪,২২১	৩১,৬১৩	৩৩,৬৭১	৩১,৭৮৬
চিনাবাদাম*	৩২,৯১৯	৫৭,৮৬৩	৩০,৭৯১	৫৫,১০৮	২৮,৯৫৫	৫৪,০৮৫
তিসি	৫,৬৩৬	৪,৪৬৪	৫,২৮৬	৩,৬৪১	৪,১১২	৩,০৯৪
সূর্যমুখী	১,৫১১	২,৫৩১	১,২৯০	১,৯৭৫	১,৩৪৮	১,৪৪৮
সয়াবিন**	৫৯,৪৬৯	৯৮,৬৯৯	৬২,৫০৪	১,১০,৭৮৫	৬১,২৯৮	১,০৪,৭৬১
মোট তৈল বীজ উৎপাদন (বাদাম ও সয়াবিন বাদে) (টন)						৩,৯৪,৫৮১
উৎপাদিত তৈল বীজ থেকে তৈল উৎপাদন (২৫% রিকভারি) (টন)						৯৮,৬৪৫
মোট চাহিদা ২০ গ্রাম/মাথা পিছু (টন)						১২,৪১,০০০
ঘাটতি/বৎসর (টন)						১১,৪২,৩৫৫

*জনসংখ্যা ১৭ কোটি হিসেবে

**সূত্র: বিবিএস, ২০২০

সারণী-৩: বাংলাদেশের কিছু মসলা ফসলের উৎপাদন, চাহিদা ও ঘাটতি

ফসল	২০১৭-২০১৮		২০১৮-২০১৯		২০১৯-২০২০	
	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)	জমি (হে:)	উৎপাদন (টন)
পিঁয়াজ	১,৭৮,৫৮৫	১৭,৩৭,৭১৪	১,৭২,৫৩৩	১৮,০২,৮৬৮	১,৮৫,৩৪৮	১৯,৫৩,৮০০
রসুন	৭১,৪৪৩	৪,৬১,৯৭০	৭১,৭৬৬	১,৪৭,৪৩৯	৭৩,৫৯৪	২,৮৬,১৫৮
হলুদ	২৫,৭২৮	১,৪৯,৯৮৫	২৮,১৯৬	১,৪৭,৪৩৯	৩৩,২৪৪	১,৭৩,৮৩৫
আদা	৯,৬১৩	৭৯,৪৩৮	৯,৬১৪	৮০,২৩৪	১০,৩০৮	৮৪,৮৮৭
কালোজিরা	-	-	১,০৫৮	১,২২৩	৮৬২	১,০০৫
পেঁয়াজের মোট চাহিদা/বৎসর (টন)						২৮,০০,০০০
পেঁয়াজের ঘাটতি/বৎসর (টন)						৮,৪৬,২০০
রসুনের চাহিদা/বৎসর (টন)						৭,০৬,১৫৮
রসুনের ঘাটতি/বৎসর (টন)						৪,২০,০০০
হলুদের বার্ষিক চাহিদা (টন)						-
আদার চাহিদা/বৎসর (টন)						৩,০০,০০০
আদার ঘাটতি/বৎসর (টন)						২,১৫,১১৩

** সূত্র: বিবিএস, ২০২০

অপ্রধান শস্যের প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) সহায়তায় পাঁচ বছর মেয়াদী (জুলাই/২০০৫ হতে জুন/২০০৯) ১,৯৮২.৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কর্মসূচিটি দেশের ২৬টি জেলায় ২০৪টি উপজেলায় বাস্তবায়ন করে। বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও প্রকল্পের আওতায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে উপকারভোগীদের শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের প্রায়োগিক বাস্তবতা এবং উপকারভোগী সদস্যদের চাহিদা ও গুরুত্ব বিবেচনায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের বহুমুখী কার্যক্রম সৃষ্ঠির অঙ্গীকার থেকে বিআরডিবি পুনরায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে দেশের ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলায় ৬,০৯৩.৬১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৬ মেয়াদে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায় বাস্তবায়নকালে গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে একটি মধ্যবর্তী মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্পটির প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা ও প্রকল্প এলাকা আরো সম্প্রসারিত করার সুপারিশ করে। গত ৩০-১০-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায়ও একই সুপারিশ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ বিবেচনা করে বিআরডিবি ৩য় পর্যায়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করে। প্রকল্প প্রস্তাবটি গত ২২.০১.২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১.২ প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকালসহ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

সারণী-৪: প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

(১) প্রকল্পের নাম	দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি	
(২) মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	
(৩) বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	
(৪) প্রকল্প এলাকা	৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলা	
(৫) প্রকল্পের বাজেট	**মূল অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)**	
ক) মোট	২০,৬৩৫.০৫	
খ) টাকা (জিওবি)	২০,৬৩৫.০৫	
(৬) প্রকল্প বাস্তবায়নকাল	**প্রকল্প শুরুর তারিখ**	**প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ**
ক) মূল অনুমোদিত মেয়াদ	১ জানুয়ারি ২০১৯	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩

তথ্যসূত্র: ডিপিপি

১.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল, মসলা জাতীয় অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রসার ঘটানো ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ;
- সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- অপ্রধান শস্য চাষের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান;
- অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ; এবং
- অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।

১.৪ অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

''দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি'' শীর্ষক প্রকল্পটি ২২ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি ২০৬.৩৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়।

১.৫ অর্থায়নের অবস্থা (মূল/সংশোধন এর হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

মূল ডিপিপি অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নে ইকোনমিক সাব কোডের পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী করা হয়। তবে পরিবর্তনে প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয়নি।

১.৬ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমসমূহ

প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যাবলী/উপাদানসমূহ নিম্নরূপ:

- অপ্রধান শস্য চাষের জন্য প্রকৃত স্থান নির্বাচন;
- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের সমন্বয়ে দল গঠন;
- ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন;
- সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন;
- যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ও তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান বৃদ্ধি;
- অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান;
- প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ কর্মসূচি;
- উন্নত ও গুনগতমানের বীজ সরবরাহ;
- প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন; এবং
- পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্ম সম্পাদন করা।

১.৭ প্রকল্পের আউটপুট

এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো, অংশগ্রহণকারী সকল উৎপাদনকারীকে প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং প্রদর্শনী দ্বারা দক্ষতা উন্নয়ন করে অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লীর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও অপ্রধান শস্য আমদানি হ্রাস করা। উক্ত প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট আউটপুট নিম্নে প্রদত্ত হলো:

- উপযুক্ত এলাকা নির্বাচন;
- বাছাইকৃত কৃষকদের নিয়ে কৃষক দল গঠন;
- পুরাতন দল পুণর্গঠন;
- সদস্য কর্তৃক জমাকৃত সঞ্চয়;
- প্রশিক্ষিত সদস্য তৈরি;
- প্রদর্শনী প্লট স্থাপন;
- বীজ সরবরাহ;
- বিপণন সংযোগ স্থাপন; এবং
- অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান প্রধান ফলাফলসমূহ

প্রস্তাবিত প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক, ভূমিহীন, বর্গাচাষী, ছিটমহলবাসী এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযোগ স্থাপনের ফলে কৃষির উৎপাদন অভূতপূর্ব বৃদ্ধির সুযোগ বয়ে আনবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিম্নবর্ণিত ফলাফল আশা করা যায়:

- ২৫৬টি উপজেলাধীন ৭,৬৮০টি উপকারভোগী কৃষক দল গঠিত হবে;
- ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ২,৭০,০০০ জন সদস্য নিয়ে ৭,৬৮০টি নতুন সমিতি/কৃষক দল গঠিত হবে;
- ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ৫,৯৪০টি পুরাতন দল পুনর্গঠিত হবে;
- ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমাদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে;
- জুন ২০২৩ এর মধ্যে মোট ২৫৬টি উপজেলায় ৭,৬৮০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হবে;
- জুন ২০২৩ এর মধ্যে মোট ১৯টি শস্যের বীজ ২,৭০,০০০ জন কৃষকের মধ্যে সরবরাহ করা হবে;
- ৬৪টি জেলায় ৬৪০ জন পাইকারী বিক্রেতার সাথে ৬৪টি টিমের মাধ্যমে বিপনন সংযোগ স্থাপন করা হবে;
- সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের (ভার্মিকম্পোষ্ট সার তৈরি, শস্য বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি) দ্বারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। ফলে তারা শহরমুখী না হয়ে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হবে; এবং
- প্রকল্পটি শুধু নারীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বাড়বে না বরং নারীর ক্ষমতায়নের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে।

১.৯ প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা

প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নের ছক (সারণী ৫)-এ উল্লেখ করা হলো।

সারণী-৫: প্রকল্পের বছরভিত্তিক ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত ডিপিপিতে বছরভিত্তিক সংস্থান (লক্ষ টাকা)	এডিপি/আরএডিপি প্রাপ্ত বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	প্রকৃত ব্যয় আরএডিপিপি অনুযায়ী (মোট প্রকল্প ব্যয়ের %)
২০১৮-১৯	০	০	০%
২০১৯-২০	৩,৫২৬.৫০	৪,৭৫০.০০	৩,২৪২.৮৩ (১৫.৭২%)
২০২০-২১	৫,০০০.০০	৩,৭৫০.০০	৩,৬৮৭.৪০ (১৭.৮৭%
২০২১-২২	৬,৪৫৬.৬৩	৬,৯৫৬.০০	৪,৯৭৫.১২ (২৩.৯৭%)

তথ্য সুত্র: প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, মার্চ ২০২২ পর্যন্ত।

১.১০ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রয় পরিকল্পনা/ব্যয় প্রস্তাব

প্রকল্পের মূল ও সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রস্তাব সারণী-৬ -এ দেয়া হলো:

সারণী-৬: মূল ডিপিপি ও সংশোধিত ডিপিপিতে বরাদ্দ ও প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তাব

বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব কোড	ইকনমিক সাব কোড বর্ণনা (বিস্তারিত)	মোট আর্থিক ও বাস্তবায়ন পরিকল্প					২০১৮-১৯(জানুয়ারি,১৯ -জু:,১৯)			২০১৯-২০			২০২০-২১			২০২১-২২			২০২২-২৩			২০২৩-২৪(জুলাই,২৩- ডিসেম্বর,২৩)		
			একক	একক দর	পরিমাণ	মোট খরচ	ওজন (weight)	বাস্তব			বাস্তব			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বাস্তব		আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাব)	বাস্তব			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাব)	বাস্তব			আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	বাস্তব	
								আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার	আর্থিক পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার		অংশের শতকরা হার	প্রকল্পের শতকরা হার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬
(ক) রাজস্ব:																									
৩১	৩১১১১০১	প্রকল্পের জনবলের বেতন-ভাতা (অফিসার)	জন		৭	৪৯৮.৮২	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০০	৪০.০০	৮.০২	০.১৯৪	৬৯.০০	১৩.৮৩	০.৩৩৪	১৪৫.০০	২৯.০৭	০.৭০৩	১৪৫.০০	২৯.০৭	০.৭০৩	৯৯.৮২	২০.০১	০.৪৮৪
	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভ /ফি/পারিশ্রমিক			থোক	৪০০.০০	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০০	৮৫.০০	২১.২৫	০.৪১২	৮৫.০০	২১.২৫	০.৪১২	৯২.০০	২৩.০০	০.৪৪৬	৯২.০০	২৩.০০	০.৪৪৬	৪৬.০০	১১.৫০	০.২২৩
৩২	৩২১১১০২	পরিষ্কার পরিচ্ছন্নত			থোক	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.২০	২০.০০	০.০০১	০.২০	২০.০০	০.০০১	০.২৪	২৪.০০	০.০০১	০.২৪	২৪.০০	০.০০১	০.১২	১২.০০	০.০০১
	৩২১১১০৬	আপ্যায়ন ব			থোক	৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২.০০	২৬.৬৭	০.০১০	১.৫০	২০.০০	০.০০৭	১.৫০	২০.০০	০.০০৭	১.৫০	২০.০০	০.০০৭	১.০০	১৩.৩৩	০.০০৫
	৩২১১১০৭	হায়ারিং চার্জ (যানবাহন)	টি		৪	২৪০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০০	৪৮.০০	২০.০০	০.২৩৩	৪০.০০	১৬.৬৭	০.১৯৪	৬০.০০	২৫.০০	০.২৯১	৬০.০০	২৫.০০	০.২৯১	৩২.০০	১৩.৩৩	০.১৫৫
	৩২১১১০৯	অনিয়মিত শ্রমিক (সাকুল্য বেতন)			থোক	৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.৪০	৬.১৫	০.০০২	১.৭৫	২৬.৯২	০.০০৮	১.৭৫	২৬.৯২	০.০০৮	১.৭৫	২৬.৯২	০.০০৮	০.৮৫	১৩.০৮	০.০০৪
	৩২১১১১১	সেমিনার, কনফারেন্স			থোক	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৭.০০	৩৫.০০	০.০৩৪	৪.০০	২০.০০	০.০১৯	৪.০০	২০.০০	০.০১৯	৪.০০	২০.০০	০.০১৯	১.০০	৫.০০	০.০০৫
	৩২১১১১৩	বিদ্যুৎ			থোক	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.৪০	২০.০০	০.০০২	০.৪০	২০.০০	০.০০২	০.৪০	২০.০০	০.০০২	০.৪০	২০.০০	০.০০২	০.৪০	২০.০০	০.০০২
	৩২১১১১৭	টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট			থোক	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.৪০	০.০০	০.০০০	০.৪০	০.০০	০.০০০	০.৪০	০.০০	০.০০০	০.৪০	০.০০	০.০০০	০.৪০	০.০০	০.০০০
	৩২১১১১৯	ডাক			থোক	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১৫.০০	৩০.০০	০.০৭৩	১০.০০	২০.০০	০.০৪৮	১০.০০	২০.০০	০.০৪৮	১০.০০	২০.০০	০.০৪৮	৫.০০	১০.০০	০.০২৪
	৩২১১১২০	টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	টি		২	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.২৫	২৫.০০	০.০০১	০.২৫	২৫.০০	০.০০১	০.২০	২০.০০	০.০০১	০.২০	২০.০০	০.০০১	০.১০	১০.০০	০.০০০
	৩২১১১২৫	প্রচার ও বিজ্ঞাপন			থোক	১২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৪.০০	৩৩.৩৩	০.০১৯	৩.০০	২৫.০০	০.০১৫	৩.০০	২৫.০০	০.০১৫	২.০০	১৬.৬৭	০.০১০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৩২১১১২৬	অডিও, ভিডিও /চলচিত্র নির্মাণ			থোক	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১.০০	১২.৫০	০.০০৫	২.০০	২৫.০০	০.০১০	২.৫০	৩১.২৫	০.০১২	২.৫০	৩১.২৫	০.০১২	০.০০	০.০০	০.০০০
	৩২১১১২৭	বইপত্র ও সাময়ি			থোক	১.২৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.২৫	২০.৩৩	০.০০১	০.২৫	২০.৩৩	০.০০১	০.২৮	২২.৭৬	০.০০১	০.২৮	২২.৭৬	০.০০১	০.১৭	১৩.৮২	০.০০১
	৩২১১১৩১	আউটসোর্সিং (জনবল)	জন		৩০২	৩৯১৬.২৯	০.১৯	০.০০	০.০০	০.০০০	১৯০.৩৩	৪.৮৬	০.৯২২	৯৫৮.৫৫	২৪.৪৮	৪.৬৪৫	১০৮০.০০	২৭.৫৮	৫.২৩৪	১০৮০.০০	২৭.৫৮	৫.২৩৪	৬০৭.৪১	১৫.৫১	২.৯৪৪
	৩২২১১০৪	রেজিস্ট্রেশন ফি			থোক	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২.৫০	০.০০	০.০০০	২.৫০	০.০০	০.০০০	২.৫০	০.০০	০.০০০	২.৫০	০.০০	০.০০০
	৩২২১১০৮	বীমা ও ব্যাংক চার্জ			থোক	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১.০০	২০.০০	০.০০৫	১.০০	২০.০০	০.০০৫	১.০০	২০.০০	০.০০৫	১.০০	২০.০০	০.০০৫	১.০০	২০.০০	০.০০৫
	৩২৩১২০১	প্রশিক্ষণ ব্য			থোক	১৬০২.২১	০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০০	৩০১.৫৭	১৮.৮২	১.৪৬১	৩২৪.৮৪	২০.২৭	১.৫৭৪	৪৯২.২০	৩০.৭২	২.৩৮৫	৪৮৩.৬০	৩০.১৮	২.৩৪৪	০.০০	০.০০	০.০০০
	৩২৪১১০২	বদলী ব্য			থোক	২০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৫.০০	২৫.০০	০.০২৪	৫.০০	২৫.০০	০.০২৪	৫.০০	২৫.০০	০.০২৪	৫.০০	২৫.০০	০.০২৪	০.০০	০.০০	০.০০০
	৩২৪৩১০১	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	টি		৩০০	১৫০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০০	২৫.০০	১৬.৬৭	০.১২১	৩৫.০০	২৩.৩৩	০.১৭০	৩৬.০০	২৪.০০	০.১৭৪	৩৬.০০	২৪.০০	০.১৭৪	১৮.০০	১২.০০	০.০৮৭
	৩২৪৩১০২	গ্যাস ও জ্বালানি			থোক	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২.০০	২০.০০	০.০১০	২.০০	২০.০০	০.০১০	২.০০	২০.০০	০.০১০	২.০০	২০.০০	০.০১০	২.০০	২০.০০	০.০১০
	৩২৪৪১০১	ভ্রমণ ব্য			থোক	২০০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০০	৫০.০০	২৫.০০	০.২৪২	৪৫.০০	২২.৫০	০.২১৮	৪৫.০০	২২.৫০	০.২১৮	৪০.০০	২০.০০	০.১৯৪	২০.০০	১০.০০	০.০৯৭
	৩২৫১১০৪	প্রদর্শনী খামার	টি		৭৬৮০	৪৬১.০০	০.০২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৯২.১৬	১৯.৯৯	০.৪৪৭	১৮৪.৩২	৩৯.৯৮	০.৮৯৩	১৮৪.৩২	৩৯.৯৮	০.৮৯৩	০.২০	০.০৪	০.০০১
	৩২৫১১০৯	বীজ ও চারা			থোক	২১৫.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০০	৫০.০০	২৩.২৬	০.২৪২	৫৫.০০	২৫.৫৮	০.২৬৭	৫৫.০০	২৫.৫৮	০.২৬৭	৫৫.০০	২৫.৫৮	০.২৬৭	০.০০	০.০০	০.০০০
	৩২৫৫১০১	কম্পিউটার সামগ্র			থোক	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১৪.০০	২৮.০০	০.০৬৮	১৫.০০	৩০.০০	০.০৭৩	১২.০০	২৪.০০	০.০৫৮	৯.০০	১৮.০০	০.০৪৪	০.০০	০.০০	০.০০০
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও প্রকাশ			থোক	৭.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২.০০	২৬.৬৭	০.০১০	১.৫০	২০.০০	০.০০৭	১.৫০	২০.০০	০.০০৭	১.৫০	২০.০০	০.০০৭	১.০০	১৩.৩৩	০.০০৫
	৩২৫৫১০৪	স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্প			থোক	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২৫.০০	২৫.০০	০.১২১	২৫.০০	২৫.০০	০.১২১	২০.০০	২০.০০	০.০৯৭	২০.০০	২০.০০	০.০৯৭	১০.০০	১০.০০	০.০৪৮
	৩২৫৬১০৬	ইউনিফর্ম			থোক	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.২০	২০.০০	০.০০১	০.২০	২০.০০	০.০০১	০.২৪	২৪.০০	০.০০১	০.২৪	২৪.০০	০.০০১	০.১২	১২.০০	০.০০১
	৩২৫৭১০৩	গবেষণা ব্য			থোক	৯.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৪.৫০	৪৭.৩৭	০.০২২	০.০০	০.০০	০.০০০	৫.০০	৫২.৬৩	০.০২৪
	৩২৫৭১০৪	সার্ভে /জরিপ			থোক	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৭.০০	৪৬.৬৭	০.০৩৪	৫.০০	৩৩.৩৩	০.০২৪	৩.০০	২০.০০	০.০১৫	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৩২৫৭৩০১	অনুষ্ঠান উৎসবাদী			থোক	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১০.০০	২০.০০	০.০৪৮	১০.০০	২০.০০	০.০৪৮	১৫.০০	৩০.০০	০.০৭৩	১০.০০	২০.০০	০.০৪৮	৫.০০	১০.০০	০.০২৪
	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন			থোক	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১.০০	১০.০০	০.০০৫	২.০০	২০.০০	০.০১০	৩.০০	৩০.০০	০.০১৫	৩.০০	৩০.০০	০.০১৫	১.০০	১০.০০	০.০০৫
	৩২৫৮১০২	আসবাবপত্র			থোক	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.৫০	২৫.০০	০.০০২	০.৬০	৩০.০০	০.০০৩	০.৭০	৩৫.০০	০.০০৩	০.২০	১০.০০	০.০০১
	৩২৫৮১০৩	কম্পিউটার ও অফিস সর			থোক	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১.০০	২০.০০	০.০০৫	১.৫০	৩০.০০	০.০০৭	১.৫০	৩০.০০	০.০০৭	১.০০	২০.০০	০.০০৫
	৩২৫৮১০৮	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা			থোক	৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৪.০০	৮০.০০	০.০১৯	১.০০	২০.০০	০.০০৫	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
(ক) মোট (রাজস্ব)						৮০৯৪.৫৫	০.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০০	৮৯২.০০	১১.০২	৪.৩২৩	১৮০০.০০	২২.২৪	৮.৭২৩	২২৮৫.৬৩	২৮.২৪	১১.০৭৬	২২৫৫.৬৩	২৭.৮৭	১০.৯৩১	৮৬১.২৯	১০.৬৪	৪.১৭৪

(খ) মূলধন:																								
৪১	৪১১২১০১	মোটরযান	টি		৩০০	৫৪০.০০	০.০৩	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৪২০.০০	৭৭.৭৮	২.০৩৫	০.০০	০.০০	০.০০০	১২০.০০	২২.২২	০.৫৮২	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	সেট		৩০০	২৪০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২৪০.০০	১০০.০০	১.১৬৩	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪১১২২০৪	টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	টি		২	০.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.৫০	১০০.০০	০.০০২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪১১২৩০৩	শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	টি		২	২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২.৫০	১০০.০০	০.০১২	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জাম			মোক	২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২.০০	১০০.০০	০.০১০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪১১২৩১২	ট্রেনিং মেটেরিয়ালস			মোক	৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২৩.০০	৬৯.৭০	০.১১১	১০.০০	৩০.৩০	০.০৪৮	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	টি		১৫৭৬	২০০.০০	০.০১	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	২০০.০০	১০০.০০	০.৯৬৯	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
	৪১১২৩১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	টি		১টি	১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	১.৫০	১০০.০০	০.০০৭	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০
৪২	৪২১১১০১	প্রকল্প অনুদান (কৃষি ঋণ)	জন		২৭০০০০	১১৪৬১.০০	০.৫৬	০.০০	০.০০	০.০০০	২৬২৯.৫০	২২.৯৪	১২.৭৪৩	২৩১৫.৫০	২০.২০	১১.২২১	৪১৬১.০০	৩৬.৩১	২০.১৬৫	২৩৫৫.০০	২০.৫৫	১১.৪১৩	০.০০	০.০০	০.০০০
(খ) মোট (মূলধন)						১২৪৮০.৫০	০.৬০	০.০০	০.০০	০.০০০	২৬৩৪.৫০	২১.১১	১২.৭৬৭	৩২০০.০০	২৫.৬৪	১৫.৫০৮	৪১৭১.০০	৩৩.৪২	২০.২১৩	২৪৭৫.০০	১৯.৮৩	১১.৯৯৪	০.০০	০.০০	০.০০০
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেনসি						১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৫.০০	৫০.০০	০.০২৪	৫.০০	৫০.০০	০.০২৪
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেনসি						৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৪৫.০০	৯০.০০	০.২১৮	৫.০০	১০.০০	০.০২৪
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ)						২০৬৩৫.০৫	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০০	৩৫২৬.৫০	১৭.০৯	১৭.০৯০	৫০০০.০০	২৪.২৩	২৪.২৩১	৬৪৫৬.৬৩	৩১.২৯	৩১.২৯০	৪৭৮০.৬৩	২৩.১৭	২৩.১৬৮	৮৭১.২৯	৪.২২	৪.২২২

১.১১ প্রকল্পের লগ ফ্রেম

সারণী-৭: প্রকল্পের লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(Narratives Summery)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(Objectively Verifiable Indicators)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(Means of Verification)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(Important Assumptions)**
লক্ষ্য (Goal): • অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লীর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন; • অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস।	ক) অপ্রধান শস্য উৎপাদন এবং উৎপাদন কাজে সচেতনতা বৃদ্ধি; খ) গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; গ) গ্রামীণ দরিদ্র্য জনগোষ্ঠির জীবন মান পরিবর্তন ও দারিদ্র্যসীমা হ্রাসকরণ; ঘ) বৈদেশিক মদ্রা সাশ্রয় ।	ক) নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন; খ) প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন; গ) গবেষণা প্রতিবেদন; ঘ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন।	ক) নিরবিচ্ছিন্ন বার্ষিক বরাদ্দ প্রাপ্তি; খ) কৃষি পণ্য সরবরাহ এবং বাজার দর স্থিতিশীল থাকবে; এবং গ) প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকবে।
উদ্দেশ্য (Purpose): ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত: মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ; খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; গ) অপ্রধান শস্য চাষের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান; ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ; ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।	ক) ৭,৬৮০টি দলে ২৭০,০০০ জন সদস্য অপ্রধান শস্য চাষ করবে; খ) ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি হবে, যার মধ্যে ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা অপ্রধান শস্য চাষে বিনিয়োগ করা হবে; গ) ৮৮,২৮০ জন সদস্যকে অপ্রধান শস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক অন্যান্যদেরকে এ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হবে;	ক) এমআইএস (MIS) প্রতিবেদন খ) বার্ষিক প্রতিবেদন; গ) মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন; ঘ) দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ঙ) বিশেষ প্রতিবেদন; চ) প্রশিক্ষণ কোর্স প্রতিবেদন; ছ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন।	ক) টাইমফ্রেম অনুসারে বরাদ্দ ও কার্যক্রম সম্পন্ন হবে; খ) প্রশিক্ষিত এবং কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন কর্মী বাহিনী থাকবে; গ) স্থানীয় কৃষক, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের সহায়তা থাকবে।
আউটপুটস (Outputs): ক) উপযুক্ত এলাকা নির্বাচন; খ) বাছাইকৃত সদস্য নিয়ে দল গঠন; গ) সদস্য কর্তৃক জমাকৃত সঞ্চয়; ঘ) প্রশিক্ষিত সদস্য; ঙ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত; চ) বীজ সরবরাহকৃত; ছ) বিপণন সংযোগ স্থাপন।	ক) ২৫৬টি উপজেলাধীন ৭,৬৮০টি দল নির্বাচিত; খ) ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ২৭০,০০০ জন সদস্য নিয়ে ৭,৬৮০টি দল গঠন হবে; গ) ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমাদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকৃত; ঘ) জুন ২০২৩ এর মধ্যে মোট ৮৮,২৮০জন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত; ঙ) জুন ২০২৩ এর মধ্যে মোট ২৫৬টি উপজেলায় ৭,৬৮০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত; চ) জুন ২০২৩ এর মধ্যে ২৮৮.০০ লক্ষ টাকার অপ্রধান শস্যের বীজ ৫৭,৬০০ জন সদস্যের উপযোগী কৃষকের মধ্যে সরবরাহকৃত; ছ) ৬৪টি জেলায় ৬৪০ জন পাইকারী বিক্রেতার সাথে ৬৪টি বিপণন সংযোগ স্থাপন।	ক) এমআইএস (MIS) প্রতিবেদন খ) বার্ষিক প্রতিবেদন; গ) মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন; ঘ) দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ঙ) বিশেষ প্রতিবেদন; চ) প্রশিক্ষণ কোর্স প্রতিবেদন; ছ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন।	ক) প্রকল্পভূক্ত অপ্রধান শস্য চাষের অনুকূল মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিরাজমান; খ) অপ্রধান শস্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সহায়তা প্রদান।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(Narratives Summery)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(Objectively Verifiable Indicators)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(Means of Verification)**	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান **(Important Assumptions)**
ইনপুটস (Inputs): • প্রকল্প জনবল • প্রশিক্ষক • প্রশিক্ষণার্থী • প্রশিক্ষণ সামগ্রী • প্রদর্শনী প্লট • বীজ • কেঁচো কম্পোষ্ট • পাইকারী বিক্রেতা	ক) উপযুক্ত এলাকা নির্বাচন; খ) পুরাতন দল পূনর্গঠন ও সক্রিয়করণ; গ) সদস্য বাছাই ও তথ্য সংগ্রহ; ঘ) নতুন দল গঠন ; ঙ) সঞ্চয় জমা ও ব্যবস্থাপনা; চ) প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ; ছ) প্রদর্শনী প্লট ব্যবস্থাপনা; জ) তথ্য ও প্রযুক্তি সহায়তা; ঝ) প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা; ঞ) বীজ সরবরাহ; ট) সংরক্ষণ ও বিপণন সহায়তা; ঠ) অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর; এবং ড) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।	বাজেট (লক্ষ টাকা): রাজস্য ব্যয় ৮,০৯৪.৫৫ মূলধন ব্যয় ১২,৪৮০.৫০ প্রাইজ কন্টিনজেন্সি ৫০.০০ ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১০.০০ মোট ২০,৬৩৫.০৫	ক) স্থানীয় চাষীদের মধ্যে বিষয়টিতে আগ্রহী থাকবে; খ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ যথাযথ সহায়তা প্রদান করবেন; গ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি ও উপকরণ সহজলভ্য হবে।

১.১২ টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan)

'দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক প্রকল্পটি আগামী ৩১/১২/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে সমাপ্ত হবে। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পটির সমস্ত অর্থ-সম্পদ তথা দায়দেনা ও সম্পত্তি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)-কে ন্যস্ত করা হবে এবং প্রকল্পটি বিআরডিবি'র আওতাধীন সমাপ্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি হিসেবে চলমান রাখা হবে। কারণ প্রকল্পটি কর্মসূচি হিসেবে চলমান না রাখা হলে ১৬৪ কোটি টাকার ঋণ তহবিলের যথাযথ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যাবে না। ফলে সরকারি অর্থ অপচয় হতে পারে। এক্ষেত্রে সমাপ্ত প্রকল্পটি বর্তমানে কর্মরত জনবলের মাধ্যমে (অগ্রাধিকার) অথবা উপযোগী অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিআরডিবি'র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হলে প্রকল্পের সুফল অব্যাহত থাকবে। ফলে প্রকল্পটি দেশের কল্যাণে কর্মসূচি হিসেবে চলমান থাকবে। এক্ষেত্রে কর্মসূচিতে একজন 'কর্মসূচি পরিচালক'সহ কর্মসূচির জনবলের বেতন-ভাতা বিতরত ঋণের সেবামূল্য হতে সংস্থান করা যেতে পারে।

প্রকল্পটি মেয়াদ শেষে কর্মসূচি হিসেবে চলমান সময়ে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বর্তমান জনবল কর্মসূচির জনবল হিসেবে কর্মরত থাকার অগ্রাধিকার পাবেন। এ ক্ষেত্রে বর্তমান আউটসোর্সিং জনবলকে তাদের নিয়োগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ইস্তেফাপত্র প্রেরণপূর্বক না-দাবিপত্র সংগ্রহকরত কর্মরত কর্মস্থলে কর্মসূচি শুরুর সময়ে যোগদান করতে হবে। কারণ আর্থিক বিষয় সংশ্লিষ্ট থাকায় কর্মরত মাঠ সংগঠকের পদ শূণ্য রাখা হলে আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হতে পারে। তবে কর্মসূচি শুরুর সময়ে/কর্মসূচি চলাকালীন মাঠ সংগঠকের পদ শূন্য হলে স্থানীয়ভাবে মাঠ সংগঠক নিয়োগ প্রদান করতে হবে। এজন্য প্রযোজ্য অফিস আদেশ কর্মসূচি দপ্তর হতে জারি করতে হবে। প্রকল্পে কর্মরত অন্যান্য পদের জনবলের বেতন-ভাতা কর্মসূচি সদর দপ্তরের পরিচালনা ব্যয়ের অংশ হতে নির্বাহ করা যাবে। তবে এ ক্ষেত্রে কর্মসূচি কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সার্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়: নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজ পরিচালনা পদ্ধতি ও সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা

২.১ ভূমিকা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) বাংলাদেশ সরকারের Rules of Business অনুযায়ী নিজস্ব জনবল দ্বারা এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের পাশাপাশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আইএমইডি কর্তৃক **''দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (প্রথম সংশোধিত)"** ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। নিবিড় পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত ২৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে আইএমইডির পক্ষে মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮ এবং ক্রিয়েটিভ কনসাল্ট্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটির উদ্দেশ্যগুলো কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে, বর্তমানে তার অবস্থা কি, প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ক্রয় কার্যক্রম ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত বিধিমালা যেমন পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করবে। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী (TOR) মেনে চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরি ও জমা দিতে বলা হয়েছে। প্রতিবেদনটি টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে যাচাই-বাছাই শেষে টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য বা পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন/পরিমার্জন করে চূড়ান্ত অনুমোদন নিতে হবে। চুক্তি অনুযায়ী নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপনসহ ১২০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি ও জমা দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

২.২ সমীক্ষার TOR

নিম্নে নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কার্যপরিধি (TOR) উল্লেখ করা হলো:

- সমীক্ষার জন্য প্রকল্পের এলাকা প্রাসঙ্গিকভাবে নির্বাচন করতে হবে এবং প্রকল্পের সকল কার্যক্রম নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়নের আওতাভুক্ত করতে হবে;
- প্রকল্পের বিবরণ যেমন: পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ, লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যালোচনা এবং প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;
- প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নের (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণী/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত/সংগৃহীতব্য পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষাঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

- প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্পের পিআইসি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা, সংশোধন এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক কাজের ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা এবং সে আলোকে প্রকল্পের অবস্থা পর্যালোচনা, পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
- সমীক্ষার নমুনায়িত সুবিধাভোগীদের পরিবারের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা;
- সুবিধাভোগীদের সঞ্চয়ের প্রবনতা ও এর ব্যবহার হার (%) পর্যালোচনা করা;
- বীজ সংগ্রহ, বিতরণ ও বীজের গুণগতমান সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা;
- সুবিধাভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরি, আত্ম-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা;
- অপ্রধান শস্য চাষের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের অপ্রধান শস্য চাষের আগ্রহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
- অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
- অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন ক্ষেত্রগুলো পর্যালোচনা করে পরামর্শ/সুপারিশ প্রদান;
- সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে কনসালটেশন করা এবং ঋণ বিতরণে ওভারল্যাপিং হয় কিনা, তা পর্যালোচনা করা;
- সমীক্ষায় কেস স্টাডি উল্লেখ করা;
- প্রকল্পের অডিট কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ (ইন্টার্নাল অডিট, এক্সটারনাল অডিট, অডিট আপত্তি সংক্রান্ত যেমন- কতটি অডিট ও কত টাকার ইত্যাদি);
- ডাটা বেইজ কার্যক্রম পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের SWOT Analysis করা;
- প্রকল্পের কোনো উদ্দেশ্য/কার্যক্রম বাস্তবায়ন অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি: (i) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা; (ii) মাঠ পর্যায় হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ; (iii) দলীয় আলোচনা (এফজিডি) এবং কেআইআই আয়োজন; (iv) বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল প্রতিবেদন উপস্থাপন করা; (v) স্থানীয় পর্যায়ে ও জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করা; এবং (vi) সকল মতামত সন্নিবেশিতপূর্বক চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও জমা দেয়া;
- প্রকল্পটি সমাপ্তির পর এর সম্পদ/সুবিধাদি টেকসই বা সাসটেইনেবল করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন কার্যক্রমের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করা;
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত করা; এবং
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রতিবেদন প্রণয়ন ও আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলি প্রতিপালন করা।

২.৩ নিবিড় পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। সেই সাথে প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে সম্পাদিত ক্রয় কাজ যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা;
- প্রশিক্ষণ প্রদান ও ঋণ প্রদানের ফলে নমুনায়িত এলাকায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে উচ্চমূল্যের অপ্রধান ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি টেকসই হয়েছে কিনা যাচাই করা; এবং
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অভিষ্ট কৃষকের উচ্চ মূল্যের অপ্রধান ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, পুষ্টিমানের উন্নয়ন, মহিলাদের কর্মসংস্থান, ফসল সংগ্রহোত্তর ক্ষতি হ্রাস, কৃষি ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃষক দল গঠন, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগ সম্প্রসারণ এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং জীবনযাত্রার মানের যে পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করা।

নিবিড় পরিবীক্ষণের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন প্যাকেজে (পণ্য, নির্মাণ কাজ ও সেবা) যেসব ক্রয় কাজ করা হয়েছে (দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন করা, অনুমোদন প্রক্রিয়া) সেগুলোতে যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা (পিপিএ ২০০৬ ও পিপিআর ২০০৮ সহ সকল বিধি বিধান) অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করা;
- কার্যাদেশ অনুযায়ী সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা, প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রযুক্তি হস্তান্তর নিশ্চিত করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা;
- প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষক কেমন সুফল পাচ্ছে তা পর্যালোচনা করা;
- প্রকল্প প্রস্তাবনায় ধারণাগত দিক ও গ্রহণযোগ্য নকশার আলোকে প্রকল্পের সবল, দুর্বল, সুযোগ ও ঝুঁকিপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করা;
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে গ্রামীণ মহিলা ও কৃষকদের অর্থনৈতিক এবং জীবনযাত্রার মানের যে পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করা; এবং
- গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সেবা আরও অধিকতর এবং টেকসই করতে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা।

২.৪ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম

''দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (প্রথম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৯ থেকে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো সমস্যা আছে কিনা এবং প্রকল্পের অগ্রগতি ও সাফল্য সরেজমিনে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্য এই নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় নিম্নলিখিত কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়েছে:

- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দলিলাদি সংগ্রহ/পর্যবেক্ষণ;
- নমুনার ধরন, আকার এবং এলাকা নির্বাচন;
- উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট ও গাইডলাইন প্রণয়ন;
- তথ্য সংগ্রহকারীদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, খসড়া প্রশ্নপত্র প্রাক যাচাই ও প্রশ্নপত্র চূড়ান্তকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠ জরিপ, এফজিডি এবং কেআইআই পরিচালনা;
- স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন;
- উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ;
- জাতীয় কর্মশালার আয়োজন;
- প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন; এবং
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে প্রাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ।

২.৫ সমীক্ষার নির্দেশক (Indicators)

নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা কাজের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নির্দেশকগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সারণী-৮: সমীক্ষার নির্দেশক

প্রধান ইস্যু	নির্দেশক
প্রকল্প এলাকার ডেমোগ্রাফিক তথ্য • নাম, লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, বসবাসের স্থান, কর্ম/পেশা **প্রকল্পের এলাকা ও কার্যক্রম** • নির্বাচিত প্রকল্প এলাকায় বর্তমান অবস্থা; এবং • কার্যক্রমে সেবাদানের অবস্থা। **প্রকল্প সহায়তায় প্রধান প্রধান কার্যক্রম:** • অপ্রধান শস্য চাষের জন্য প্রকৃত স্থান নির্বাচন; • ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের সমন্বয়ে দল গঠন; • ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন; • সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা; • যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ও তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান সরবরাহ; • অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা প্রদান; • প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ কর্মসূচি; • উন্নত ও গুনগতমানের বীজ সরবরাহ; • প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণের জন্য প্রদর্শনী প্লট স্থাপন; এবং • পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্ম সম্পাদন করা। **আয় ও আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন** • প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে এলাকায় বাড়তি কর্মসংস্থান, আয় এবং অপ্রধান শস্যের আমদানি হ্রাস; • আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন।	**প্রকল্প কাজের সুফল ও উপকারিতা** • কৃষক দল নির্বাচিত হবে; • নতুন সমিতি গঠন হবে; • পুরাতন দল পুণর্গঠিত হবে; • সঞ্চয় জমাদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে; • প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হবে; • শস্যের বীজ কৃষকের মধ্যে সরবরাহ করা হবে; • পাইকারি বিক্রেতার সাথে টিমের মাধ্যমে বিপণন সংযোগ স্থাপন করা হবে; • সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের (ভার্মি কম্পোষ্ট সার তৈরি, শস্য বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি) দ্বারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। ফলে তারা শহরমূখী না হয়ে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হবে; এবং • উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প শুধু নারীর জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের সৃষ্টি হবে না বরং নারীর ক্ষমতায়নের বিকাশ ঘটানো সম্ভব হবে। **প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ** • প্রকল্পের সবল দিক চিহ্নিত করা; • প্রকল্পের দুর্বল দিক চিহ্নিত করা; • প্রকল্পের কারণে সুযোগ সৃষ্টি; এবং • প্রকল্পের ঝুঁকিপূর্ণ দিকসমূহ চিহ্নিতকরণ। **পরামর্শসমূহ** • প্রকল্প কার্যক্রম উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান; • প্রকল্পের ভালো দিকসমূহ অনুসরণের পরামর্শ প্রদান; এবং • প্রকল্পের টেকসই বা সাসটেইনেবিলিটি সম্পর্কে মতামত প্রদান।

২.৬ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রকল্পটির নিবিড় পরিবীক্ষণে সঠিকভাবে উপস্থাপনের জন্য বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনায়ন পদ্ধতি (Multi-stage Sampling) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমত, সমস্ত বিভাগ ও উপ-অঞ্চল জরিপের আওতায় আনা হয়েছে এবং Stratified Random Sampling ব্যবহার করে ২৪টি জেলার ৪৮টি উপজেলা থেকে ৯৬টি গ্রাম নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে উক্ত নির্বাচিত গ্রাম থেকে Random Sampling বা দৈবচয়ন নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রকল্প এলাকা থেকে সর্বমোট ৯৫৮টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। নিম্নলিখিত ধাপে সমীক্ষার জন্য গৃহীত নমুনায়ন কাঠামো দেখানো হলো:

চিত্র-১: নমুনা নির্বাচন কাঠামো

২.৭ নমুনার নকশা

নিবিড় পরিবীক্ষণে পরিমাণগত জরিপের জন্য নমুনা আকার নির্বাচনে পরিসংখ্যানগত সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে। নমুনা আকার নির্ধারণ করার জন্য কনফিডেন্স লেভেল ও প্রিসিশনের উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। জনসংখ্যার সাংখ্যিক মানের পাশাপাশি এই পদ্ধতিতে জনসংখ্যার বৈচিত্র্য, কনফিডেন্স লেভেল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম (Godden, 2004)। উত্তরদাতাদের জন্য নমুনা আকারগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যেন নমুনাটি নির্দিষ্ট নির্ভুলতার মাত্রার ৫% সহ কনফিডেন্স লেভেল অনুমানিত ফলাফল ৯৫% পর্যন্ত নির্ভুল হয়। এই তিনটি বিভাগের উত্তরদাতাদের নমুনা আকারগুলো নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করে অনুমান করা হয়েছে (কোঠারি, ১৯৯৬: ২১৮):

$$n = \frac{z^2 pq}{e^2}$$

যেখানে, z = নরমাল ভ্যারিয়েট, যার মান 5% সিগনিফিকেন্স লেভেল এবং 95% কনফিডেন্স ইন্টারভেলে 1.96

p = নির্দিষ্ট প্যারামিটারের অনুপাত = 0.5

q = 1 – p = 1 – 0.5 = 0.5

e = ভুলের সীমারেখা (margin of error), যার মান 3.25% ধরা হয়েছে অর্থাৎ e = 0.0325

$$n = \frac{(1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5}{(0.0325)^2}$$

$$\therefore n = 909.25$$

প্রদত্ত নির্ভুলতার মাত্রা (p=0.50; e=0.0325) বিবেচনায় উপর্যুক্ত সমীকরণ সমাধানের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের নমুনা আকার ৯৬০ করা হয়েছে। প্রতিটি নমুনা এলাকা (উপজেলা/গ্রাম) থেকে নমুনা সংখ্যা নির্বাচনের সময় মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা বিবেচনা করা হয়েছে।

২.৮ নমুনা এলাকা

প্রকল্পটি ৮টি বিভাগের ২০টি উপ-অঞ্চলের ৬৪টি জেলার ২৫৬টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৮টি বিভাগ (১০০%), ২০টি উপ-অঞ্চল (১০০%), ২৬টি জেলার ৪৮টি উপজেলা নমুনা সংগ্রহের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং কাজের ধরন অনুয়ায়ী পরবর্তীতে ৯৬টি গ্রাম থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। উপজেলা ভিত্তিক নমুনা এলাকার বিভাজন সারণী-৯-এ দেখানো হলো।

সারণী-৯: নমুনা এলাকার তালিকা

বিভাগ	উপ-অঞ্চল	নির্বাচিত জেলার নাম	নির্বাচিত উপজেলার নাম
ঢাকা	ঢাকা	ঢাকা	নবাবগঞ্জ, দোহার, ধামরাই
		মানিকগঞ্জ	ঘিওর
	গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ	কাশিয়ানি
		মাদারীপুর	শিবচর
	ফরিদপুর	রাজবাড়ী	সদর, গোয়ালন্দ
		ফরিদপুর	নগরকান্দা, মধুখালী
	নরসিংদী	নরসিংদি	শিবপুর, মনোহরদি
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	উলিপুর, মুক্তাগাছা
	জামালপুর	টাঙ্গাইল	ধনবাড়ী, মধুপুর
রাজশাহী	রাজশাহী	নাটোর	নাঁটোর সদর, লালপুর
		নওগাঁ	নওগাঁ সদর, মান্দা
	পাবনা	পাবনা	চাটমোহর, ফরিদপুর
	বগুড়া	বগুড়া	শাহজাহানপুর, নন্দীগ্রাম
রংপুর	রংপুর	রংপুর	মিঠাপুকর, পীরগঞ্জ, বদরগঞ্জ
	কুড়িগ্রাম	কুঁড়িগ্রাম	কুঁড়িগ্রাম সদর
	দিনাজপুর	পঞ্চগড়	সদর, দেবীগঞ্জ, বোদা
		লালমনিরহাট	সদর, হাতিবান্দা
খুলনা	খুলনা	খুলনা	ফুলতলা
	যশোর	যশোর	ঝিকরগাছা
		ঝিঁনাইদহ	সদর, কালিগঞ্জ
	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া	কুষ্টিয়া সদর
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালি
	রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি	সদর, কাওখালি
	কুমিল্লা	কুমিল্লা	চান্দিনা, দেবিদ্বার
সিলেট	সিলেট	সিলেট	সিলেট সদর, জৈন্তাপুর
বরিশাল	বরিশাল	বরিশাল	গৌরনদী, বাকেরগঞ্জ
৮	**২০**	**২৬**	**৪৮**

২.৯ নমুনার আকার

মোট উত্তরদাতার সংখ্যা ১,১৫০ জন। এর মধ্যে প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীসহ মোট ৯৬০ জনের সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। পাঁচটি গ্রুপে মোট ৬০ জন বিভিন্ন স্তরের উপকারভোগীর সাথে ৫টি এফজিডি (FGD) এবং ৮৪ জন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে কেআইআই (KII), ৪ টি পরামর্শক সভা ও ১টি স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে নমুনা/তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নমুনার আকার এবং বিভাজন সারণী-১০-এ দেয়া হলো।

সারণী-১০: নমুনার আকারের সার-সংক্ষেপ ও বিভাজন

জরিপ এলাকা ও উত্তরদাতার ধরন	নমুনার আকার
সরাসরি সাক্ষাৎকার: ২৪টি জেলায় ৪৮টি উপজেলা থেকে ২০ জন করে ৯৬০ জন উপকারভোগী জনগণ	৯৫৮
FGD: **ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে** ৫টি FGD অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি FGD-তে বিভিন্ন স্তরের ৮ থেকে ১২ জন অংশগ্রহণকারী (মহিলা ও পুরুষ) উপস্থিত থাকবেন	৬০
KII: জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ম্যানেজমেন্ট ও কারিগরি ব্যক্তি, প্রশিক্ষক	২৪
KII: উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকতা	৪৮
আঞ্চলিক কর্মশালা (Local Level Workshop): উপকারভোগী, প্রকল্প কর্মকর্তা, জেলা কর্মকর্তা, উপজেলার গণ্যমান্য ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ইত্যাদি	৪০-৫০
পরামর্শ সভা (Consultative Meeting): প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প কর্মকর্তা, IMED কর্মকর্তা এবং BRDB কর্মকর্তা	১০
মোট	**১১৫০**

২.১০ উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ

উপাত্তের প্রয়োজনে, উত্তরদাতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র বা উপকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে। পরিবীক্ষণ উপকরণসমূহ বা প্রশ্নপত্র প্রারম্ভিক পর্যায়ে যথাযথ যাচাই-বাছাইয়ের আলোকে তৈরি করা হয়েছে। নির্দেশিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এসব উপকরণের মধ্যে ছিল:

- সরাসরি মাঠ জরিপ প্রশ্নপত্র - এক সেট;
- এফজিডি (FGD) চেকলিস্ট - এক সেট;
- কেআইআই(KII) চেকলিস্ট - তিন সেট;
- ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট/গাইডলাইন - এক সেট;
- পরামর্শক সভার চেকলিস্ট - এক সেট; এবং
- কেস স্টাটি (Case Study) সংক্রান্ত গাইডলাইন - এক সেট।

ক্রয় কাজসমূহ বিশেষ করে টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া ও চুক্তিপত্র প্রদান পর্যন্ত সব কাজ নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হবে। এজন্য ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য নির্দেশনা/গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে। প্রশ্নপত্র বা সরঞ্জাম তৈরি করার ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ আইএমইডির প্রকল্প দল ও বিআরডিবি কর্মকর্তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে প্রশ্নপত্র উন্নয়ন ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। খসড়া প্রশ্নপত্র **সংযুক্তি ১**-এ সংযোজন করা হয়েছে।

২.১১ মাঠ কর্মী নিয়োগ, পরিচিতি ও প্রশিক্ষণ

ক্রিয়েটিভ কনসালট্যান্টস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (CCIL) এর মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত পরিদর্শক ও তথ্য সংগ্রহকারী দল রয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী দল মাঠ পর্যায় থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করে এবং এফজিডি (FGDs) ও কেআইআই (KIIs) পরিচালনা করে। মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের জরিপের উদ্দেশ্যে ও উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহারে দক্ষ করে তোলার জন্য কর্মীদের দু'দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয় (১৫-১৬ মার্চ ২০২২)। পরামর্শক দল শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা দেয়া ছাড়াও প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ ব্যবহার করে মাঠ পর্যায় থেকে কিভাবে উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়, কিভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার নিতে হয় এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে কলমে শিক্ষা দেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিআরডিবি'র প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

দু'টি স্তরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে: (ক) বেসিক/মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং (খ) উচ্চতর প্রশিক্ষণ। যেহেতু মাঠ পরিদর্শক ও তথ্য সংগ্রহকারী দলের সদস্যরা মাঠ পর্যায়ের উপাত্ত সংগ্রহের কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, তাই প্রশিক্ষণে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাদের পরিচিত করার বিষয়ে জোর দেয়া হয়।

(ক) মৌলিক প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- নির্বাচিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও উপাদানসমূহ;
- এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার পটভূমি ও উদ্দেশ্য;
- এ সমীক্ষার কার্যপদ্ধতি;
- নমুনা চয়ন (Sample Selection);
- উত্তরদাতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন;
- সাক্ষাৎকার কৌশল;
- একক ও দলীয়ভাবে প্রশ্নপত্র পরিষ্কারভাবে বোঝা;
- প্রশ্নপত্র নিয়ে দলীয় আলোচনা; এবং
- প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করে দেখানো (হাতে কলমে প্রশ্নপত্র পূরণ প্রশিক্ষণ)।

(খ) উচ্চতর প্রশিক্ষণে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

- এই নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষার বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি;
- কার্যপদ্ধতির আঙ্গিকে এফজিডি (FGD) পরিচালনা কৌশল;
- নমুনায়ন কৌশল;
- পরিদর্শকদের ভূমিকা;
- প্রশ্নপত্রের বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা;
- মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকারের প্রশ্নপত্র সম্পাদনা;
- রেকর্ড সংরক্ষণ পদ্ধতি;
- এফজিডিতে (FGD) সাহায্যকারীর কাজ;
- কেআআই (KII) পরিচালনা; এবং
- অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়।

২.১২ উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি

২.১২.১ মাঠ জরিপ

প্রাথমিক উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সরাসরি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় মোট ৯৫৮ জন উপকারভোগী কৃষকের সরাসরি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। এ জন্য চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ব্যবহার করা হয়েছে। (ফরম ক, পরিশিষ্ট-৪)। মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহকারীগণ ব্যক্তিগতভাবে উত্তরদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারা কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংগ্রহের জন্য সমীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উত্তরদাতাদের অবহিত করেন। প্রত্যেক তথ্য সংগ্রহকারীকে একটি করে ছবি সম্বলিত প্রত্যয়নপত্র প্রদান করা হয়। অধিকন্তু তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি সম্পর্কে এক সেট নির্দেশাবলী, নকশাকৃত এবং পূর্বপরীক্ষিত উপাত্ত সংগ্রহের প্রশ্নপত্র এবং সমীক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা হয়। মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষার আওতায় সকল উত্তরদাতাদের অন্তর্ভুক্ত করতে ৬ জন তদারককারী এবং ৭ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারীদেরকে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

তথ্য সংগ্রহকারীগণ নমুনা সংগ্রহের এলাকায় গিয়ে দৈবচয়িত উপকারভোগীদের কাছে তাদের আত্মপরিচয় দেন এবং সাক্ষাৎকার ও সমীক্ষার উদ্দেশ্য এবং প্রকল্পের উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করেন। নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের কৌশল, নীতি ও প্রশিক্ষণ নির্দেশনা এবং মাঠ পর্যায়ের পূর্বপরীক্ষণ কার্যক্রমের আলোকে উপাত্ত সংগ্রহ করেন। উপাত্ত সংগ্রহকারীগণ তথ্যপত্র পূরণ করে যথাস্থানে স্বাক্ষর নিয়ে উপস্থাপনের জন্য সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করেন।

২.১২.২ নির্দিষ্ট দল ভিত্তিক আলোচনা (FGD)

স্বল্প সময়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকার মানসম্পন্ন উপাত্ত সংগ্রহের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নির্দিষ্ট দল ভিত্তিক আলোচনা বা এফজিডি (FGD)। মূল সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার সময় যথারীতি এফজিডি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি মন্তব্য আলাদাভাবে বিন্যাস্ত করা হয়েছে। যারা এটি পরিচালনা করেছেন তাদের মূল আলোচ্য বিষয় ও মূল সূচক সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয় যাতে আলোচনা শেষে সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছাতে পারেন। এরপর সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত সার প্রস্তুত করেন। পাঁচটি বিভিন্ন স্তরে মোট ৬০ জনের সাথে FGD পরিচালনা করা হয়। স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থানীয় জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিবর্গ/গ্রুপের প্রতিনিধি, সাধারণ জনগণ, কৃষক সমিতির প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে **এফজিডি** পরিচালনা করা হয়। FGD পরিচালনার প্রয়োজনীয় প্রশ্নপত্র প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে **(ফরম খ, পরিশিষ্ট-৪)**।

২.১২.৩ মূল তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (KII)

অপেক্ষাকৃত ভালোভাবে বিষয়টি বোঝার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে মূল তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার (KII) পরিচালনা করা হয়। প্রতিটি KII-এ ১/২ জন রেসপনডেন্ট উপস্থিত ছিলেন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় যাচাইপত্র/ নির্দেশাবলী প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে **(ফরম গ, পরিশিষ্ট-৪)**।

২.১২.৪ পরামর্শ এবং সভা (Consultative Meeting)

পরামর্শ সভা বা আলোচনা: TOR-এ উল্লিখিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করে সরাসরি উপকারভোগীদের সংখ্যা নির্ণয়সহ প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পরামর্শক সভার আয়োজন করা হয়। পরামর্শক দল প্রকল্পের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গভীর অনুসন্ধানী আলোচনা ও পরামর্শক সভা করেন, যেখানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে ক্রয় সংক্রান্ত কাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়। Consultative Meeting-এ ৩-৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী/গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১২.৫ আঞ্চলিক কর্মশালা

সকল প্রকারের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। স্থান নির্বাচন আইএমইডি এবং বিআরডিবি'র পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত করা হয়। প্রকল্প এলাকার কাজের পরিধিরঅথবা উপকারভোগীদের সংখ্যা বিবেচনা করে কর্মশালার স্থান নির্বাচন করা হয়। স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, উপকারভোগীগণ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সামাজিক প্রতিনিধি ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (৪৫-৫০ জন) উপস্থিত ছিলেন। স্টেকহোল্ডারদের সাথে যেসব বিষয়বস্তু আলোচনা হয় সেগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে কি ধরণের পরিবর্তন এসেছে;
- সদস্যদের ঋণ প্রদান ও গ্রহণ, নিজস্ব মূলধন সৃষ্টির পরিমাণ ও তার যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে কিনা;
- অপ্রধান শস্য চাষে প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান কতটুকু করা হছে এবং কৃষক পাচ্ছে কিনা;
- অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কতটুকু সম্ভব হয়েছে;
- কৃষক অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছে কিনা;
- প্রতিটি প্রকল্প এলাকার কৃষকের দল গঠন ও তাদের কার্যক্রম অবস্থা জানা;
- কৃষক প্রশিক্ষণ ও তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ; এবং
- পতিত জমির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সম্পর্কে জানা।

স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মতামত অধ্যায় ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১২.৬ জাতীয় কর্মশালা

আইএমইডি এবং পরামর্শক দলের সমন্বয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে যেখানে পরামর্শক দলের পরামর্শকগণ উপস্থিত থাকবেন। টিম লিডার চূড়ান্ত রিপোর্টটি প্রক্রিয়াকরণ ও উপস্থাপন করবেন। স্টাডি কো-অর্ডিনেটর সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন। জাতীয় কর্মশালায় যেসব বিষয়ের উপর আলোচনা হবে সেগুলো নিম্নে দেয়া হলো:

- চূড়ান্ত রিপোর্টটি উপস্থাপন করা;
- প্রকল্পের আওতায় প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ডগুলোর বাস্তবায়ন ও কার্যকর অবস্থা তুলে ধরা;
- প্রকল্প কার্যক্রমের ফলে অর্জিত সুবিধাসমূহ তুলে ধরা;
- প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকসমূহ তুলে ধরা;
- প্রকল্পের কারণে কৃষকের সুযোগসমূহ তুলে ধরা;
- প্রকল্পের অপ্রধান শস্যের উৎপাদন ও তা বাজারজাতকরণের উন্নতি তুলে ধরা;
- প্রকল্পের সেবা কর্মকাণ্ডগুলো অধিকতর দক্ষ ও টেকসই করতে সুপারিশমালা তুলে ধরা; এবং
- নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফাইন্ডিংস এবং সুপারিশমালাসহ প্রেজেন্টেশন এবং প্রশ্নোত্তর প্রদান করা।

২.১৩ তথ্য সংগ্রহকারী দল ব্যবস্থাপনা

মাঠ জরিপ কার্যক্রমটি প্রতিটি দলের সদস্যদের সময়সূচি বিবেচনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে। মাঠ জরিপের জন্য, আমরা দলের সদস্যদের জন্য দিনের সংখ্যা গণনা করেছি। মোট নমুনার আকার ৯৬০। ছয়টিদলে (৬ জন সুপারভাইজার এবং ৬ জন তথ্য সংগ্রহকারী) ডাটা সংগ্রহের জন্য দলগুলোর সাথে একত্রে কাজ করেন এবং এফজিডি, কেআইআই এবং পরামর্শমূলক সভার আয়োাজন করেন। প্রতি জন তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিদিন ৮টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন এবং ফলস্বরূপ প্রতিদিন ৯৬টি সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। দুই দিনের প্রশিক্ষণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিসহ প্রতিজন তথ্য সংগ্রহকারীর মোট ২১ দিন প্রয়োজন হয়েছে।

২.১৪ প্রাথমিক পরিদর্শন

প্রকল্পের ধারণা স্পষ্ট করে বোঝার জন্য টিম লিডার ড. মো: ইউসুফ আলী ও ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আব্দুল মান্নান গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিআরডিবি'র সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: তাফজেল হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয় ও বিভিন্ন তথ্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্ট যেমন ডিপিপি, অগ্রগতি প্রতিবেদন, কমিউনিকেশনস ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করেন। বিস্তারিত প্রতিবেদনে অধ্যায় ৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১৫ প্রশ্নপত্র সম্পাদনা ও সংকেতায়ন

উত্তরদাতাদের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। যেমন– অযথার্থ, অসম্পূর্ণ, অসঙ্গতিপূর্ণ তথ্য ইত্যাদি। সুতরাং প্রতিটি প্রশ্নপত্র কম্পিউটারে সংরক্ষণের পূর্বে সম্পাদনা ও সংকেতায়ন করা হয়। তথ্য সংকেতায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়। এরপর প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অতিরিক্ত জনবলের আওতায় সংকেত যাচাইকারীদের দ্বারা এগুলো পরীক্ষা করে নেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারীগণ যথার্থরূপে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করেছেন এবং এগুলো প্রাপ্ত উত্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ - এ বিষয়টি নিশ্চিত করে সম্পাদনা করা হয়।

২.১৬ মাঠ জরিপ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ

টিম লিডার এবং স্টাডি কোঅর্ডিনেটর দলের অন্যান্য সদস্যগণ সুপারভাইজার ও তথ্য সংগ্রহকারীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখেন। তদন্তকারীদের তথ্য সংগ্রহের গুণগতমান যাচাইয়ের জন্য লক্ষ্যস্থলভিত্তিক দলের সাথে মোবাইল যোগাযোগের মাধ্যমে নজর রাখা হয়েছে। মাঠ কর্মীদের ক্রমাগত নিরীক্ষণ এবং সুপারভাইজারগণ দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়। সুপারভাইজারগণ মাঠ জরিপের তথ্য পূরণকৃত প্রশ্নাবলী পরীক্ষা করে এবং তথ্য সংগ্রহের গুণগত মান নিশ্চিত করেন এবং FGD পরিচালনা/সহায়তা করেন। পরামর্শক দল প্রদর্শনী প্লট ও ভার্মিকম্পোস্ট খামার পরিদর্শন এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং সে অনুযায়ী প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১৭ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ

উপাত্ত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণের আওতায় আসে প্রশ্নপত্র নিবন্ধন, নীতিমালা গঠন, সংকেত তৈরি, উপাত্ত যাচাই ও মান নিয়ন্ত্রণ। সমন্বিত পদ্ধতিতে এমনভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় যাতে মাঠ পর্যায়ের প্রশ্নপত্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা নথিভুক্ত করা হয়। গুণগত ও পরিমাণগত উপাত্ত MS Access এবং SPSS-এর মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। বর্ণনাক্রমিক বিশ্লেষণের জন্য এই পরিমাণগত উপাত্তের শতাংশ, গড়, হার, গ্রাফ, তালিকা, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। এফজিডির (FGD) মাধ্যমে সংগৃহীত গুণগত উপাত্ত হাতে-কলমে সংকলিত করে সারাংশ প্রস্তুত করা হয়েছে যা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

২.১৮ SWOT বিশ্লেষণ

SWOT বিশ্লেষণ হলো একটি কৌশলগত পরিকল্পনা কৌশল যা প্রকল্প পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ এবং ঝুঁকি/হুমকি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। এটি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে অভ্যন্তরীণ ও ব্যহ্যিক অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রকল্পের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা নিরূপণে সাহায্য করে। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা করে সবল, দুর্বল, সুযোগ এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণের জন্য KII-এর মাধ্যমে BRDB কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং প্রকল্পের দলিলাদি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল (Strengths), দুর্বল (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) এবং ঝুঁকি (Threats) উপাদানসমূহ নির্ণয় করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

চিত্র-২: নিবিড় পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

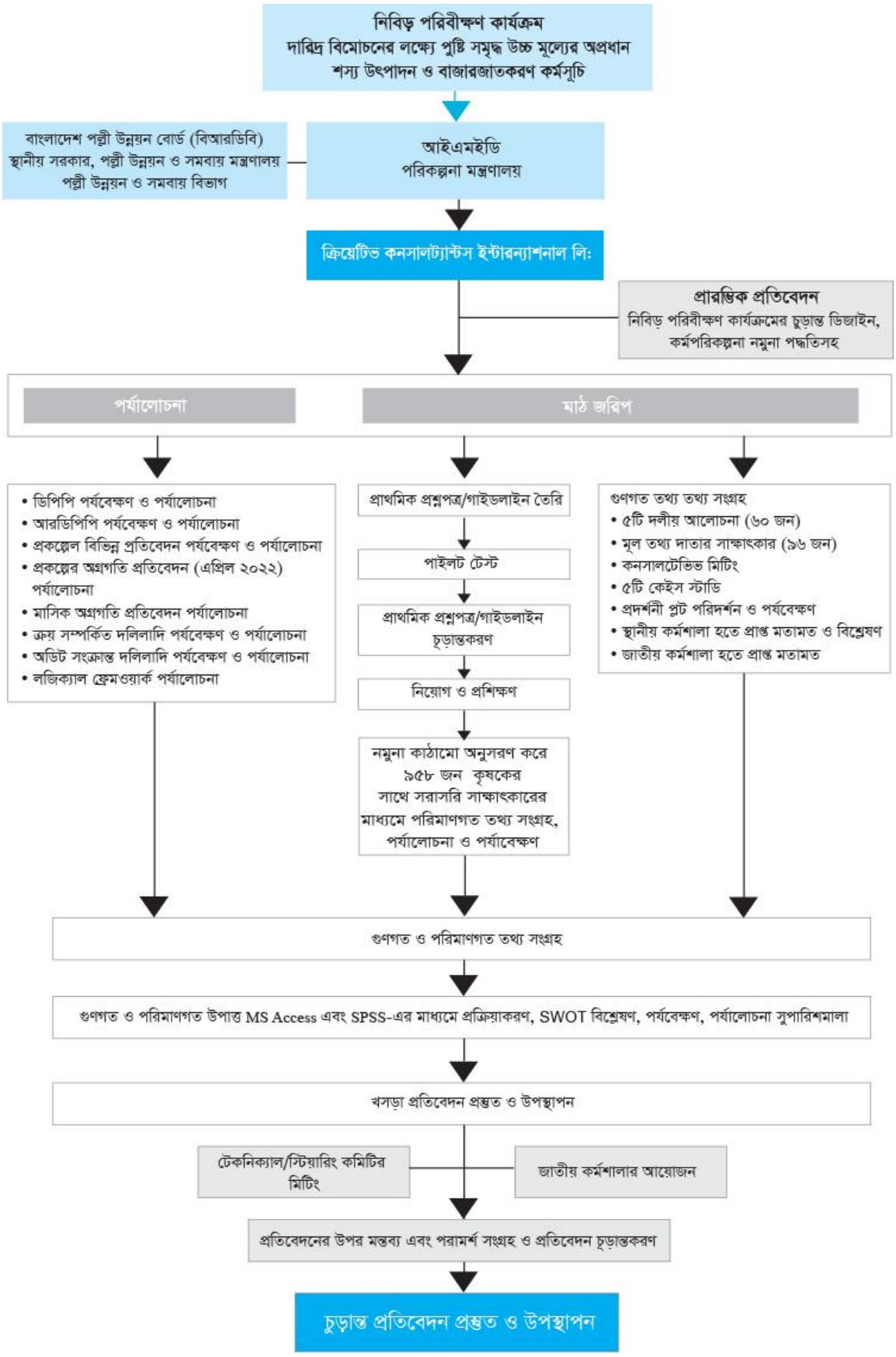

২.১৯ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফল সহজেই প্রকল্পের সূচকের সাথে তুলনা করার জন্য মানসম্পন্ন ফরম্যাট (বিন্যাস) ব্যবহার করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক সূচক, গ্রাফ ও সারণী আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিবেদন তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে কাজের অগ্রগতি ও ফলাফল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেন। প্রতিটি প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় এবং কমিটি থেকে প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক প্রতিবেদন

খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনে, জরিপ পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ (খসড়া প্রশ্নপত্র, চেকলিস্ট ও ম্যানুয়াল এবং নির্দেশাবলী), উপাত্ত সূত্র, উপাত্ত সংগ্রহ বিধিমালা, স্টেকহোল্ডারস্, জনবল নিয়োগ এবং কর্ম পরিকল্পনার ছক প্রতিবেদনে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন অনুযায়ী লিখিত হয়েছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদন টেকনিক্যাল কমিটির মতামত অনুসরণপূবর্ক পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করে স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম খসড়া প্রতিবেদন

খসড়া প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের ৭৫ দিনের মধ্যে তৈরি ও জমা দেয়া হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি বরাবরে পেশ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক ফাইন্ডিংস ও সুপারিশমালা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল চূড়ান্ত প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খসড়া প্রতিবেদন মোট ৪০ কপি (টেকনিক্যাল কমিটি ২০ + স্টিয়ারিং কমিটি ২০) যথারীতি জমা দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন

দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন চুক্তি স্বাক্ষরের ৯০ দিনের মধ্যে তৈরি ও জমা দেয়া হয়েছে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির মতামতগুলো সন্নিবেশিত করে দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদনটি জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন বাংলা ৮০ কপি ও ইংরেজি ১০ কপি যথারীতি জমা দেয়া হয়েছে।

চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন

জাতীয় কর্মশালা হতে প্রাপ্ত মতামত চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করে চুক্তি স্বাক্ষরের ১০০ দিনের মধ্যে জমা দেয়া হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন বাংলা ১০ কপি যথারীতি জমা দেয়া হয়েছে।

চূড়ান্ত প্রতিবেদন

চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন সম্পর্কে টেকনিক্যাল কমিটির মতামত সন্নিবেশিত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি চুক্তি স্বাক্ষরের ১২০ দিনের মধ্যে তৈরি ও জমা দেয়া হয়েছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ৬০ কপি (৪০ কপি বাংলায় এবং ২০ কপি ইংরেজিতে) ও সফ্ট কপি মহাপরিচালক, সেক্টর-৮, আইএমইডি বরাবরে পেশ করা হয়েছে।

২.২০ সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

সমগ্র পরিবীক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনার জন্য মোট ১২০ দিন ব্যয় হয়েছে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যায়নের সকল প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ অনুযায়ী চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই প্রস্তাবিত কর্মসূচি এবং গবেষণা পরিচালনা কার্যক্রমকে গবেষণা দলের দ্বারা সঞ্চালন পূর্বক বিভিন্ন কর্মে বিভক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচি ছকটি চিত্র-৩ উপস্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র-৩: নিবিড় পরিবীক্ষণের কর্মপরিকল্পনা (Work Plan)

ক্রম	কার্যকলাপ	বৎসর: ২০২২																							
		জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				মে				জুন			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
ধাপ ১: প্রারম্ভিক পর্যায়																									
১.১	নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আইএমইডির সাথে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষরিত																								
১.২	প্রয়োজনীয় সাপোর্ট স্টাফসহ টিম গঠন																								
১.৩	পরামর্শক ও সাপোর্ট স্টাফের উপস্থিতিতে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সমীক্ষা করার জন্য উদ্বোধনী ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।																								
১.৪	প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং যন্ত্রপাতিসজ্জিত অফিসের ব্যবস্থা করা।																								
১.৫	আইএমইডি এবং প্রকল্পের অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনা করা।																								
১.৬	বিদ্যমান সেকেন্ডারি তথ্য (ডিপিপি, পিসিআর, অগ্রগতি প্রতিবেদন) এবং অন্যান্য সম্পর্কিত কাগজপত্র সংগ্রহ তা পর্যালোচনা করা।																								
১.৭	TOR-এর সংশোধন, তথ্য সংগ্রহের নকশা (প্রশ্নপত্র এবং চেকলিস্টগুলো), প্রস্তাবিত পদ্ধতি এবং কর্মসূচি বিকাশ এবং ক্লায়েন্টের সাথে আলোচনা।																								
১.৮	আইএমইডি কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে নিবিড় কার্যক্রম পদ্ধতি ও কর্মসূচির চূড়ান্তকরণ।																								
১.৯	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা। খসড়া প্রারম্ভিক প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করা।																								
১.১০	টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা।																								
১.১১	তথ্য সংগ্রহ, খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্টের উপর দুই দিন ব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।																								

ক্রম	কার্যকলাপ	বৎসরঃ ২০২২																							
		জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				মে				জুন			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
১.১৩	খসড়া প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট পরীক্ষার জন্য পরামর্শকগণের দ্বারা প্রকল্প এলাকায় ফিল্ড টেস্টের আয়োজন করা।																								
১.১২	প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট চূড়ান্তকরণ।																								
ধাপ ২: মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ																									
২.১	পর্যালোচনার অধীনে এলাকার বিশদ তথ্য সন্ধান, গবেষণা এবং বিশ্লেষণসহ সম্পূরক পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহ।																								
২.২	ফিল্ড সুপারভাইজার ও পরামর্শক কর্তৃক FGDs, KIIs এবং পরামর্শমূলক সভা পরিচালনা।																								
২.৩	পরামর্শক কর্তৃক স্থাপনা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন।																								
২.৪	স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা।																								
ধাপ ৩: ডেটা প্রসেসিং ও প্রতিবেদন তৈরি পর্যায়																									
৩.১	ডাটা এন্ট্রি, প্রসেসিং, চেকিং সম্পাদনা এবং বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতি।																								
৩.২	সংক্ষিপ্ত টেবিল তৈরি ও পরিসংখ্যানগত তথ্য বিশ্লেষণ SWOT Analysis ।																								
৩.৩	খসড়া প্রতিবেদন তৈরী। খসড়া প্রতিবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক চূড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন।																								
৩.৪	টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটি থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা।																								
৩.৫	আইএমইডি কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় উপস্থিতি, চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন ও নিবিড় পরিবীক্ষণের ফাইন্ডিংস ও সুপারিশমালাসহ প্রেজেনটেশন উপস্থাপন।																								
৩.৬	চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা। চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি যাচাই-বাছাই ও মতামতের জন্য জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা।																								
৩.৭	জাতীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য, পরামর্শ ও সিদ্ধান্তগুলো প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করার পর তা চূড়ান্ত করা।																								

ক্রম	কার্যকলাপ	বৎসরঃ ২০২২																							
		জানুয়ারি				ফেব্রুয়ারি				মার্চ				এপ্রিল				মে				জুন			
		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪
প্রতিবেদন উপস্থাপন																									
১	প্রারম্ভিক প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে (১৫ দিনের মধ্যে)						▲																		
২	প্রথম খসড়া প্রতিবেদন জমা জমা দেয়া হয়েছে (৭৫ দিনের মধ্যে)																		▲						
৩	দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন জমা হয়েছে (৯০ দিনের মধ্যে)																			▲					
৪	চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে (১২০ দিনের মধ্যে)																							▲	

২.২১ নিবিড় পরিবীক্ষণ স্টাফিং সিডিউল (Staffing Schedule)

Staffing Schedule মূলত প্রস্তাবিত গবেষণা পরিচালনা করার জন্য পেশাদারী পরামর্শদাতা এবং কর্মীদের একটি যথাযথ ম্যানিং কর্মসূচী যা কাজটি করতে যথাযথ সাহায্য করে। পুরো কাজকে গবেষণা দলের দ্বারা সঞ্চালন করা ও বিভিন্ন কর্মে বিভক্ত করা হয়েছে। কর্মসূচির ছকটি চিত্র ৪-এ দেখানো হয়েছে।

চিত্র-৪: স্টাফিং সিডিউল

Staff Month Input by Month — Year 2022 — Janaury, February, March, April, May, June — Weeks 1–20

Sl. No.	Name and Position of Expert and Staff	Work Station	Total Staff-Month Input: Home	Field	Total
A. Professional Staff					
1	**Dr. Md. Yusuf Ali**	Home	2.75		3
	Team Leader and Evaluation Specialist	Field		0.25	
2	**Dr. Golam Wahid Sarker**	Home	2.75		3
	Training and Microfinance Specialist	Field		0.25	
3	**Dr. Ahmed Ali Hassan**	Home	2.75		3
	Agriculture Specialist	Field		0.25	
4	**Dr. Md. Abdul Latif**	Home	1		1
	Statisticican and Data Analyst	Field		0	
		Sub-Total (A)	9.25	0.75	10
B. Support Staff (proposed)					
1	**Israt Jahan Fancy**	Home	2.75		3
	Study Coordinator	Field		0.25	
2	**Field Survey Supervisor (6 persons)**	Home	0.25		0.75
	To be assigned	Field		0.5	
3	**Field Investigators (6 persons)**	Home	0.25		0.75
	To be assigned	Field		0.5	
4	**Data Entry Operators (2 persons)**	Home	1		1
	To be assigned	Field		0	
5	**Computer Operator**	Home	3		3
	To be assigned	Field		0	
6	**Office Assistant**	Home	4		4
	To be assigned	Field		0	
		Sub-Total (B)	11.25	1.25	12.5
		Grand Total (A+B)	20.5	2	22.5

LEGEND:
- Home Input (continuous)
- Home Input (Intermittent)
- Field Input (continuous)
- Field Input (intermittent)

তৃতীয় অধ্যায়: ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি প্রকল্পটি ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২৫৬টি উপজেলাধীন ৭,৬৮০টি দল নির্বাচন; ২,৭০,০০০ জন সদস্য নিয়ে ৭,৬৮০টি নতুন সমিতি গঠন; ৫,৯৪০টি পুরাতন দল পুনর্গঠন; ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমাদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; ২৫৬টি উপজেলায় ৭,৬৮০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন; ১৯টি শস্যের বীজ ২,৭০,০০০ জন কৃষকের মধ্যে সরবরাহ করা; ৬৪টি জেলায় ৬৪০ জন পাইকারি বিক্রেতার সাথে ৬৪টি টিমের মাধ্যমে বিপণন সংযোগ স্থাপন করা; সুবিধা বঞ্চিত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের (ভার্মিকম্পোস্ট সার তৈরি, শস্য বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রভৃতি) দ্বারা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা; নারীর জন্য কর্মসংস্থান ও আয়ের সৃষ্টি এরং নারীর ক্ষমতায়নের বিকাশ ঘটানোসহ সেবা, সরবরাহ এবং ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নথি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতি, অর্থ বরাদ্দ ও ছাড়, অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন, ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং ২৪ জেলার ৪৮টি উপজেলার মাঠ জরিপের তথ্য, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনাসহ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.২ ডিপিপি'র সীমাবদ্ধতা

ডিপিপি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পাওয়া গিয়েছে যা নিম্নে দেয়া হলো:

- প্রকল্পের প্রধান উদ্দশ্য উচ্চমূল্যের শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। কিন্তু DPP-এর কোথাও পাঁচ বছরে ২৫৬টি উপজেলায় কি পরিমাণ উচ্চ মূল্যের ফসল উৎপাদন হবে এবং ফসলের উৎপাদন এলাকা (একর) কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে তার কোনো লক্ষ্যমাত্রা নেই;
- পাঁচ বছরে ২৫৬টি উপজেলায় ২,৭০,০০০ কৃষকের মাঝে উচ্চ মূল্যের বিভিন্ন ফসলের বীজ/চারা বিতরণ করা হবে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু কি পরিমাণ বীজ বিতরণ করা হবে তা উল্লেখ নেই;
- ১৫টি ফসল, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, বীজ ও ভার্মিকম্পোস্ট চাষ সম্প্রসারণের জন্য প্রতি উপজেলায় প্রতি বছর মাত্র ১৭৭,৯৮৫ টাকা রাখা হয়েছে যা খুবই অপ্রতুল;
- পাঁচ বছরে ২,৭০,০০০ জন কৃষকের মাঝে উচ্চ মূল্যের ফসল সম্প্রসারণের জন্য মাত্র ৮৪৩.৬৮ টাকা রাখা হয়েছে যা নিতান্তই কম;
- প্রতি উপজেলায় প্রতি বছর প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা মাত্র ৬টি, অথচ ফসলের সংখ্যা ১৫টি;
- প্রদর্শনী প্লটের বরাদ্দ মাত্র ৬,০০০ টাকা এবং ১৫-২০ শতাংশ জমিতে স্থাপন করা হবে। ভুট্টা বা পিঁয়াজের মত উচ্চ বিনিয়োগের ফসলের জন্য এ বরাদ্দ খুবই কম। তাছাড়া ভুট্টা প্রদর্শনীর আকর্ষণের জন্য বড় প্লট হওয়া প্রয়োজন (কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ);
- ২,৭০,০০০ সদস্যের মধ্যে মাত্র ২২% কৃষকের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে যা উন্নত প্রযুক্তি সম্প্রসারণে সহায়ক নয়;
- এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো, কম সুদে সহজ শর্তে কৃষি ঋণ বিতরণ। কিন্তু বরাদ্দ খুবই সীমিত। প্রতি জনের জন্য পাঁচ বছরে মাত্র ৪,০৪৭ টাকা। অল্প সংখ্যক কৃষককে ১৫,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে;
- উৎপাদিত উচ্চ মূল্যের ফসল বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন (Value addition)-এ তেমন কোনো কার্যক্রম ছিল না;
- পুরো প্রকল্প চলাকালীন ২৫৬টি উপজেলায় মাত্র ৭৫০টি মাঠ দিবস রাখা হয়েছে যা অপ্রতুল; এবং
- বেইস লাইন সার্ভে না থাকার কারণে কৃষকের জীবনযাত্রার মানের ও আয় বৃদ্ধির তুলনামূলক পর্যালোচনা সম্ভব হচ্ছে না।

৩.৩ প্রকল্পের অগ্রগতি ও ফলাফল

ক. প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.৩.১ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

''দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাল ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রতিবেদন অনুযায়ী পুরো প্রকল্প মেয়াদে বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রকল্পে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ২০,৬৩৫.০৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ১১,৯০৫.৩৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের জুলাই ২০১৯ থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ৭২%। ডিপিপির বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনা পাশে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হল (চিত্র-৬)।

চিত্র ৫: প্রকল্পে ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি (%)

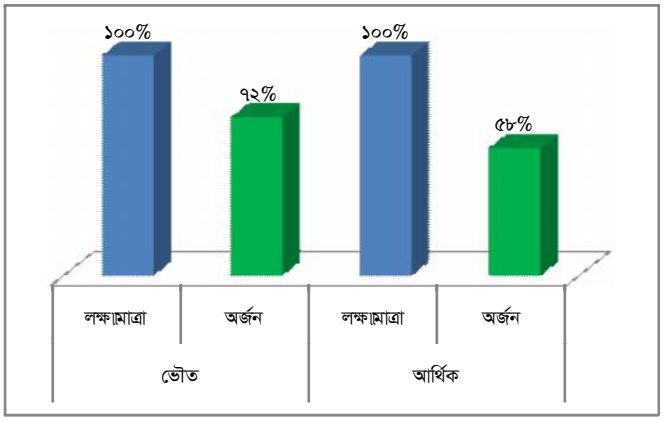

কোভিড-১৯ এর কারণে প্রায় দুই বছর প্রশিক্ষণ এবং ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এজন্য অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম হয়েছে। তাছাড়াও বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ কম ছিল যার জন্য লক্ষ্য অনুযায়ী অগ্রগতি হয় নাই বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

৩.৩.২ প্রকল্পের অর্থ বছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয়

সারণী-১১: প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংস্থান (লক্ষ্যমাত্রা), এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

অর্থ বছর	ডিপিপি/টিএপিপি'র সংস্থান	এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	প্রকৃত ব্যয় (%)
২০১৮-২০১৯	০	০	০	০
২০১৯-২০২০	৫৪১৮.০০	৪৭৫০.০০	৩৫২৬.৫০	৩২৪২.৮৩ (৯২%)
২০২০-২০২১	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	৩৭৫০.০০	৩৬৮৭.৪০ (৯৮%)
২০২১-২০২২ (এপ্রিল পর্যন্ত)	৬৪৫৬.০০	৬৯৫৬.০০	৫৭৭৯.৫০	৫২৭১.২৩ (৯১%)
২০২২-২০২৩	৪৭৮০.০০	---	---	---
২০২৩-২০২৪	৮৭১.২৯	---	---	---

তথ্য সুত্র: প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, এপ্রিল ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত।

৩.৩.৩ প্রকল্পের অংগভিত্তিক সংস্থান, লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী সংশোধিত অংগভিত্তিক সংস্থান (লক্ষ্যমাত্রা), এডিপি বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয় নিম্নের সারণীতে উল্লেখ করা হলো:

সারণী-১২: প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষমাত্রা ও অর্জন

লক্ষ টাকায়

অঙ্গের নাম	আরডিপিপি অনুসারে		এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	%	আর্থিক	%	
ক. রাজস্ব ব্যয়:							
প্রকল্প জনবলের বেতন ভাতা (অফিসার)	৭	৪৯৮.৮২	৭	১০০%	১২৭.৮৫	২৫.৬৩%	
সম্মানী ভাতা/ফি/পারিশ্রমিক	থোক বরাদ্দ	৪০০.০০	থোক বরাদ্দ		২৩৬.৬৪	৫৯.১৬%	
পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা	থোক বরাদ্দ	১.০০	থোক বরাদ্দ		০.৫৫	৫৫%	
আপ্যায়ন ব্যয়	থোক বরাদ্দ	৭.৫০	থোক বরাদ্দ		৪.৩১	৫৭.৪৭%	
হায়ারিং চার্জ (যানবাহন)	৪	২৪০.০০	৪	১০০%	২৮.৭৫	১১.৯৮%	
অনিয়মিত শ্রমিক (সাকুল্য বেতন)	থোক বরাদ্দ	৬.৫০	থোক বরাদ্দ		১.০৪	১৬%	
সেমিনার, কনফারেন্স	থোক বরাদ্দ	২০.০০	থোক বরাদ্দ		৯.৬১	৪৮.০৫%	
বিদ্যুৎবিল	থোক বরাদ্দ	২.০০	থোক বরাদ্দ		০.৪৫	২২.৫০%	
টেলেক্স/ফ্যাক্স/ইন্টারনেট	থোক বরাদ্দ	২.০০	থোক বরাদ্দ		০.৭১	৩৫.৫০%	
ডাক	থোক বরাদ্দ	৫০.০০	থোক বরাদ্দ		২৮.৯০	৫৭.৮০%	
টেলিফোন/টেলিগ্রাম/টেলিপ্রিন্টার	থোক বরাদ্দ	১.০০	থোক বরাদ্দ		০.০৯	৯%	
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক বরাদ্দ	১২.০০	থোক বরাদ্দ		৭.২৪	৬০.৩৪%	
অডিও, ভিডিও/চলচ্চিত্র নির্মাণ	থোক বরাদ্দ	৮.০০	থোক বরাদ্দ		২.০০	২৫.০০%	
বইপত্র ও সাময়িকী	থোক বরাদ্দ	১.২৩	থোক বরাদ্দ		০.৩৪	২৭.৬৫%	
আউটসোর্সিং জনবল	৩০২	৩,৯১৬.২৯	৩০২	১০০%	১,৪৬১.৫৬	৩৭.৩২%	
নিবন্ধন ফি	থোক বরাদ্দ	১০.০০	থোক বরাদ্দ		০.০০	০%	খাতটি ২য় সংশোধনীতে বাতিল করা হচ্ছে
বীমা ও ব্যাংক চার্জ	থোক বরাদ্দ	৫.০০	থোক বরাদ্দ		১.১৭	২৩.৪০%	
প্রশিক্ষণব্যয়	৬০৯০০	১,৬০২.২১	৪৩৭৪৩	৭২%	৯৪৭.৩২	৫৯.১৩%	
পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট (মোটর সাইকেলের জন্য)	থোক বরাদ্দ	১৫০.০০	থোক বরাদ্দ		২৪.৫৩	১৬.৩৬%	
গ্যাস ও জ্বালানি	থোক বরাদ্দ	১০.০০	থোক বরাদ্দ		১.৫৯	১৫.৯০%	
ভ্রমণ ব্যয়	থোক বরাদ্দ	২০০.০০	থোক বরাদ্দ		১১৯.৯৯	৬০%	
বদলী ব্যয়	থোক বরাদ্দ	২০.০০	থোক বরাদ্দ		০.৭১	৩.৫৫%	
প্রদর্শনী খামার (অপ্রধান শস্য-৩৮৪০, ভার্মি কম্পোস্ট-৩৮৪০)	৭৬৮০	৪৬১.০০	৪৬০৮	৬০%	২৭৬.৪৮	৫৯.৯৮%	
বীজ ও চারা	থোক বরাদ্দ	২১৫.০০	থোক বরাদ্দ		১৫৯.৯৯	৭৪.৪২%	
কম্পিউটার সামগ্রী	থোক বরাদ্দ	৫০.০০	থোক বরাদ্দ		৩৭.৪০	৭৪.৮০%	
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	থোক বরাদ্দ	৭.৫০	থোক বরাদ্দ		৩.৬০	৪৮%	
স্টেশনারি, সীল ও স্ট্যাম্পস	থোক বরাদ্দ	১০০.০০	থোক বরাদ্দ		৫৯.১৭	৫৯.১৭%	
ইউনিফর্ম	থোক বরাদ্দ	১.০০	থোক বরাদ্দ		০.১০	১০%	
গবেষণা ব্যয়	থোক বরাদ্দ	৯.৫০	থোক বরাদ্দ		০.০০	০%	শুধুমাত্র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেব্যয়যোগ্য
সার্ভে (প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত সদস্য)	৩০০,০০০	১৫.০০	৩০০,০০০	১০০%	১৪.৯৬	৯৯.৭৪%	

অঙ্গের নাম	আরডিপিপি অনুসারে		এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				মন্তব্য
	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	%	আর্থিক	%	
অনুষ্ঠান উৎসবাদি	থোক বরাদ্দ	৫০.০০	থোক বরাদ্দ		২৯.৬২	৫৯.২৪%	
মোটর যানবাহন	থোক বরাদ্দ	১০.০০	থোক বরাদ্দ		০.০০	০.০০%	
আসবাবপত্র	থোক বরাদ্দ	২.০০	থোক বরাদ্দ		০.২৫	১২.৫০%	
কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম	থোক বরাদ্দ	৫.০০	থোক বরাদ্দ		০.৭৫	১৫%	
অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	থোক বরাদ্দ	৫.০০	থোক বরাদ্দ		৪.৯৯	৯৯.৮০%	
উপমোট		৮,০৯৪.৫৫			৩,৫৯২.৬১	**৪৪.৩৯%**	
খ. মূলধনব্যয়ঃ							
মোটরযান	৩০০	৫৪০.০০	৩০০	১০০%	৪১২.৫০	৭৬.৩৯%	
কম্পিউটার ও যন্ত্রাংশ	৩০০	২৪০.০০	৩০০	১০০%	২১৫.০৪	৮৯.৬০%	
টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম	২	০.৫০	২	১০০%	০.৫০	১০০%	
শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	২	২.৫০	২	১০০%	২.৫০	১০০%	
অফিস সরঞ্জাম	৬	২.০০	৬	১০০%	২.০০	১০০%	
ট্রেনিং মেটেরিয়ালস	থোক বরাদ্দ	৩৩.০০	থোক বরাদ্দ		১২.৪৭	৩৭.৭৯%	
আসবাবপত্র	১৫৭৬	২০০.০০	১৫৭৬	১০০%	১৬৮.০০	৮৪%	
যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	১	১.৫০	১	১০০%	১.৪৯	৯৯.৩৪%	
প্রকল্প অনুদান (কৃষিঋণ, পোষ্ট ট্রেনিং সাপোর্ট)	২৭০,০০০	১১,৪৬১.০০	৫২,৭৪০	২০%	৭,৯১০.৭৫	৬৯.০৩%	
উপমোট		১২,৪৮০.৫০			৮,৩১২.৭৪	**৬৬.৬১%**	
গ. ফিজিক্যাল কন্টিনজেনসি		১০.০০			০.০০	**০%**	২য় সংশোধনীতে ঋণ তহবিলে যুক্ত করা হচ্ছে।
ঘ. প্রাইজ কন্টিনজেনসি		৫০.০০			০.০০	**০%**	
মোট		২০,৬৩৫.০৫			১১,৯০৫.৩৫	**৫৭.৭০%**	

উপর্যুক্ত সারণীর তথ্যে দেখা যায় যে, গবেষণা কার্যক্রমে কোনো ব্যয় হয়নি। এছাড়াও রাজস্ব ব্যয় খাতে অগ্রগতি তুলনামূলক কম। কিছু কিছু খাতে ক্রয় কার্যক্রমে ১০০% পর্যন্ত ব্যয় হলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জন হয়নি বলে পরামর্শক দল মনে করেন। তবে বাকী কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

৩.৩.৪ এক নজরে প্রকল্পের অগ্রগতি

সারণী-১৩: এক নজরে প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রমের অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

লক্ষ টাকা

কার্যক্রমের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্য (এপ্রিল ২০২২)	প্রকৃত অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২২)	অর্জন (%)	মন্তব্য
ব্যয়ের জন্য মোট বাজেট	১৩৯০৭.০২	১২২০১.৪৬	৮৮%	
প্রকল্পের জনবলের বেতন ভাতা	২০৪৮.৮৮	১৬৬২.০৯	৮১%	
ভ্রমন ভাতা	১৩২.৫	১২২.৯৩	৯৩%	
যানবাহন ক্রয় বাবদ খরচ	৪২০	৪১২.৫	৯৮%	ভৌত অগ্রগতি ১০০%। কোভিড-১৯ সময় সীমাবদ্ধতার কারণে ক্রয় কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। সম্পতি মোটর সাইকেলগুলো ক্রয় করা হয়েছে যা প্রকল্প এলাকায় সরবরাহের কার্যক্রম চলমান আছে।
কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি বাবদ খরচ	২৪০	২১৫.০৪	৯০%	ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
আসবাবপত্র ক্রয় বাবদ খরচ	২০০	১৬৭.৯৯	৮৪%	ভৌত অগ্রগতি ১০০%।
ঋণ বিতরণ	৯১০৬	৯৬৮৪.৭২	১০৬%	মোট কৃষক সদস্যের মধ্যে শুধু ৩২.৯০% ঋণ পেয়েছেন।
ঋণ পরিশোধ	৪২২৭.২	৪২৬৬.১১	১০১%	
দলীয় সদস্য কর্তৃক অর্থ জমা	১৮৯৮.২৩৬	১৫৮৭.৭১	৮৩.৬৪%	
ঋণ গ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা	৫৬৯৩১	৫৭৬০১	১০১%	
দল গঠন	৭৩৩০	৭৩২৫	১০০%	
ভর্তিকৃত সদস্য সংখ্যা	১৮৫৩০০	১৭৫০৬৩	৯৪%	
মহিলা সদস্য সংখ্যা	৫৮৫৩০	৫৭৮৪২	৯৯%	
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের মোট (ব্যাচ)	১৩৫০	১৩০৮	৯৭%	
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকের মোট সংখ্যা	৪৬৩১০	৪৬১১৯	৯৯.৫%	মাত্র ২৬.৩৪% সদস্য প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।
প্রদর্শনী প্লট	৪৬০৮	৪২৫২	৯২%	তিন বছরে প্রতিটি প্রকল্প উপজেলায় গড়ে মাত্র ১৬টি প্রদর্শনী প্লট
মাঠ দিবস	৭৫০	৭৪২	৯৯%	তিন বছরে প্রতিটি প্রকল্প উপজেলায় গড়ে মাত্র ৩টি মাঠ দিবস
প্রকল্পের উচ্চ মূল্যের ফসলের মোট এলাকা	জেলা - ৬৪ উপজেলা - ২৫৬	জেলা - ৬৪ উপজেলা - ২৫৬		Data N.C

সারণী-১৩ এর পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে প্রকল্পের খরচ বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী হচ্ছে। যদিও জনশক্তি খাতে খরচ কিছুটা কম (৮১%)। মোটর সাইকেল ক্রয় বাবদ খরচ ৯৮%। যদিও প্রকল্পের শুরুতে এটা ক্রয় করা সম্ভব হয় নাই, কোভিডকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য। মোটর সাইকেল সবেমাত্র উপজেলা পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে। তাই প্রকল্পের কার্যক্রমের গতি ব্যাহত হয়েছে।

ডিপিপিতে সংস্থান থাকা সত্ত্বেও অর্থসংস্থান না থাকাতে প্রকল্পের মাত্র ৩২.৯০% কৃষক ঋণ সহায়তা দেয়া সম্ভব হয়েছে। একই কারণে মাত্র ২৬.৩৪% কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। প্রতি উপজেলায় তিন বছরে গড়ে মাত্র ১৬.৬৬টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া প্রতি প্রদর্শনী প্লটের বরাদ্দ মাত্র ৬,০০০ টাকা হওয়ায় ছোট প্লটে স্থাপন করতে হয়েছে। এছাড়া বরাদ্দ কম থাকায় প্রতি উপজেলায় তিন বছরে মাত্র ২.৮৯টি করে মাঠ দিবস আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে।

৩.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

৩.৪.১ সরবরাহ ও সেবা

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় সরবরাহ ও সেবা খাতে (প্রশাসনিক ব্যয়, ফি/চার্জ/কমিশন, পেট্রোল/ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট, ভ্রমণ ও বদলি, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সামগ্রী, মুদ্রণ ও মনিহারি, পেশাগত সেবা, সম্মানী বিশেষ ব্যয়) মোট থোক বরাদ্দ ছিল ৮,০৯৪.৫৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ৩,৫৯২.৬১ লক্ষ টাকা (৪৪.৩৮%) ব্যয় করা হয়েছে। অর্থাৎ ৪,৫০১,৯৪.৩৩ লক্ষ টাকা কম খরচ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনায় জানা যায়, বাজেট বরাদ্দ কম হওয়ার কারণে ব্যয় কম হয়েছে।

৩.৪.২ মেরামত ও সংরক্ষণ

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য মোট থোক বরাদ্দ ছিল ২৪১.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে মে ২০২১ পর্যন্ত ৬৯.৯২ লক্ষ (২৯.০১%) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৩.৪.৩ যানবাহন

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি মোটর সাইকেল ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে; যার জন্য ৫৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত শুধুমাত্র ৩০০টি মোটর সাইকেল ক্রয় করা হয়েছে এবং মোট ব্যয় হয়েছে ৪১২.৫০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৬.৩৯% (সারণী-১১)। যানবাহন ক্রয় কার্যক্রমের নথিপত্রে দেখা যায়, OTM এবং RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করে ক্রয় কার্যক্রম করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক জুন ২০২১ মহাপরিচালক, বিআরডিবি কার্যাদেশ প্রদান করেন এবং প্রকৃতপক্ষে চুক্তি সাক্ষরিত হয় অক্টোবর ২০২১ তারিখে। কাজ সম্পাদনের তারিখ জুন ২০২২। এই ক্রয় কার্যক্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক দুই বার স্থগিত করার কারণে বিলম্ব হয়েছে। উক্ত ৩০০টি মোটর সাইকেল সরবরাহের কার্যক্রম চলমান। সরাবরাহ হলে ২৫৬টি মোটর সাইকেল উপজেলা, ৪০টি জেলা পর্যায়ে ও ৪টি সদর দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.৪.৪ কম্পিউটার ও এক্সেসরিজ

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি কম্পিউটার সেট (২৭৮টি ডেস্কটপ ও ২২টি ল্যাপটপ এবং অন্যান্য সামগ্রী কেনার সংস্থান ছিল। এ জন্য ২৪০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ২৭৮টি ডেস্কটপ, ২২টি ল্যাপটপ এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে এবং মোট ব্যয়

হয়েছে ২১৫.০৪ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯.৬০% অর্থাৎ ১০.৪% কমে ক্রয় করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ইউপিএস এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রমে OTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কম্পিউটার সামগ্রীগুলো প্রকল্প অফিস ও মাঠ পর্যায়ের উপজেলা অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.৪.৫ অফিস আসবাবপত্র

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পের আওতায় ১,৫৭৬টি অফিস আসবাবপত্র ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে। এ জন্য ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত শতভাগ অফিস আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৮.০০ লক্ষ টাকা (৮৪%), অর্থাৎ ১৬.০% কমে ক্রয় করা হয়েছে। অফিস আসবাবপত্র ক্রয় এবং ব্যবহার সন্তোষজনক। ক্রয়কৃত আসবাবপত্র প্রকল্পের ২৫৬টি উপজেলায়, ৪০টি জেলায় ও সদর দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.৪.৬ অফিস সরঞ্জাম

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ১টি ফটোকপিয়ার ও ৫টি সিলিং ফ্যান কেনার সংস্থান রয়েছে। এ জন্য ২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত শতভাগ অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১,৯৯,৭৫০,০০ টাকা। অফিস সরঞ্জাম সদর দপ্তর ঢাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.৪.৭ অন্যান্য সামগ্রী

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় ২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ক্রয়ের সংস্থান রয়েছে, যার জন্য ৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। প্রকল্পের শুরু হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত শতভাগ সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে এবং মোট ব্যয় হয়েছে ৩,৯৮,৬০০.০০ টাকা। ক্রয়কৃত ২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও ১টি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সদর দপ্তর ঢাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

৩.৪.৮ প্রকল্পের আইসিটি ব্যবস্থাপনা

প্রকল্পের একটি ওয়েবসাইট ডেভলপ করা হয়েছে (http://mcpmp.brdb.gov.bd/) এবং এটি বিআরডিবি ওয়েবসাইটের থেকে লিঙ্ক করা আছে। তাছাড়াও প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ের তথ্য ও প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে (https://mcpmp.brdb.org.bd/report_front)। যেখানে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্য প্রতিমাসে আপলোড করা হয়। কেউ চাইলে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের অগ্রগতির তথ্য (মাসিক/বার্ষিক ও উপজেলাওয়ারি তথ্য) অতি সহজেই পেতে পারেন। নিম্নে ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট দেয়া হলো।

চিত্র-৬: প্রকল্পের ওয়েবসাইটের স্ক্রিনশট

চিত্র-৭: প্রকল্পে অনলাইন রিপোর্টিং সিস্টেম

এটি প্রকল্প প্রতিবেদন ও তথ্য ব্যবস্থাপনার একটি খুব ভালো দিক বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৩.৫ প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে পরামর্শক ও মাঠকর্মী দল ২৬টি জেলার ৪৮টি উপজেলার, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনসহ বিভিন্ন উপকারভোগী জনগনের সাথে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি এবং ব্যবস্থাপনা নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন। নিম্নে প্রাপ্ত তথ্যের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

৩.৫.১ নির্বাচিত উপজেলায় অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও এর ব্যবহার

নির্বাচিত ৪৮টি উপজেলায় ৯৫৮ জন কৃষককে নিয়ে জরিপ কার্যক্রম চালানো হয়েছে (৬৬৪ জন পুরুষ এবং ২৯৪ জন মহিলা)। অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও এর ব্যবহার বিষয়ে কৃষকের সাথে আলোচনা করা হয়। কৃষকগণ ১৫টি অপ্রধান ফসল উৎপাদন এবং এর ব্যবহার বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন। কৃষকের ধরণ, জমির পরিমাণ, প্রদর্শনী ও এর ব্যবহার সারণী-১৪ এবং উপজেলাওয়ারি অপ্রধান ফসল উৎপাদন সারণী-১৫-তে দেয়া হলো।

সারণী-১৪: অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	ফলনের পরিমাণ (কেজি/শতাংশ)	উৎপাদন খরচ (টাকা/শতাংশ)	নিজে ভক্ষন করেছেন (কেজি)	বিক্রি করেছেন (কজি)	বাজার দর (টাকা/কেজি)	গড় লাভ টাকা/ ডেসিম্যাল
১. পেঁয়াজ	২৫.১০	৪০.৪৪	৬৬৫.৯৯	৬৫.৬৮	১৯২৯.৬৭	৩০.৫৫	৫৬৯.৪৫
২. রসুন	১১.৫২	২৪.৩১	৫৭৭.৩৪	১৯.৯২	৩৭৬.০৩	৩২.৭০	২১৭.৫৯
৩. আদা	৮.৭৭	৬০.৪০	১৭০০	৩১.৯৮	২২১.৬৫	৭৮.৬৭	৩০৫২
৪. হলুদ	৮.৮৯	৪০.৪১	৯০০.৭৯	৬০.৬৫	৩৬২.৬৬	৬৫.০০	১৭২৬
৫. মরিচ	১৩.৪৪	৩২.৩৮	৭৯২.৭৩	২৪.৮১	৩৫০.০১	৬৪.৬৯	১৩১২
৬. কালিজিরা	২২.২৮	৪.১	৩৫১.৬১	২.০০	১১৬.৩৭	১৮৭.২৫	৪১৬.১১
৭. তিল	৬৪.৪২	৪.২	২৯৪.৩৮	২১.২৫	৬৬.৮৮	৭৮.১৩	৩৩.৭৬
৭. তিশি	-	-	-	-	-	-	-
৮. সরিষা	১০৯.২৮	৪.৫	২৯০	১২.৫৩	১৬৯.২৮	৭৯.২৭	৬৬.৭১
৯. সূর্যমুখী	১৯.০০	৫.৩	৬১০				-
১০. সয়াবিন	৩৩৫.০০	৬.০৭	২৯৮	৬.৫০	৩৩৪২.৫০	৬০	৬৬.২০
১১. ভুট্টা	৩০.৯০	২৯.৫০	৪৫৮.৮৬	২৭.১২	৮৬৭.২২	২৬.০১	৩০৮.৪৩
১২. ছোলা	১৬.৫০	৪.১	২৫০.৫	১০.৮৩	৩৪৬.৬৭	৭০.১৭	৩৭.১৯
১৩. মুগ	২৮.৪৮	৪.০	২৫৮.৪৫	১৯.৯৩	১১৯.১৯	৮০.০	৬১.৫৫
১৪. মসুর	২৮.০৬	৪.৩	২৮১.০৯	১৭.৮৫	১৩০.৫০	৭৭.৬২	৫২.৬৭
১৫. চিনাবাদাম	২৫.২৩	৫.৪	২৯০.৪২	২২.২৪	২০৩.৬৬	৬৩.৭২	৫৩.৬৬

সুত্র: মাঠ জরিপ, এপ্রিল ২০২২

সারণী-১৪-তে বিভিন্ন ফসলের ফলন জাতীয় গড় ফলনের অনুরূপ (বিবিএস, ২০২০)। তবে তা বিভিন্ন উন্নত জাতের কাঙ্ক্ষিত (potential) ফলনের অর্ধেকের মতো (বারি, কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, ২০১১)। বিশেষ করে বর্তমানে আধুনিক কৃষক পর্যায়ে, ভুট্টা, পিঁয়াজ ও সরিষার (বারি সরিষা ১৪) ফলন প্রকল্পের ফসলের ফলন থেকে দ্বিগুণের মতো বা তারও বেশি (যেমন, ভুট্টা ৫৭ কেজি/শতাংশ, পিঁয়াজ ৮২ কেজি/শতাংশ, সরিষা ৮.৯ কেজি/শতাংশ)। যে কোনো কৃষি প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে, জাতীয় গড় ফলন থেকে আরও বেশি ফলন নিশ্চিত করা, কারণ এখানে প্রশিক্ষণ, উন্নত বীজ ও অন্যান্য প্রযুক্তি ও ঋণ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তাই প্রকল্পে সমস্ত প্রযুক্তি প্যাকেজ ব্যবহার ও তত্বাবধান নিশ্চিত করা প্রয়োজন যাতে করে ফসলের ফলন কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পৌঁছায়। তিশি ফসলটি (linseed/flaxseed) প্রকল্পে থাকলেও কোন কৃষক উৎপাদন করে নাই। তিশির তেল উৎপাদন ছাড়াও খুবই গুরুত্বপূর্ণ medicinal value রয়েছে। তিশি ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড এর খুবই ভাল উৎস যা মানুষের ভাল কোলেস্টোরেলের গুরত্বপূর্ণ অংশ। তাই প্রকল্পের বাকী সময় তিশিকে ডালের একক বা ডাল ফসলের সঙ্গে মিশ্রফসল হিসেবে উৎপাদনে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। Fried তিশি Value Addition করে বাংলাদেশের Super Market বা বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ আছে।

সারণী-১৫: নির্বাচিত উপজেলাওয়ারি উপকারভোগী কৃষক, কৃষকের ধরন ও অন্যান্য তথ্য

ক্রমি	উপজেলার নাম	উপকারভোগী কৃষকের সংখ্যা		কৃষকের ধরণ			ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী কৃষক	অগ্রধান শস্য প্রদর্শনী	ভার্মীকম্পোষ্ট প্রদর্শনী
		পুরুষ	মহিলা	ক্ষুদ্র চাষী	মাঝারী চাষী	বর্গাচাষী				
১	ঝিনাইদহ সদর	১৯	১	৫	১৩	২	১৫	৮	১	০
২	কুষ্টিয়া সদর	১৭	৩	১৫	৫	০	২০	৮	১	১
৩	নঁওগা সদর	১২	৭	৬	১০	৩	৮	১১	০	১
৪	সিলেট সদর	১৬	৫	১৭	৪	০	১১	১৯	১	১
৫	বাকেরগঞ্জ	১৯	১	৮	১০	২	১৮	১২	১	৩
৬	বোয়ালখালী	১৯	১	১৮	২	০	৮	১৮	৩	০
৭	বোদা	১১	৯	২০	০	০	১৪	১০	২০	৩
৮	বদরগঞ্জ	৭	১৪	২১	০	০	১৭	১৮	২১	২
৯	চান্দিনা	১৪	৬	১৪	৬	০	১৫	১৯	৩	২
১০	চাটমহর	৬	১৪	১৪	২	৪	১৩	১৫	০	২
১১	দেবিদ্দার	২০	০	১৩	৭	০	১৮	২০	৪	১
১২	দেবিগঞ্জ	৯	১১	১৯	১	০	১২	৮	২০	১
১৩	ধামরাই	১২	৮	১০	৭	৩	১৩	১৮	৩	২
১৪	দোহার	৬	১৩	১৮	০	১	৮	৭	২	০
১৫	ফরিদপুর	৫	১৫	৫	১২	৩	১৭	১৯	০	২
১৬	ফুলপুর	১৩	৭	১০	১০	০	১১	৩	১১	১
১৭	ফুলতলা	১	১৯	৯	১০	১	১৫	১৬	০	০
১৮	ঘিওর	১৬	৪	৮	৯	৩	১০	১৩	০	৩
১৯	গৌরনদী	৯	১০	১৩	৫	১	১৫	১৭	২	১
২০	গোয়ালন্দ	১৪	৬	৮	৮	৪	১৭	১৮	০	০
২১	হাতিবান্দা	১৩	৭	২০	০	০	২০	১১	২০	১
২২	ঝিকরগাছা	২০	০	২	১৭	১	১৬	১২	১	০
২৩	জৈন্তাপুর	১৪	৬	১২	৮	০	১২	২০	১	১
২৪	কালিগঞ্জ	১৫	৫	৯	৯	২	৭	১৮	৭	০
২৫	কাউখালী	২	১৮	১০	৮	২	১৪	২০	৩	১
২৬	খোকশা	১৮	২	১৩	৩	৪	১৮	১৪	৩	০
২৭	কুমারখালী	২০	০	৪	১৬	০	১৪	১৭	৪	৫
২৮	লালমনিরহাট সদর	১৮	২	১৫	৫	০	১৬	১০	২০	৪
২৯	ওলিপুর	৫	১৫	১১	৮	১	১৮	১৩	২	১
৩০	মান্ডা	২০	০	১৩	৬	১	২০	১৫	০	১
৩১	মিঠাপুকুর	১৫	৫	১৭	২	১	১৯	৮	২০	১
৩২	মধুখালী	১৬	৪	৫	১৩	২	২০	১০	০	০
৩৩	মধুপুর	১১	৮	১৪	৫	০	১৭	১২	০	৩
৩৪	মুক্তাগাছা	১৪	৬	১২	৮	০	১৪	৭	২	০
৩৫	মনোহরদি	১১	৯	১৫	৫	০	১৯	১৯	১	০
৩৬	নগরকান্দা	২০	০	৬	১২	২	১৭	১২	১	১
৩৭	নাটোর সদর	১৪	৬	৮	৮	৪	১৮	১২	২	০
৩৮	নন্দিগ্রাম	১২	৮	১০	১০	০	১৬	৪	০	০
৩৯	পঞ্চগড় সদর	১৩	৭	২০	০	০	১৭	১১	১৯	৪
৪০	পীরগঞ্জ	১৮	২	১৮	২	০	১৯	১৪	১৬	০
৪১	রাজবাড়ী সদর	২০	০	২	১২	৬	১৪	১০	০	২
৪২	রাঙ্গামাটি সদর	১৮	২	৯	৬	৫	১৮	২০	১	০
৪৩	রাঙ্গুনিয়া	১৯	১	১৪	৬	০	৯	১৯	৩	০
৪৪	শার্শা	২০	০	১১	৯	০	১৮	১৫	১	৩
৪৫	শৈলকুপা	১৯	১	৭	১৩	০	২০	১৬	০	১
৪৬	শাহজাহানপুর	৯	১১	১৭	৩	০	২০	১৩	১	১
৪৭	শিবচর	১৪	৬	৬	১০	৪	১২	৭	৪	০
৪৮	শিবপুর	১১	৯	১৮	২	০	১৮	১৫	৩	১
মোট		**৬৬৪**	**২৯৪**	**৫৬৯**	**৩২৭**	**৬২**	**৭৩৫**	**৬৫১**	**২২৮**	**৫৪**

সুত্র: মাঠ জরিপ, এপ্রিল ২০২২

৩.৫.২ কৃষকের ধরন

বিআরডিবি'র অপ্রধান শস্য প্রকল্পের বেশিরভাগ কৃষক (৬০%), ক্ষুদ্র ও মাঝারি (৩৪%) এবং বর্গা চাষী (৬%) (চিত্র-১০)। এই জরিপে যে সমস্ত সদস্য অংশগ্রহণ করেছেন (চিত্র-৯) তার ৭০% পুরুষ এবং ৩০% মহিলা। অংশগ্রহণকারী কৃষকের ৩৫.৩% এর বয়স ৩০ থকে ৪০ বছর, ২৬.৯% এর বয়স ৪০-৫০ বছর, ২০.৫% এর বয়স ২০-৩০ বছর, ৪.৩% এর বয়স ২০ বছরের নিচে, ১.৭% এর বয়স ৬০-৭০ বছর এবং ০.৩% এর বয়স ৭০ বছরের উপরে। এ থেকে বোঝা যায় গ্রামাঞ্চলের সব বয়সী মানুষই কৃষি কাজের সঙ্গে জড়িত। কৃষকের বেশিরভাগই PSC, JSC ও SSC পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। তবে ৭% গ্র্যাজুয়েট বা তার উর্ধ্বে লেখাপড়া করেছেন এবং ১০% অক্ষরজ্ঞানহীন বা প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া করেন নাই। কৃষকদের পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা ৫.০৪ জন যা অনেকটা জাতীয় পরিসংখ্যানের অনুরূপ। মাঠ তথ্য বিশ্লেষণে আরো দেখা যায়, বেশিরভাগ কৃষক (৯৮%) উক্ত প্রকল্পের কৃষক সংগঠনের সাথে জড়িত। মাত্র ২% কৃষক অন্য কৃষক সংগঠনের (CIG & Gram Unnayan) সাথে জড়িত। লেখচিত্রের মাধ্যমে কৃষকের ধরন তুলে ধরা হলো।

চিত্র-৮: উত্তরদাতার ধরন

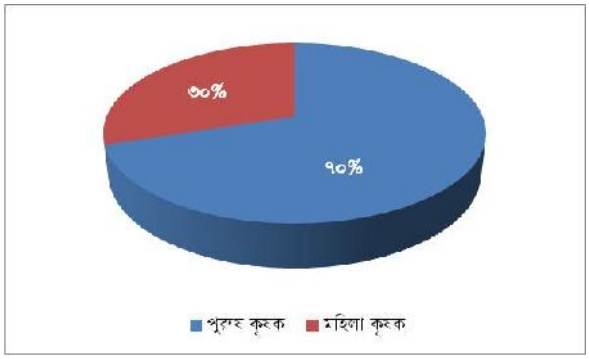

চিত্র-৯: নির্বাচিত উপজেলায় কৃষকের ধরন

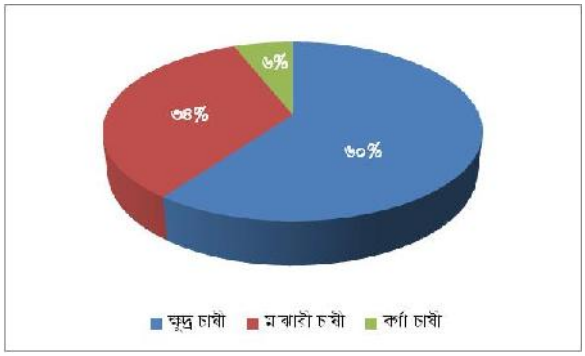

৩.৫.৩ অপ্রধান শস্য ও ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী প্লট স্থাপন

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মোট ৭,৬৮০টি প্রদর্শনী খামার (অপ্রধান শস্যের ৩,৮৪০টি এবং ভার্মিকম্পোস্টের ৩,৮৪০) স্থাপন করার সংস্থান আছে। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪,৬০৮টি (৬০%) প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে এবং এজন্য ব্যয় হয়েছে ২৭৬.৪৮ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ৫৯.৯৭%। ব্যয় কম হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, সরকারের বাৎসরিক বরাদ্দ কম ছিল।

চিত্র-১০: কৃষকের প্লট স্থাপনের তুলনা

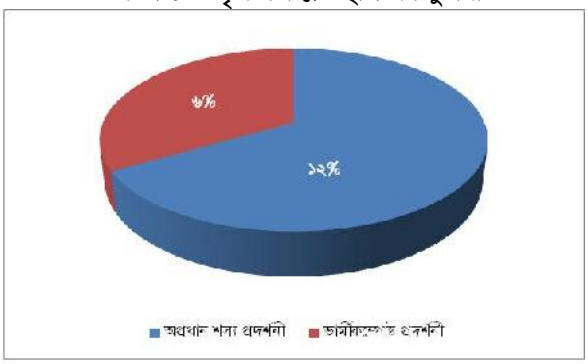

জমির মালিকানা ও প্রদর্শনী প্লট স্থাপন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, গড়ে কৃষকদের ৫৬.৫০ শতাংশ আবাদি জমি আছে (সারণী-১২)। বেশিরভাগ (সারণী-১৩) প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হয়েছিল ২০২১ সালে (৮৫.১%)। শুরুতে ২০২০ সালে স্থাপিত হয়েছে সবচেয়ে কম (৪.৮%)। চলতি ২০২২ সাল পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে মাত্র ১০.৯%। তাই ২০২২ সালের বাকী সময়ে আরও অধিকতর প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা প্রয়োজন। সারণী-৩ থেকে বুঝা যায় সব থেকে বেশি প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হয়েছে মরিচ এ (২৮ জন), এরপর পেঁয়াজ, সরিষা ও ভুট্টা। তবে অন্যান্য ফসলেও প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হয়েছে। ব্যতিক্রম কালিজিরা, তিল ও তিসি। সাধারণত বাজারের চাহিদা ও নিজের চাহিদা পূরণ করার জন্য কৃষকরা প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করতে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রায় ৫.৫% কৃষক (সারণী-১১) ভার্মিকম্পোস্ট তৈরিতে নিয়োজিত ছিল। এর মধ্যে ৫৭.৪% বিক্রি করে লাভ করতে পেরেছেন। লাভের পরিমাণ ছিল ৩,৩০৫ টাকা/বছর। তবে কোনো কোনো এলাকায় ভার্মিকম্পোস্ট বাজারজাতে সমস্যা রয়েছে।

৩.৫.৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

চিত্র-১১: কৃষকের প্রশিক্ষণ গ্রহণের তুলনা

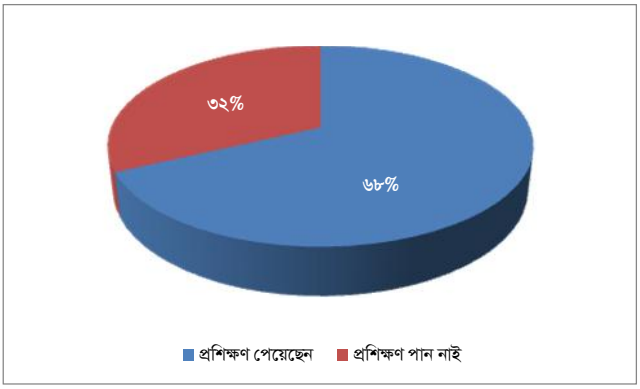

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পের আওতায় মোট ৬০,৯০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করার সংস্থান আছে এবং এজন্য মোট ১,৬০২.২১ লক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৩,৭৪৩ জন কৃষককে (৭২%) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এজন্য মোট ৯৪৭.৩২ (৫৯.১৩%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় নাই বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

নির্বাচিত উপজেলায় ৯৫৮ জন কৃষকের উপর জরিপ পরিচালনা করে দেখা যায় যে, ৬৮% ভাগ কৃষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ৩২% ভাগ কৃষক প্রশিক্ষণ পান নাই। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ সামগ্রী দেয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে ৯৯% ভাগ উত্তর দেন যে তারা প্রশিক্ষণ সামগ্রী পেয়েছেন। কি কি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেন, অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ; শস্য সংরক্ষণ পদ্ধতি; ভার্মীকম্পোষ্ট সার তৈরি; ঋণের সঠিক ব্যবহার; সঠিক চাষাবাদ পদ্ধতি; জমিতে সার, কীটনাশক, সেচ দেয়ার সঠিক পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

চিত্র-১২: কৃষক প্রশিক্ষণে সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি

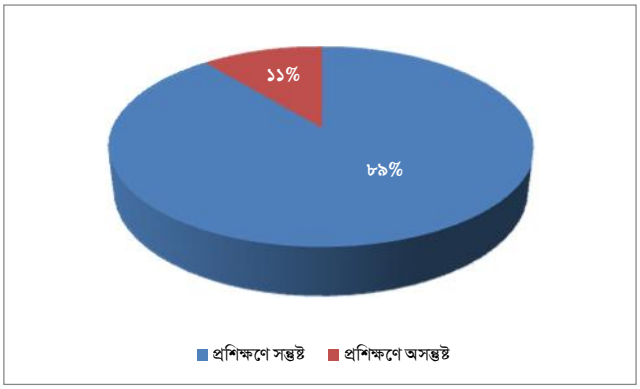

প্রশিক্ষণে সন্তুষ্ট কিনা এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে ৮৯% ভাগ কৃষক সন্তুষ্ট এবং ১১% ভাগ কৃষক সন্তুষ্ট না বলে জানান।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগাতে পেরেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে ৯৮% ভাগ কৃষক জানান যে, তারা প্রশিক্ষণ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও ঋণ গ্রহণ ও তার সঠিক ব্যবহার তারা করতে পেরেছেন। কৃষকগণ প্রশিক্ষণের মেয়াদ ৩ দিনের পরিবর্তে ৫ দিন, প্রশিক্ষণের ভেন্যু স্থানীয় ভিত্তিক করা ও ভাতা কমপক্ষে ৫০০ টাকা করার জোর দাবি জানান।

৩.৫.৫ ঋণ কার্যক্রম

চিত্র-১৩: কৃষকের ঋণ গ্রহণের তুলনা

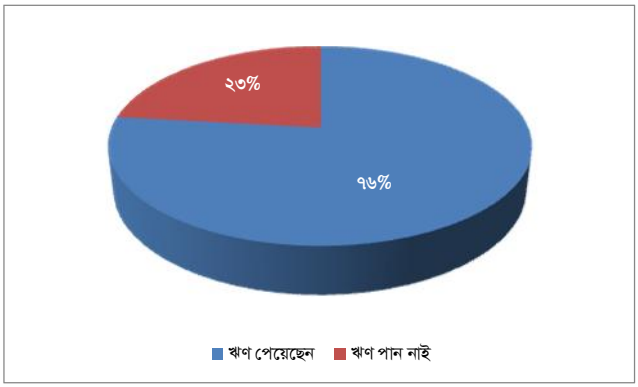

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পের আওতায় মোট ২,৭০,০০০ কৃষককে মোট ১১,৪৬১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করার সংস্থান আছে। প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট মাত্র ৫২,৭৪০ জন কৃষককে (২০%) ঋণ প্রদান করা হয়েছে এবং এজন্য মোট ৭,৯১০.০০ (৬৯.০২%) লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতার কারণে ঋণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি বলে প্রকল্প পরিচালক জানান।

নির্বাচিত উপজেলায় ৯৫৮ জন কৃষকের উপর জরিপ পরিচালনা করে দেখা যায়, ৭৭% ভাগ কৃষক ঋণ পেয়েছেন এবং ২৩% ভাগ কৃষক ঋণ পাননি। আরোও জানা যায়, এই ঋণ গ্রহণকারী কৃষক সঠিক সময়ে তাদের ঋণের কিস্তির টাকা জমা দেন। তাদেরকে পাশবই দেয়া হয়েছে এবং তারা সাপ্তাহিক কিস্তিতে ঋণের টাকা জমা দেন। ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন কি না জিজ্ঞাসা করা হলে ৯৭% ভাগ কৃষক বলেন যে, তারা ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন এবং ৩% ভাগ কৃষক লাভবান হননি বলে মন্তব্য করেন। কেন তারা লাভবান হতে পারলেন না সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ফসলের উৎপাদন খরচের চেয়ে বিক্রয় মূল্য কম বলে জানান।

৩.৫.৬ দল গঠন ও সদস্য নির্বাচন

প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের আওতায় মোট ৩,০০,০০০ কৃষক নির্বাচন ও তাদেরকে নিয়ে দল গঠন করার সংস্থান আছে এবং এজন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতি পর্যালোচনা করে দেখা যায় মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ২,৯৯,৯৩০ জন কৃষক নির্বাচন করা হয়েছে (৯৯.৯৭%) এবং ব্যয় হয়েছে ১৪.৯৬ লক্ষ টাকা (৯৯.৭৫%)। সদস্য ভর্তি হয়েছে ১,১৭,১৮৬ জন।

প্রকল্পের যে ৭,৩২৫টি দল গঠন করা হয়েছে তার প্রত্যেক দলের গড় সদস্য সংখ্যা ২৬ জন, এর মধ্যে পুরুষ সদস্য ১৮.৭২ জন এবং মহিলা সদস্য ৯৮.৮৩ জন (চিত্র-১৪)। চিত্র-১৫ থেকে দেখা যাচ্ছে, দলের পুরুষ দলনেতা ৭৭% এবং মহিলা দলনেতা ২৩%। এর থেকে অনুমান করা যায় এই প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের ক্ষমতায়ন বেড়েছে।

চিত্র-১৪: কৃষক দল গঠনের তুলনা

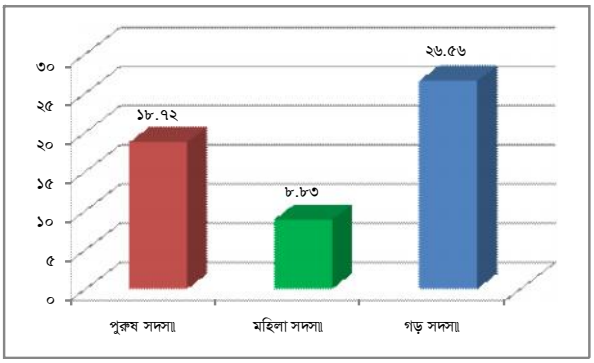

চিত্র-১৫: পুরুষ ও মহিলা দল গঠনের তুলনা

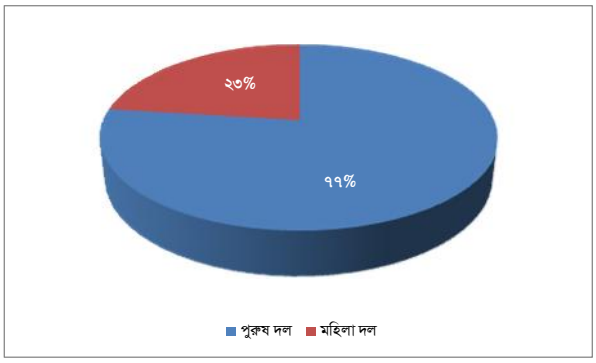

৩.৫.৭ বাজারজাতকরণ সহায়তা

প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, ৬৪০টি (১০০%) মার্কেট লিংকেজ স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ফসলের বাজারজাতকরণ সহায়তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে ২৩% ভাগ কৃষক বাজারজাতকরণ সহায়তা পেয়েছেন এবং ৭৭% ভাগ কৃষক বাজারজাতকরণ সহায়তা পান নাই বলে মত দেন। কি ধরণের বাজারজাতকরণ সহায়তা পেয়েছেন জিজ্ঞেস করা হলে তারা বলেন পাইকারের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং কখন কোন বাজারে ফসল বিক্রি করলে ভালো দাম পাওয়া যাবে সে বিষয়ে জানতে পেরেছেন। মার্কেট লিংকেজ কার্যক্রম আরো জোরদার করা প্রয়োজন বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৩.৫.৮ প্রকল্প সহায়তায় বীজ সরবরাহ

ফসলের বীজ সংগ্রহ ও ক্রয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে মাত্র ২০.৬৭% ভাগ কৃষক বলেন যে, তারা প্রকল্প থেকে বীজ সংগ্রহ করেছেন। বেশিরভাগ কৃষক বাজার থেকে, বিএডিসি ও নিজস্ব উৎস থেকে বীজ ক্রয় ও সংগ্রহ করেছেন বলে জানান। কৃষকগণ প্রকল্প সহায়তায় ভালো মানের বীজ সঠিক সময়ে সরবরাহের দাবি জানান। উৎপাদিত ফসলে বীজ

সংরক্ষণ করেছে কিনা - এমন প্রশ্ন করা হলে ৫৫% ভাগ কৃষক হ্যাঁ এবং ৪৫% ভাগ কৃষক না উত্তর দেন। এমতাবস্থায় কৃষক পর্যায়ে ভালো মানের বীজের সংরক্ষণ নিশ্চিত করার বিষয়ে জোর দিতে হবে।

নিম্নের সারণী-১৬-তে দল গঠন, ঋণ প্রদান, বীজ সরবরাহ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের তথ্য দেয়া হলো:

সারণী-১৬: দল গঠন, ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সাংগাঠনিক কার্যক্রম			
কার্যক্রম	**পুরুষ**	**মহিলা**	**মোট**
জরিপ	১,৯৮,০৮৩	১,০১,৮৪৭	২,৯৯,৯৩০
সদস্য ভর্তির সংখ্যা	১,১৭,১৮৬	৫৭,৮১৪	১,৭৫,০০০
দল গঠন (সংখ্যা)	-	-	৭,৩২৫
সঞ্চয় জমা (টাকা)	১,০৯৪.৩১	৪৮৬.৮৪	১,৫৮০.৮৭
ঋণ কার্যক্রম			
ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা	৪০,৫৯৫	১৬,৮৮৯	৫৭,৪৮৪
বিতরণকৃত ঋণ (টাকা)	৬,৮৫৮.৪১	২,৮১১.২৪	৯,৬৬৯.৬৫
আদায়যোগ্য (টাকা)	৩,০২০.৮৪	১,২৪৩.৪৪	৪,২৬৪.২৮
আদায় (টাকা)	৩,০২০.৮৪	১,২৪৩.৪৪	৪,২৬৪.২৮
মাঠে বকেয়া (টাকা)	৩,৮৩৭.৫৬	১,৭৬৭.৭৯	৫,৪০৫.৩৬
প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম			
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত উপকারভোগী	২৯,৮৩০	১৬,১৩৯	৪৫,৯৬৯
প্রদর্শনী স্থাপন	-	-	-
বীজ ও চারা বিতরন	৩২,৬১৫	১২,৯৮৭	৪৫,৬০২

সুত্র: প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, মার্চ ২০২২

৩.৫.৯ কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থা ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন

অত্র প্রকল্পের ফলে কৃষকগণের জীবনযাত্রার মানের কি পরিবর্তন হয়েছে তা জানতে চাইলে ৮৫% ভাগ উত্তরদাতা কৃষক জানান, প্রকল্পের সহায়তায় আগের তুলনায় এলাকায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে। যেসব উচ্চ মূল্যের অপ্রধান ফসল প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়নোর চেষ্টা করা হয়েছে (সারণী-১৬) তার সবগুলোই লাভজনক। সব থেকে বেশি লাভ পাওয়া গেছে আঁদা (৬,৪০১ টাকা/শতাংশ) থেকে এবং সবচেয়ে কম তিল (৫৩.০৮ টাকা/শতাংশ) থেকে। সারণী-১৬ থেকে দেখা যাচ্ছে, কৃষকদের সবাই এ সমস্ত উৎপাদিত অতি প্রয়োজনীয় পুষ্টিঘন ফসল নিজেরা বেশ কিছু অংশ ভোগ করেছেন যা তাদের খাদ্যের পুষ্টিমান উন্নত করেছে এবং বাজার থেকে নগদ অর্থে ক্রয় করা থেকে রক্ষা করেছে। তবে অধিকাংশ ফসলের উৎপাদনশীলতা এখনও কম যা সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব। আগামীতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে বলে কৃষকগণ জানান। ফসলের (ভুট্টা, সরিষা, মরিচ, আদা ইত্যাদি) ফলন ভাল হওয়াতে এবং এর বাজার মূল্য বেশি হওয়াতে কৃষকরা তাদের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফসল বিক্রি করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে সাথে সাথে কৃষক পরিবারের পুষ্টিরও উন্নয়ন হচ্ছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রমে গ্রামের মহিলাদের অংশ গ্রহণ অনেকটা বৃদ্ধি হচ্ছে। বিশেষ করে যারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, যাদের পরিবারের মধ্যে কোন পুরুষ মানুষ নেই সেই সকল পরিবারের মহিলাদের অংশ গ্রহণ বেশি এবং তারা অপ্রধান শস্য উৎপাদন করে জীবন জীবিকার মান পরিবর্তন করতে সক্ষম হচ্ছেন। সরাসরি সাক্ষাৎকার ও স্থানীয় কর্মশালার মাধ্যমে একটি বিষয় জানা গেছে যে বাড়ির আঙ্গিনায় যে সমস্ত পতিত জমি ছিল তা এখন প্রকল্প কর্মকাণ্ডের আওতায় আসছে এবং ঐ সমস্ত পতিত ভিটা মাটিতে বিভিন্ন রকম অপ্রধান ফসল যেমন আঁদা, হলুদ ইত্যাদি চাষ করে পারিবারিক চাহিদা পূরনের পাশাপাশি বাড়তি ফসল বিক্রয় করে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করছে।

৩.৬ মাঠ জরিপ কার্যক্রম

নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রমে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় ধরণের তথ্য/উপাত্তই ব্যবহার করা হয়েছে। সেকেন্ডারী তথ্যসমূহ প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহকৃত, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন/নথিপত্র যেমন: আরডিপিপি, মাসিক, বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ক্যালেন্ডার, ব্রোশিওর ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাথমিক উপাত্ত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম এবং প্রকল্পের অগ্রগতি ও সাফল্য সরেজমিনে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় **২৬টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় ৯৫৮ জন উপকারভোগী কৃষকের (পুরুষ এবং মহিলা)** সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তা ছাড়াও ৫টি FGD-এর মাধ্যমে **৬০ জন** বিভিন্ন স্তরের কৃষক ও কৃষক সংগঠনের সাথে দলীয় আলোচনা, **৯৬ জন** কর্মকর্তার সাথে KII ও পরামর্শ সভার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে উত্তরদাতাদের ধরণ ছিল উপকারভোগী ক্ষুদ্র ও বর্গাচাষী কৃষক (পুরুষ ও মহিলা)। তথ্য সংগ্রহ করতে **১৩** জন তথ্য সংগ্রহকারী ৬টি দলে বিভক্ত হয়ে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। তারা দক্ষতার সাথে প্রকল্পের নির্বাচিত ৪৮ উপজেলার কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন ও সাক্ষাৎকার শেষে সংগৃহীত তথ্য ও মাঠ পরিদর্শনের প্রতিবেদন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানে জমা দেন।

পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপ্রাপ্ত পরামর্শকগণ মাঠ পর্যায়ের তথ্য যাচাই-বাছাই, MS Access-এর মাধ্যমে ডাটা এন্ট্রি এবং SPSS-এর মাধ্যমে ডাটা প্রক্রিয়াকরণ করে টেবিল, গ্রাফ, চার্ট ইত্যাদি তৈরি করেন যা প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রক্রিয়াকৃত তথ্য ও মাঠ পর্যায়ের সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের ফলাফল বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে যা নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

৩.৬.১ প্রকল্প অফিস পরিদর্শন ও প্রাথমিক আলোচনা

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য টিম লিডার ড. মো: ইউসুফ আলী ও ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লি: এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আব্দুল মান্নান গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখে বিআরডিবি'র সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক জনাব মো: তাফজেল হোসেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়। প্রকল্প পরিচালক সুন্দরভাবে প্রকল্পের বিভিন্ন দিক ও অগ্রগতি আলোচনায় তুলে ধরেন। জনাব মো: আব্দুর রশিদ খান (উপ-প্রকল্প পরিচালক), মো: জিয়াউল হাসান (উপ-পরিচালক, পরিকল্পনা), কৃষিবিদ জনাব মো: নাজিম উদ্দিন (শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ), জনাব মো: এজাজুর রহমান সরকার (আইসিটি বিশেষজ্ঞ) প্রমুখ বিভিন্ন তথ্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন ডকুমেন্ট যেমন ডিপিপি, অগ্রগতি প্রতিবেদন, কমিউনিকেশনস ম্যাটেরিয়ালস সরবরাহ করেন।

৩.৬.২ পরামর্শক দল কর্তৃক সরেজমিনে মাঠ পরিদর্শন, বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পরামর্শক দল গত ৭ মার্চ ২০২২ তারিখে ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের সঙ্গে আলোচনা করেন। পরিদর্শন কালে উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ খান, শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ মোঃ নাজিম উদ্দিন, উভয় উপজেলার ইউআরডিও, অপ্রধান শস্য বিশেষজ্ঞ নুরজাহান সীঁথী, শস্য উন্নয়ন কর্মকর্তা উম্মে হাবিবা ডনি, মাঠ সংগঠক এবং মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান এবং আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুই উপজেলায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি প্রায় শতভাগ। উভয় উপজেলাই কৃষক প্রশিক্ষণ ও দল গঠন প্রায় শতভাগ। পরিদর্শক দল সরেজমিনে উক্ত উপজেলার ২টি করে মোট চারটি অপ্রধান শস্য উৎপাদন কৃষক দলের সাথে পরামর্শ সভা করেন। দলের সদস্যদের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে এ প্রকল্পের ফলে প্রান্তিক কৃষক অনেক উপকৃত হয়েছেন এবং তাদের পতিত জমি চাষের আওতায় এসেছে। এ এলাকায় মরিচ, সূর্যমুখি ও ভুট্টার ভালো ফলন হয়েছে। ফসল বিক্রি করে কৃষক লাভবানও হয়েছে। এর সাথে ধনিয়া আবাদ করেও লাভবান হয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ভার্মি কম্পোস্ট সারের প্রতি এখানকার কৃষকদের আগ্রহ আছে। কৃষকের কাছ থেকে জানা যায়, প্রকল্প কর্মকর্তা ও মাঠসংগঠক নিয়মিত মাঠ পরিদর্শনে আসেন এবং ফসলের রোগবালাই সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে যান, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কৃষি অফিসের সাথে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেন বলে জানান যাতে পরবর্তীতে সেখান থেকে সেবা নিতে পারে।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তাগণ জানান, ঋণ বরাদ্ধ কম হওয়ার কারণে সব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষককে ঋণ সহায়তা দিতে পারছে না। সবাইকে শস্য প্রদর্শনীর সহায়তাও দিতে পারছে না। এ ছাড়াও চাহিদা মতে সবাইকে প্রশিক্ষণের আওতায়ও নেয়া সম্ভব হচ্ছে না। কৃষকদের চাহিদা হচ্ছে, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, বিনা মূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশক স্প্রে মেশিন প্রদান। কিন্তু বাজেট বরাদ্দ না থাকার কারণে এসবের ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান। তবে অল্প বাজেটের মধ্যেই সর্বোচ্চ সেবাটা দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে তারা জানান। এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক বলে তারা দাবি করেন। প্রকল্পটির কার্যক্রম বৃদ্ধি করা গেলে এ সমস্ত অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। আমদানি নির্ভরতা অনেকটা কমে আসবে এবং দেশের প্রান্তিক কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হবেন, সাথে তাদের পারিবারিক পুষ্টিরও উন্নয়ন হবে এবং সেই সাথে দেশের বৈদেশিক মুদ্রাও অনেকটা সাশ্রয় হবে।

৩.৭ নির্বাচিত উপজেলায় প্রকল্প কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের অধীনে পরামর্শক ও তথ্য সংগ্রহকারী দল ২৬টি জেলার ৪৮টি উপজেলায় প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনসহ বিভিন্ন উপকারভোগী কৃষকের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎকার, এফজিডি ও কেআইআই পরিচালনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেন। নিম্নে উপজেলাওয়ারি তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

৩.৭.১ নবাবগঞ্জ উপজেলা

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলোচনা সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানায়। এ এলাকায় বিশেষ করে মরিচ, সরিষা, সূর্যমুখী ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দল গঠনের দিক থেকে শতভাগ সফল হয়েছেন বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন দাবি করেন। কিন্তু ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে ৩৪% সফল। ফসল উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়নি।

অত্র প্রকল্পের আওতায় কৃষকগণ ঋণ সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী করেন। পাশাপাশি দলের প্রতিটি সদস্যদের সময়মত বীজ, প্রশিক্ষণের সম্মানী ভাতা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার অনুরোধ করেছেন।

৩.৭.২ দোহার উপজেলা

ঢাকা জেলার দোহার উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলোচনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে অপ্রধান শস্য সম্পর্কে সদস্যগণ কি জেনেছেন এবং শস্য চাষাবাদ করে লাভবান হচ্ছেন কিনা তার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে কৃষকগণ বেশ সাফল্য অর্জন করেছেন বলে জানান। বিশেষ করে পেঁয়াজ, হলুদ, মরিচ, সরিষা, মুগ, সূর্যমুখী চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন। এ এলাকায় ভার্মি কম্পোস্টের খুব চাহিদা। প্রদর্শনী করেও লাভবান হয়েছেন। কিন্তু এ বছর অসময়ের বৃষ্টির কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতায় তাদের অনেক উপকার হয়েছে বলে জানান। তবে দলের সকলেই প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। কৃষকগণ প্রশিক্ষণ সংখ্যা ও ভাতা বৃদ্ধির জন্য মতামত দিয়েছেন। প্রকল্প থেকে তাদেরকে যে পরিমাণ ঋণ সুবিধা দেওয়া হয় তা যথেষ্ট নয় বলে তারা উল্লেখ করেছেন এবং চাহিদা অনুযায়ী সময়মতো উন্নতজাতের বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন। এই প্রকল্পের প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান প্রয়োগকরে অপ্রধান শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠছেন বলে মত দেয়। এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠন ও ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছেন বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দাবি করেন।

৩.৭.৩ ধামরাই উপজেলা

ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন কার্যক্রমে সাথে জড়িত তিনটি কৃষকদলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য সম্পর্কে জেনেছেন এবং অপ্রধান শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠন ও ঋণ বিতরণের দিক থেকে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছেন। কিন্তু ফসল উৎপাদনের দিক থেকে ৮০% সফল। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, হলুদ, ভুট্টা, মরিচ, সরিষা ও আদার ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানান। ধামরাই উপজেলায় পেঁয়াজ ও ভুট্টা সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। কৃষকগণ এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে অপ্রধান শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠছেন বলে মত দেন।

অত্র প্রকল্পের আওতায় ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং ঋণের সিলিং কমপক্ষে ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা হলে তারা উপকৃত হবেন বলে জানান। পাশাপাশি দলের সব সদস্যকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রদর্শনী, ভার্মীকম্পোষ্ট প্রদর্শনী, বীজ সরবরাহ বাড়াতে হবে বলেও কৃষকরা দাবি করেন। প্রশিক্ষণে যে সম্মানী দেওয়া হয় তা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করার ও দাবি জানান। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য পাননা তাই অপ্রধান শস্য প্রকল্প থেকে প্রযুক্তিগত ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেন।

৩.৭.৪ ঘিওর উপজেলা

মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন কার্যক্রমের সাথে জড়িত দু'টি কৃষক দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য সম্পর্কে জেনেছে এবং উৎসাহিত হয়েছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানান। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, ভুট্টা, মরিচ, খেসারি ডাল চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন বলে জানান। কিন্তু এ বছর অসময়ের বৃষ্ঠির কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতায় তাদের উপকার হয়েছে বলে জানান। তবে কিছু অসুবিধার কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন, প্রকল্প থেকে তাদেরকে যে পরিমাণ ঋণ, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, ও ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনীর সহায়তা দেয়া হয় তা যথেষ্ট নয়। তারা দাবী করেন কৃষক প্রতি ঋণের পরিমাণ ৩০-৪০ হাজার টাকা এবং সকল কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করতে হবে। উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণের সহায়তা করে ফসলের ন্যায্য মূল্যের নিশ্চতয়তা প্রদান করতে হবে। এ বৎসর এক শতাংশ জমিতে তাদের পেঁয়াজ উৎপাদন করতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০০০ থেকে ১১০০ টাকা কিন্তু পেঁয়াজের দাম পেয়েছেন ১১০০ থেকে ১২০০ টাকা, ফলে তাদের এই অপ্রধান শস্য উৎপাদনে আগ্রহ কমে যাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন।

জেলা ও উপজেলার কর্মকর্তাগণ অপ্রধান শস্য প্রকল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক বলে দাবি করেছেন এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলে ভবিষ্যতে বিদেশ থেকে এই অপ্রধান শস্য আমদানি হ্রাসসহ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

৩.৭.৫ শিবচর উপজেলা

মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদন দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছে। উপকারভোগী কৃষক জানান, তারা কিছু কিছু ফসল চাষ করে বেশ সাফল্য অর্জন করেন।বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, খেসারি, ভুট্টা, মরিচ, কালিজিরা চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন। অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

অপ্রধান শস্য প্রকল্পের আওতায় যে সকল সমস্যা হয়েছে তা তুলে ধরেন। যেমন, যে পরিমাণ ঋণের টাকা দেয়া হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় কম, দলের সকল সদস্যদের প্রশিক্ষণ এবং প্রদর্শনী দেয়া হয়নি, যে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয় তা অত্যন্ত নগন্য। সুবিধাভোগী কৃষকরা ঋণের টাকা কমপক্ষে ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ পর্যন্ত বৃদ্ধির জোর দাবি জানান। প্রশিক্ষণের মেয়াদ এবং প্রদর্শনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার দাবি জানান। উৎপাদিত ফসলের বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন বলে কৃষকগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থের এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রায় শতভাগ বলে প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন। ঋণ প্রদান এবং আদায়ের হারও শতভাগ। প্রকল্পের কার্যক্রমের মেয়াদ বৃদ্ধি ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে অপ্রধান শস্য বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে দেশের জনসাধারণ আর্থিক দিক থেকে এবং পুষ্টিগতভাবে উপকৃত হবেন।

৩.৭.৬ রাজবাড়ি সদর উপজেলা

রাজবাড়ি জেলার সদর উপজেলায় অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এখানে একটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের সাথে দলীয়ভাবে দলগত আলোচনা (এফজিডি) আয়োজন করা হয়। দলীয় আলোচনায় তারা মত দেন যে, প্রকল্পটি অত্যন্ত ভালো। তাদের প্রদর্শনী খামার এবং ভার্মিকম্পোস্ট সারের প্রদর্শনীর প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করে জানা যায়, এই স্বল্প সুদের ঋণ এবং পদ্ধতির প্রতি কৃষকের যথেষ্ট আগ্রহ আছে। তবে সুবিধাভোগী কৃষকরা ঋণের টাকা বৃদ্ধি করে ৫০ হাজার টাকায় উন্নিত করার জোর দাবি জানান। সেই সঙ্গে তারা প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও ভাতা বৃদ্ধি করার দাবি জানান। এছাড়াও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধিসহ বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসাণের দাবি জানান। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মসুর, সরিষা, মরিচ, কালিজিরা খুব ভাল হয়। তবে এ বৎসর পেঁয়াজ ও রসুনের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। বর্তমানে প্রতি মণ পেঁয়াজ ৮০০-১০০০ টাকা দরে বিক্রয় করতে হয়। কিন্তু উৎপাদন খরচ পরে মণ প্রতি প্রায় ১০০০-১২০০ টাকা। ফলে কৃষকদের লোকসানে পড়তে হয়।

এই উপজেলায় প্রকল্পের কৃষকদের দলগঠনের অগ্রগতি প্রায় শতভাগ। কিন্তু অন্যান্য কার্যক্রমে অগ্রগতি প্রায় ৮০% ভাগ। প্রকল্প কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে অপ্রধান শস্যের আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয়সহ দেশের কৃষকদের আর্থিক ও পুষ্টিগত উন্নয়ন সাধিত হবে।

৩.৭.৭ গোয়ালন্দ উপজেলা

রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দ উপজেলায় দুটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী কৃষক দলের ২০ উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। আলোচনায় তারা মত দেন যে, এই প্রকল্পটি অত্যন্ত ভালো। কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তার মধ্যে হলো পেঁয়াজ, মরিচ, সরিষা ও ভুট্টা ইত্যাদি। এই উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি দলগঠন এবং ফসল উৎপাদনের দিক থেকে শতভাগ সফল। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ ভাগ সফল।

সুবিধাভোগী কৃষকরা দাবী করেন ঋণের টাকা ১৫ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকায় করতে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও রসুন চাষে তাদের শতক প্রতি প্রায় ১১০০ টাকা খরচ হয়। সেই হিসেব ঋণের পরিমাণ খুবই কম। প্রশিক্ষণের মেয়াদ্ এবং ভাতা বৃদ্ধির দাবী জানিয়েছেন। গুণগত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহসহ বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে। বিশেষ করে গোয়ালন্দ উপজেলায় অধিক পরিমাণ পেঁয়াজ উৎপাদন হয় এবং সেই পেঁয়াজ অনেক সময় তাদের লোকসানে বিক্রয় করহে হয়। এ ফসল উৎপাদন খরচ পরে মণ প্রতি প্রায় ১১০০-১২০০ টাকা কিন্তু চলতি বাজার দর প্রতি মণ পেঁয়াজ ৮০০-১০০০ টাকা ফলে উৎপাদনকারী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হলে বিদেশ হতে এ সমস্ত অপ্রধান শস্য আমদানি করতে হবে না। ফলে উৎপাদনকারী ও ভোক্তা শ্রেণির সকল মানুষের আর্থিক ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিত হবে।

৩.৭.৮ নগরকান্দা উপজেলা

ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারীদলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে এ ফসল উৎপাদন করে তারা বেশ সাফল্য পেয়েছে। এই প্রকল্পটি অত্যন্ত সফল। কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছেন। তার মধ্যে হলো পেঁয়াজ, রসুন, মসুর, মরিচ ও কালিজিরা। এই উপজেলায় প্রকল্পের ফসল উৎপাদন, দল গঠন এবং ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের ক্ষেত্রে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। কিন্তু প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সাফল্য প্রায় ৮৫ ভাগ। কারণ প্রকল্পভুক্ত সকল কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

সুবিধাভোগী কৃষকরা ঋণের টাকা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৪০,০০০ টাকা এবং প্রশিক্ষণের ভাতা ৫০০ টাকা বৃদ্ধি করার দাবী জানান। ঋণের কিস্তিগুলো অনলাইনের আওতায় এনে পরিশোধের এসএমএস প্রত্যেক সদস্যের মেবাইলে প্রেরণ করলে ঋণের কিস্তি আদায় আরো দ্রুত হবে। গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বাড়াতে হবে এবং সেচের সুবিধা বৃদ্ধি করে এসব অপ্রধান শস্য উৎপাদনে উৎসাহিত করতে হবে। বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদিত শস্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৭.৯ মধুখালী উপজেলা

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদন দলের উপকারভোগী ২০ জন কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে এ ফসল উৎপাদন করে তারা বেশ সাফল্য পেয়েছে। তাদের মতে, প্রকল্পটি অত্যন্ত ভালো। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা ও মরিচের ক্ষেত্রে সফলতা বেশি পেয়েছে বলে তারা মত দেন। এ উপজেলায় পেঁয়াজ, রসুন ও মরিচ সবচেয়ে বেশি চাষ হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে কৃষকগণ দক্ষ হয়ে উঠেছে এসব ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে। তাছাড়াও ৪% সুদে সময়মতো ঋণ প্রদান করায় তারা উৎপাদনে উৎসাহিত হচ্ছেন। এই উপজেলায় প্রকল্পের ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন এবং ঋণ বিতরণের এবং আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফল বলে দাবি করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

সুবিধাভোগী কৃষকরা দাবি করেন, ঋণের টাকা বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা করা হলে তারা বেশি উপকৃত হবেন। পাশাপাশি প্রকল্প থেকে সব সদস্যকে ঋণের আওতায় আনার ব্যাপারে তারা অনুরোধ করেন। প্রতিটি দল থেকে মাত্র ৪-৫ জন ঋণ পায় বলে তারা জানায়। প্রদর্শনী খামার বাড়িয়ে সময়মত গুণগত মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ বাড়াতে হবে। প্রশিক্ষণের ভাতা বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকা করারও দাবি জানান। সেচের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা দিয়ে ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের মাধ্যমে কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন।

৩.৭.১০ শিবপুর উপজেলা

নরসিংদি জেলার শিবপুর উপজেলার অপ্রধান শস্য দলের কৃষকদের সাথে সাক্ষাৎ এবং দলীয় আলোচনা শেষে দুটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী ২০ জন কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের অপ্রধান শস্য চাষের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ অনেক ভালো। এ প্রকল্পের মাধ্যমে দলের সবাই মোটামুটি ঋণ, প্রশিক্ষণ ও বীজ-চারা পেয়েছেন। তা দিয়ে সফলতার সাথে এ শস্য উৎপাদন করে সবাই লাভবান হয়েছেন। প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, পুষ্টির উন্নয়নও আগের চেয়ে বেশি হয়েছে। পতিত জমিতে চাষাবাদের মাধ্যমে এবং প্রকল্প থেকে ভালো মানের বীজ, চারার ব্যবস্থা থাকার ফলে ফলনও ভাল হচ্ছে। প্রদর্শনী প্লট দেখে প্রতিবেশী চাষীগণ শস্য চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। ভার্মিকম্পোস্ট করেও লাভজনক হচ্ছেন। পাশাপাশি মহিলা কৃষক দলের অংশগ্রহণও উৎসাহব্যঞ্জক। মহিলা কৃষি সদস্যরা সংসারের পাশাপাশি কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে এর শস্য চাষে লাভবান হয়েছেন। অনেক নারী কৃষকদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে এবং বিনা মূল্যে বীজ পেয়ে তারা বেশ ভালোভাবে অপ্রধান শস্য চাষে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে। এ এলাকায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, সরিষা, ইত্যাদি ফসল চাষ করে তারা সফলতা পেয়েছেন। এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির দিক থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দল গঠনে শতভাগ সফল। কিন্তু ঋণ প্রদান ও আদায়ের ক্ষেত্রে সফলতা ৮০ ভাগ।

৩.৭.১১ মনোহরদি উপজেলা

নরসিংদি জেলার মনোহরদি উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের মধ্যে এ শস্য চাষের প্রতি উৎসাহ দেখা গেছে। দুটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী ২০ জন কৃষকের সাথে পুরুষ মহিলা সমতা রক্ষা করে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। তাদের পূর্বে অপ্রধান ফসল চাষাবাদ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে সফলতার সাথে এ শস্য উৎপাদনে আর্থিকভাবে লাভজনক আয়ের পথ সৃষ্টি করেছেন। দলের সকলেই ঋণ, বীজ, প্রশিক্ষণে আরো বেশি করে সুযোগ দেয়ার জন্য মতামত দিয়েছেন। এই প্রকল্পে বেশ আগ্রহের সাথে তারা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন এবং এ এলাকায় পেঁয়াজ, আদা, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করে তারা সফলতা পেয়েছেন। তাদের এই দলীয় কার্যক্রম দেখে আশপাশের কৃষকরাও নিজ উদ্যেগে এ শস্য চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। মহিলারাও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ শস্য চাষে দক্ষ হয়ে উঠেছেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন এবং ঋণ দেয়া ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৭৫ ভাগ সফল এবং ফসল উৎপাদনেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছেন। সুবিধাভোগী কৃষকরা দলীয়ভাবে একক সভা আয়োজন করে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

৩.৭.১২ ফুলপুর উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দল পরিদর্শনে দেখা যায় যে, এ শস্যগুলো চাষে তারা বেশ আগ্রহী। প্রকল্পের মোট ২০ জন সুবিধাভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের উদ্যোগে তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে উন্নত জাতের বীজ প্রয়োগ করে জমিতে অধিক পরিমাণে অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। প্রশিক্ষণ সকলে পান নাই এবং দলের ৫০ ভাগ কৃষক ঋণ পেয়েছে। এ এলাকায় প্রকল্প থেকে ঋণের এবং উন্নত মানের বীজের চাহিদা প্রচুর। এসবের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকলে দলের সদস্যরা পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ফসল বিক্রি করে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করতে পারবেন। বাজারজাতকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিলে কৃষকগণ আরও বেশি উপকৃত হতো বলে তারা মনে করেন। এ এলাকায় পেঁয়াজ, আঁদা, হলুদ, মরিচ, ভুট্টা, ইত্যাদি ফসল চাষ করে সফল হয়েছেন। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিপাতের কারনে এবার ফসলের অনেক ক্ষতি হয়েছে।

এই উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দলগঠনের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফল। কেবল ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সফলতা অর্জন করতে পারেননি।

৩.৭.১৩ মুক্তাগাছা উপজেলা

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী কৃষকদের মধ্যে ২০ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এখানে দলের ৩-৪ জনের বেশি প্রশিক্ষণ পায় নাই। ঋণ এবং বীজও সবাই পায় নাই। প্রত্যেক সদস্য যেন প্রশিক্ষণ তার ব্যবস্থা করার দাবী জানান। কৃষকদের আরোও দাবি তাদেরকে বেশি করে ঋণ, উন্নত জাতের বীজ ও চারা বিতরণ করার ব্যবস্থা করতে পারলে আরো বেশি অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করতে পারবেন। এ প্রকল্পকে তারা খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে, অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা। প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক কিছু শিখতে পেরেছে এবং এর মাধ্যমে মহিলাদের কৃষি কাজের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার ইচ্ছা রাখেন। এ ফসলের উৎপাদন ও বাজারমূল্য দেখে আশপাশের অনেক কৃষকরাও নিজ উদ্যোগে এ শস্য চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। ভার্মি কম্পোস্টের প্রশিক্ষণ ৩-৪ জন পেয়েছেন, কিন্তু ভার্মিকম্পোস্টের প্রদর্শনী না পাওয়াতে আর উৎপাদনে যেতে পারেন নি। এ এলাকায় কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তার মধ্যে হলো পেঁয়াজ, আঁদা, হলুদ। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিপাতে এবার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ বিতরণের ও আদায়ের দিক থেকে সংশ্লিষ্টরা শতভাগ সফলতা অর্জন করেছেন। দলগঠনের দিক থেকে তারা প্রায় ৯০ ভাগ সফল। কিন্তু ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে সাফল্য প্রায় ৮০ ভাগ।

৩.৭.১৪ ধনবাড়ি উপজেলা

টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি দলই নারী-পুরুষ নিয়ে গঠন করা হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে প্রতিটি দলে মোটামুটি সবাই প্রশিক্ষণ পেয়েছে।সদস্যদের দাবি ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা আরো উপকৃত এবং বেশি জমিতে এ শস্য চাষ করতে পারতেন। কেউ কেউ দেরীতে বীজ পেয়েছে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়িয়ে ভাতাও বাড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন। যারা এ ঋণ পেয়েছেন তারা এ শস্য চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন, পাশাপাশি পুষ্টিরও যোগান বেড়েছে। এ প্রকল্পে মহিলাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে তারা আগের চেয়ে বেশি উৎপাদনোক্ষম এবং সম্মান বেড়েছে। ভার্মি কম্পোস্টের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কিন্তু প্রদর্শনীর কোনো সুযোগ এখনও পাননি। সময় মতো ভালো মানের বীজ সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা দিতে হবে। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ, সরিষা, ভুট্টা ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দল গঠনের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সাফল্য এসেছে এবং ঋণ প্রদান ও আদায়ের দিক থেকে এ সাফল্য প্রায় শতভাগ।

৩.৭.১৫ মধুপুর উপজেলা

টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার দু'টি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। কৃষকগণ তথ্য প্রদানে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। একই জায়গায় দুটো দলকে পাওয়াতে কাজ আরো সহজ হয়েছে। একটা দলে উপজাতি সদস্য বেশি ছিল। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মোটামুটি সবাই প্রশিক্ষণ এবং ঋণ দুটোই পেয়েছে। প্রশিক্ষণের আরো প্রয়োজন বলে সদস্যরা মনে করেন। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ বাড়িয়ে দিলে আরো উপকৃত হতেন। প্রকল্প থেকে বীজও পেয়েছে কিন্তু পরিমাণে বেশি পেলে আরও বেশি জমিতে এ শস্য চাষ করে লাভবান হতেন। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, আদা, হলুদ, মরিচ ফসলের ক্ষেত্রে বেশ সাফল্য লাভ করেছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে দল গঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছেন। ফসল উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের দিক থেকেও প্রায় ৮০ ভাগের বেশি সফল হয়েছেন। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

এ প্রকল্প থেকে অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকার কারণে প্রতিটি সদস্যই উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু ঋণের পরিমাণ সীমিত তাই ঋণ বৃদ্ধি করলে তাদের পক্ষে বেশি পরিমাণ জমিতে এ শস্য চাষাবাদ করতে পারবেন। প্রশিক্ষণটা দীর্ঘ মেয়াদি করার পাশাপাশি ফসল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেলে আরো উপকৃত হতেন বলে দলের সদস্যগণ জানিয়েছেন।

৩.৭.১৬ নাটোর সদর উপজেলা

বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে তিনটি দল পরিদর্শন করা হয় এবং দলের প্রায় ৩০-৩৫ জন কৃষকের সাথে আলোচনা শেষ করে সর্বসম্মতিতে বিশ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ প্রকল্পের শুরুর পূর্বে এ এলাকায় এই অপ্রধান শস্য চাষ হতো কিন্তু এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে আরো ভালোভাবে এর গুরুত্ব এবং আর্থিক বাজার মূল্য সম্পর্কে জেনেছেন। ফলে কৃষকগণ আগ্রহী হয়ে অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করে অনেক লাভবান হচ্ছে। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, কালিজিরা, মসুর, মুগ, ছোলা, সরিষা, ভুট্টা চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দল গঠনের দিক থেকে শতভাগ সফল। কিন্তু ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে সংশ্লিষ্টরা প্রায় ৮০ ভাগ সফলতা অর্জন করেছেন। ফসল উৎপাদনও লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং কৃষকগণ মনে করেন।

সর্বোপরি নাটোর জেলার সদর উপজেলা পরিদর্শন করে, কৃষকদের সাথে আলাপ করে, অত্র প্রকল্পের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মতামতের ভিত্তিতে এ প্রকল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত ভালো বলে মনে হয়েছে।

৩.৭.১৭ লালপুর উপজেলা

নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার মাঠসংগঠকের তিনটি দলকে দাইরপাড়া অপ্রধান শস্য দলের সভাপতির বাড়িতে ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তারা আগে অন্যান্য শস্য চাষাবাদ করতেন, কিন্তু তাতে লাভের থেকে লোকসান বেশি হতো। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পাবার পর বেশি পরিমাণে জমিতে বিশেষ করে পতিত জমিতে এ শস্য চাষ হচ্ছে। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানায়। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সরিষা, আঁদা, হলুদ, মসুর, মুগ, ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে আমাদেরকে জানান। এখানে পেঁয়াজের ফলন ভালো হয়েছে। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিতে সরিষা আবাদ পুরোটাই নষ্ঠ হয়ে যায়। তবে ধনিয়া আবাদ করেও তারা লাভবান হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফল বলে দাবি করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান। ফসল উৎপাদনের দিক থেকেও আশা করেছেনে তাদের কাঙ্ক্ষিত মাত্রা অতিক্রম করবে।

প্রকল্প থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে সকলেই উপকৃত হচ্ছে তবে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি দলের প্রতিটি সদস্য যেন প্রশিক্ষণ পান তারা দাবী জানান। ভাল বীজ, সময়মত সরবরাহ, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তাসহ বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করার অনুরোধ করেছেন।

৩.৭.১৮ নঁওগা সদর উপজেলা

নঁওগা সদর উপজেলার তিনটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দল পরিদর্শনে দেখা যায়, কৃষকদের মধ্যে এ শস্য চাষের প্রতি বেশ আগ্রহ ও উৎসাহ। পরবর্তীতে তাদের মধ্য থেকে মোট ২০ জন সুবিধাভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ এলাকার কৃষক দলের সদস্যদের মাঝে অপ্রধান শস্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অনেকটাই অভাব ছিলো বলে কৃষকরা মনে করেন। এ প্রকল্পের উদ্যোগে প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিক পরিমাণে অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। ফলে পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ফসল বিক্রি করে আর্থিক অবস্থারও পরিবর্তন এসেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিলে কৃষকগণ আরও বেশি উপকৃত হতো বলে তারা মনে করেন। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে তারা আরও উপকৃত হবেন। এ এলাকায় ভার্মিকম্পোস্টের চাহিদা আছে। কেউ কেউ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এ সার উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছেন। এখানকার কৃষকরা পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করে সফল হয়েছেন। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিপাতে এবার ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দলগঠনের দিক থেকে প্রায় শতভাগ সফল। তবে ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা কম, প্রায় ৮০ ভাগ সফল। ফসল উৎপাদনের দিক থেকেও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে বলে উৎপাদনকারী কৃষকগণ আশাবাদী ।

৩.৭.১৯ মান্দা উপজেলা

নঁওগা সদর জেলার মান্দা উপজেলার অপ্রধান শস্য দলের সাক্ষাৎ করে কৃষকদের মধ্যে এ শস্য চাষের প্রতি উৎসাহ দেখা গেছে। তিনটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী ২০ জন কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে সফলতার সাথে এ শস্য উৎপাদনে আর্থিকভাবে লাভজনক আয়ের পথ সৃষ্টি করেছেন। বিনা মূল্যে বীজ পেয়ে প্রদর্শনী প্লটও করেছেন। ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদনে আশানুরূপ ফল পেয়েছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এ প্রকল্পে বেশ আগ্রহের সাথে কৃষকরা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। এই এলাকায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করে তারা সফলতা পেয়েছেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফলতা অর্জন করেছেন। ফলে কৃষকগণ আর্থিকভাবে ও পুষ্টিগতভাবে কিছুটা সফলতা অর্জন করেছেণ বলে জানা যায়।

৩.৭.২০ চাটমোহর উপজেলা

পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে তিনটি দল পরিদর্শন করা হয় এবং দলের প্রায় ৩০-৩৫ জন কৃষকের সাথে আলোচনা শেষ করে সর্বসম্মতিতে বিশ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানায়। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সরিষা, মসুর, ভুট্টা ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিতে তাদের ফসলের যথেস্ট ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠনের এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শত ভাগ সফলতা অর্জন করেছেন

প্রকল্প থেকে স্বল্প সুদে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি দলের প্রতিটি সদস্য যেন প্রশিক্ষণ, ভাল বীজ সময়মত সরবরাহ করা, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতের আবেদন করেন।

৩.৭.২১ ফরিদপুর উপজেলা

পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলার তিনটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের শুরু হবার পূর্বে তাদের অপ্রধান শস্য সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিল না, কিন্তু এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা এ সকল শস্য সম্পর্কে জেনেছেন। ফলে আগ্রহী হয়ে অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করে অনেক লাভবান হচ্ছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানায়। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ, সরিষা, চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন বলে জানান। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় অগ্রগতির মধ্যে দল গঠন, ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় শতভাগ সফল হয়েছেন। এ প্রকল্প থেকে তারা যে সহযোগিতা পেয়েছেন তা তাদের জন্য অনেক উপকার হয়েছে বলে জানান। প্রত্যেক সদস্যকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা এবং ভাতা বৃদ্ধি করলে প্রশিক্ষণের প্রতি কৃষকরা আরো মনোযোগী হবেন বলে মত দিয়েছেন। প্রকল্প থেকে তাদেরকে যে পরিমাণ ঋণ সুবিধা দেওয়া হয় তা বৃদ্ধি এবং চাহিদা অনুযায়ী সময়মত উন্নতজাতের বীজের সরবরাহ করা হলে কৃষকগণ আরো বেশি লাভবান হতে পারবেন।

কৃষকগণ অপ্রধান শস্য প্রকল্পের প্রশংসা করে বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ডাল, তৈল ও মসলা জাতীয় ফসলের চাহিদা ৮০ ভাগ পূরণ করা সম্ভব হবে।

৩.৭.২২ শাহজাহানপুর উপজেলা

বগুড়া জেলার শাহাজাহানপুর উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এখানকার বেশিরভাগ সদস্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ঋণ ও বীজ মোটামুটি বেশির ভাগ সদস্যই পেয়েছে। সব কৃষকই ঋণের ব্যাপারে আগ্রহী। সঠিক সময়ে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের মেয়াদ আরো বৃদ্ধির প্রয়োজন বলে কৃষকগণ মতামত ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হলে অপ্রধান শস্য উৎপাদন আরো লাভজনক হবে। ফলে বেশি পরিমাণ জমিতে এ শস্য উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পুষ্টির যোগানও নিশ্চিত হবে এবং আশেপাশের কৃষকরা দেখে উৎসাহিত হয়ে এ শস্য আবাদে এগিয়ে আসবেন। এ এলাকায় প্রদর্শনী প্লট খুব একটা ছিল না। চৈত্র মাস হওয়াতে বেশিরভাগ ফসলই জমি থেকে কৃষক উঠিয়ে নিয়েছে। ভার্মিকম্পোস্টের প্রশিক্ষণ পেয়েছে কিন্তু প্রদর্শনীর প্লট না পাওয়ায় তা করা হয়নি। এ এলাকায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ভুট্টা, মরিচ, সরিষা চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন বলে জানান। কিন্তু এ বছর হঠাৎ বৃষ্টির কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় কৃষকরা প্রকল্পের দল গঠনের দিক থেকে শতভাগ সফল। তাছাড়া ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ প্রদান, এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে তারা প্রায় ৮০ ভাগের বেশি সফল।

৩.৭.২৩ নন্দীগ্রাম উপজেলা

বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের নারী পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ৫২ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। এদের মধ্য থেকে নারী পুরুষ মিলিয়ে মাত্র ২০ সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ব্যস্ততার মাঝেও দলের সদস্যরা খুবই আগ্রহ নিয়ে সময় দিয়ে কথা বলছে। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে মাত্র ১০ ভাগ সদস্য। বাকী ৯০ ভাগ সদস্য এখনও প্রশিক্ষণ পাননি। এখানকার যে কয়জন সদস্য ঋণ পেয়েছেন তারা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেছেন। যতটুকু ঋণের সুবিধা পেয়েছেন তা দিয়েই তারা উপকৃত হয়েছেন। পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ হচ্ছে। কিন্তু ঋণের পরিমাণ কম তাই বৃদ্ধি করার অনুরোধ করেছেন। বীজ, সার, কৃষি সরঞ্জামেরও ব্যবস্থা করার জন্য আবেদন করেছেন। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, আদা, হলুদ, ভুট্টা, মরিচ, মসুর,সরিষা চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠন এবং ফসল উৎপাদনে দিক থেকে প্রায় শতভাগ সফলতা এসেছে। কিন্তু ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৭৫ ভাগ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

এ এলাকার সবাই ক্ষুদ্র, মাঝারি ও প্রান্তিক কৃষক এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে দলের সব সদস্যই যেন সমান সুযোগ সুবিধা পান তার জন্য আবেদন জানান। ঋণের কিস্তির সময় আরেকটু বেশি দিলে কৃষকগণ ফসল তুলে ঋণ শোধ করতে পারতেন।

৩.৭.২৪ মিঠাপুকুর উপজেলা

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছেন। আগে অন্যান্য শস্য চাষাবাদ করতেন, কিন্তু তাতে লাভের থেকে লোকসান বেশি হতো। প্রকল্প আসার পর এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে বেশি পরিমাণে জমিতে অপ্রধান শস্য চাষ করছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেছেন। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সরিষা, আদা, হলুদ, মসুর, মুগ, চিনাবাদাম, ভুট্টা ফসলের ক্ষেত্রে তারা বেশ সফলতা পেয়েছেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠনের এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

প্রকল্প থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে সকলেই উপকৃত হচ্ছেন, কিন্তু তারা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি দলের প্রতিটি সদস্য যেন প্রশিক্ষণ পান তার জন্য আবেদন করেন। সময়মতো ভাল বীজ সরবরাহ, প্রযুক্তিগত সহায়তা ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য তারা অনুরোধ করেছেন।

৩.৭.২৫ পীরগঞ্জ উপজেলা

রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের শুরু হবার পূর্বে অপ্রধান শস্য সম্পর্কে তেমন ধারণা ছিলনা। কিন্তু এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য সম্পর্কে জেনেছেন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে আরো আগ্রহী হয়ে অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করে অনেকেই লাভবান হচ্ছে। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেছেন। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ভুট্টা, মরিচ, সরিষা, চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় দল গঠনের দিক থেকে শতভাগ সাফল্য এসেছে। কিন্তু ফসল উৎপাদন, প্রশিক্ষণ এবং ঋণ বিতরণের ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফলতা অর্জিত হয়েছে।

এ প্রকল্প থেকে কৃষকরা যে সহযোগিতা পেয়েছেন তা তাদের জন্য অনেক উপকার হয়েছে বলে জানান। তবে দলের সকলেই প্রশিক্ষণ পান নাই। প্রত্যেককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের ভাতা বৃদ্ধি করলে প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে। চাহিদা অনুযায়ী সময়মতো উন্নতজাতের বীজের সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের সহায়তা কামনা করেন।

কৃষকগণ অপ্রধান শস্য প্রকল্পের প্রশংসা করে বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের চাহিদা ৮০ ভাগ পূরণ করা সম্ভব হবে।

৩.৭.২৬ বদরগঞ্জ উপজেলা

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ উপজেলার তিনটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় প্রকল্প থেকে তারা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। প্রকল্প আসার পূর্বে অপ্রধান শস্য আবাদের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পাবার পর আগ্রহ বেড়েছে এবং এ শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছে। এমনকি এখন পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও এ শস্য চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানান। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সরিষা, মসুর, ভুট্টা ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি বলতে দল গঠনের দিক থেকে শতভাগ সফলতা এবং ফসল উৎপাদনের দিক থেকে প্রায় ৭০ ভাগের বেশি সফলতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফল বলে দাবি করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

এ প্রকল্প থেকে অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকার কারণে প্রতিটি সদস্যই উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু ঋণের পরিমাণ সীমিত তাই ঋণ বৃদ্ধি করলে তাদের পক্ষে বেশি পরিমাণ জমিতে এ শস্য চাষাবাদ করতে পারবেন। প্রশিক্ষণটা দীর্ঘ মেয়াদি করার পাশাপাশি ফসল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেলেও উপকার হবে বলে দলের সদস্যগণ জানিয়েছেন।

৩.৭.২৭ লালমনিরহাট সদর উপজেলা

লালমনিরহাট সদর উপজেলার অপ্রধান শস্য দলের সাক্ষাৎ করে কৃষকদের মধ্যে এ শস্য চাষের প্রতি উৎসাহ দেখা গেছে। দুটি দলের উপকারভোগী ২০ জন কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পূর্বে অপ্রধান ফসল চাষাবাদ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে সফলতার সাথে এ শস্য উৎপাদনে আর্থিকভাবে লাভজনক আয়ের পথ সৃষ্টি করেছেন। এ প্রকল্প থেকে বিনা মূল্যে বীজ পেয়েছেন এবং প্রদর্শনী প্লটও করেছেন। ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদনে আশানুরূপ ফল পেয়েছেন এবং আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে। এ প্রকল্পে বেশ আগ্রহের সাথে তারা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। এই এলাকায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, মসুর, মুগ, সরিষা, ভুট্টা, চিনাবাদাম, কালিজিরা ইত্যাদি ফসল চাষ করে তারা সফলতা পেয়েছেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন এবং ঋণ দেয়া ও আদায়ের দিক থেকে সাফল্য এসেছে প্রায় ৮০ ভাগ। কিন্তু ফসল উৎপাদনেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। সুবিধাভোগী কৃষকরা কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছেন।

এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও যথাযথ বাস্তবায়িত হলে অপ্রধান শস্য বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে দেশের মানুষ আর্থিক ও পুষ্টিগতভাবে সফলত অর্জন করবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।

৩.৭.২৮ হাতিবান্দা উপজেলা

লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্দা উপজেলার অপ্রধান শস্য দলের কৃষকদের সাথে সাক্ষাৎ এবং দলীয় আলোচনা শেষে দুটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী ২০ জন কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের অপ্রধান শস্য চাষের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ দেখা যায়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে সফলতার সাথে শস্য উৎপাদনে করেছেন। পাশাপাশি মহিলা কৃষক দলের অংশগ্রহণও সন্তোষজনক। মহিলা কৃষি সদস্যরা সংসারের পাশাপাশি কৃষি কাজে অংশগ্রহণ করে, প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে এ শস্য চাষে লাভবান হয়েছেন। অনেক নারী কৃষকদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে এবং বিনা মূল্যে বীজ পেয়ে কৃষকরা ভালোভাবে অপ্রধান শস্য চাষ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন। এ এলাকায় পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করে তারা সফলতা পেয়েছেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং দল গঠনে শতভাগ সাফল্য এসেছে। কিন্তু ঋণ প্রদান ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৭০ ভাগের বেশি সফলতা পাওয়া গেছে। পাশাপাশি কৃষকরা ফসল উৎপাদনে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছেন।

৩.৭.২৯ পঞ্চগড় সদর উপজেলা

পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অপধান শস্য প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং এ শস্য চাষ করে অনেক লাভবান হচ্ছেন। প্রকল্প আসার পূর্বে অপ্রধান শস্য চাষ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। তারা নিজেরা আগ্রহী হয়ে এ শস্য চাষ করে সাফলতা অর্জন করেছেন। তাদেরকে যদি ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় তাহলে তারা বেশি জমিতে এ শস্য চাষ করতে পারবেন। প্রশিক্ষণের ভাতা ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির আবেদন করেছেন। দীর্ঘ মেয়াদি এবং ফসলভিত্তিক প্রশিক্ষণ, সময়মত ভালো মানের বীজ সরবরাহ এবং বাজারজাতকরণ সুবিধার সহায়তা চেয়েছেন। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ, সরিষা, মসুর, ভুট্টা, চিনাবাদাম ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠন এবং ঋণ প্রদান ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় শতভাগ সফলতা অর্জিত হয়েছে। এই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে এই অপ্রধান শস্য বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে দেশের মানুষ আর্থিক ও পুষ্টির দিক থেকে সফলতা অর্জন করবে বলে আশা করা যায়।

৩.৭.৩০ দেবীগঞ্জ উপজেলা

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে দলীয় আলোচনা করে পরবর্তীতে তাদের সাথে একক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। মূলত কৃষকদের অপ্রধান শস্য দলের এ শস্য চাষাবাদে উৎসাহী করা, চাষের পদ্ধতি, ঋণ ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে জানা যায়। দলের অনেক সদস্যই অর্থের অভাবে তেমন চাষাবাদ করতে পারেন না। কৃষকদের দাবি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে তারা আরো বেশি অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করতে পারবেন। দলের প্রত্যেক সদস্যের প্রশিক্ষণ, ভাতা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের প্রতি মনোযোগী করতে সহায়তা করবে বলে তারা জানান। অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা উন্নত জাতের বীজ ও চারা বিতরণ করার ব্যবস্থাকে তারা খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন। প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক কিছু তারা শিখতে পেরেছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের কৃষিকাজের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠছে। কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তার মধ্যে হলো পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ ও সরিষা। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিপাতে এবার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফলতা অর্জিত হয়েছে। দলগঠনের দিক থেকে সাফল্য এসেছে প্রায় ৯০ ভাগ। কিন্তু ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে সাফল্য প্রায় ৮০ ভাগ।

৩.৭.৩১ বোদা উপজেলা

পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলার অপ্রধান শস্য প্রদর্শনী প্লট পরিদর্শনে গিয়ে কৃষকদের মধ্যে এ শস্য চাষের প্রতি বেশ আগ্রহ ও উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে তাদের মধ্যে হতে ২০ জন সুবিধাভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ এলাকার কৃষক দলের সদস্যদের মাঝে অপ্রধান শস্য সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞানের অনেকটাই অভাব আছে। এ প্রকল্পের উদ্যোগে তারা প্রশিক্ষণ নিয়ে উন্নত জাতের বীজ প্রয়োগ করে জমিতে অধিক পরিমাণে অপ্রধান শস্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। যার মাধ্যমে পরবর্তীতে পারিবারিক খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ফসল বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দিলে কৃষকগণ আরও বেশি উপকৃত হতো বলে তারা মনে কনে। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে আরও উপকৃত হতেন। এ এলাকায় পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, আদা, হলুদ, সরিষা, ভুট্টা, তিল, চিনাবাদাম ইত্যাদি ফসল চাষ করে সফল হয়েছেন। কিন্তু এ বছর অসময়ের বৃষ্টিপাতে ফসলের ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফলতা অর্জিত হয়েছে। কাঙ্ক্ষিত ফসল উৎপাদনের দিক থেকেও তারা অনেকটাই সফল ।

৩.৭.৩২ ফুলতলা উপজেলা

খুলনা জেলার ফুলতলা উপজেলার অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং একটি দলীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়। পূর্বে তাদের অপ্রধান শস্য চাষের তেমন কোন ধারণাই ছিলনা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা এ শস্য সম্পর্কে জেনেছে এবং চাষাবাদ করে অনেক লাভবান হচ্ছে। এ শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানায়। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ভুট্টা, মরিচ, সরিষা, মসুর, মুগ, সূর্যমুখীচাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন বলে জানান। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। এ প্রকল্প থেকে তারা যে সহযোগিতা পেয়েছেন তা তাদের জন্য অনেক উপকার হয়েছে বলে জানান। প্রত্যেককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা, প্রশিক্ষণের ভাতা বৃদ্ধি, ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং চাহিদা অনুযায়ী সময়মতো উন্নতজাতের বীজের সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির দিক থেকে কেবল দল গঠনে শতভাগ সফল বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দাবি করেছেন। কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ দেয়া ও আদায়ের দিক থেকে তারা প্রায় ৭৫ ভাগের বেশি সফল। ফসল উৎপাদনেও আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করবেন বলে আশা করেছেন।

এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের চাহিদা ৮০ ভাগ পূরণ করা সম্ভব। খুলনার চুইঝালকে অপ্রধান শস্যের প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কারণ এটি মসলা জাতীয় ফসল আর এখানকার অনেক মহিলাই এটির চাষ করেন। চুইঝাল চাষাবাদ করে তাদের অনেকেই আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন।

৩.৭.৩৩ শার্শা উপজেলা

যশোর জেলার শার্শা উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী দলের ২০ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা এবং তাদের সাথে আলোচনা করা হয় অপ্রধান শস্য সম্পর্কে। এ প্রকল্প আসার পূর্বে অপ্রধান ফসলের প্রতি তাদের তেমন কোনো আগ্রহ ছিলো না। কিন্তু এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে এখন তারা এ ফসল উৎপাদন করে বেশ সফলতা পেয়েছেন। কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, সরিষা, ও মরিচের ক্ষেত্রে সফলতা বেশি পেয়েছেন বলে তারা মত দেন। এ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে তআরা দক্ষ হয়ে উঠেছেন এসব ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে। বিশেষ করে ৪% সুদে সময়মতো ঋণ গ্রহণ করতে পারায় তারা সাফল্য পেয়েছেন। এই উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠন এবং ঋণ বিতরণের ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফল বলে দাবি করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

সুবিধাভোগী কৃষকরা দাবি করেন, ঋণের টাকা বৃদ্ধি করা সহ সব সদস্যকে ঋণের আওতায় আনার ব্যাপারে তারা অনুরোধ করেন। প্রদর্শনী খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সময়মত গুণগত মান সম্পন্ন বীজের সরবরাহ, প্রশিক্ষণের সময় সম্প্রসারণ, ভাতা বৃদ্ধি জন্য দাবী জানান। সেচের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা। এখানকার কৃষকগণ খুবই আশাবাদী অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করে দেশ ও জনগণের চাহিদা মেটাতে পারবেন। তাই এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য তারা আবেদন জানান।

৩.৭.৩৪ ঝিকরগাছা উপজেলা

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী ২০ জন কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের পূর্বে অপ্রধান ফসল চাষাবাদ সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও ঋণ নিয়ে অপ্রধান শস্য চাষাবাদ শুরু করেন এবং এতে বেশ ভাল লাভবান হয়েছেন। দেশে তেল, ডাল, মসলার চাহিদার পূরণ করার ক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা পালন করছে। এ প্রকল্পে বেশ আগ্রহের সাথে তারা বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন। তার মধ্যে হলো পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, মসুর, সরিষা ও ভুট্টা ইত্যাদি। এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি প্রশিক্ষণ প্রদান ও দলগঠনের দিক থেকে শতভাগ সফল। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ ভাগ সফল।

সুবিধাভোগী কৃষকরা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, প্রশিক্ষণ ভাতা, সেচের ব্যবস্থা, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

৩.৭.৩৫ ঝিনাইদহ সদর উপজেলা

ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তারা এ প্রকল্পের মাধ্যমে অপ্রধান শস্য চাষ করে অনেক লাভবান হচ্ছেন। সদরের দলগুলো মরিচ চাষ করে সাফল্য অর্জন করেছেন। ভালোভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে তারা বেশি জমিতে এ শস্য চাষ করতে পারবেন। এতে করে দেশে অপ্রধান শস্যের ঘাটতি পূরণ করতে সম্ভব হবে। ঋণের পরিমাণ ও প্রশিক্ষণের ভাতা বৃদ্ধির দাবী জানান। গুণগত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বাড়াতে হবে এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণ করতে হবে। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মসুর, সরিষা, মরিচ, কালিজিরা ফলন খুব ভাল হয়।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে দলগঠনের দিক থেকে শতভাগ সাফল্য এসেছে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ ভাগ সফল। এই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে অপ্রধান শস্য বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস পাবে। ফলে দেশের মানুষ আর্থিক ও পুষ্টিগতভাবে সফলতা অর্জন করবে।

৩.৭.৩৬ কালিগঞ্জ উপজেলা

ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী কৃষকের সাথে কথা বলে জানা যায় যে, এই প্রকল্পের পূর্বে তেমন কেউ অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করতেন না। এ প্রকল্প সম্পর্কে জানার পরে বর্তমানে তারা বেশ অপ্রধান শস্য চাষাবাদ করছেন। কৃষকদের দাবি তাদেরকে বেশি করে ঋণ দিলে এ শস্য তারা আরো বেশি চাষাবাদ করতে পারবেন। প্রশিক্ষণ, গুণগত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পকে তারা খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা। প্রকল্পে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অনেক কিছু তারা শিখতে পেরেছেন যা তারা চাষাবাদের সময় কাজে লাগাতে পারছেন এবং আর্থিকভাবে অনেক লাভবানও হচ্ছেন। কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তার মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন, মসুর, হলুদ, মরিচ, সরিষা ও মুগ। তবে ভুট্টা চাষাবাদ করে এখানকার কৃষকগণ বেশ লাভবান হয়। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিপাতে এবার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন এবং ঋণ বিতরণের ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফল। সুবিধাভোগী কৃষকরা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবি জানান। তারা এ প্রকল্পের সাথে থাকতে চান এবং প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন।

৩.৭.৩৭ শৈলকুপা উপজেলা

ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা উপজেলার তিনটি অপ্রধান শস্য দলের সাথে আলোচনা করে প্রায় ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায় তারা পূর্বে এ অপ্রধান শস্য চাষ করতেন কিন্তু তাতে তারা তেমন সাফল্য পেতেন না। কিন্তু তারা এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে পেঁয়াজের চাষ করে ব্যাপক সাফল্য পেয়েছেন। পেঁয়াজের চাষ করে চাষীরা যতটা লাভবান হওয়ার কথা ততটা পাচ্ছে না কারণ বাহির থেকে আমদানি করা পেঁয়াজের কারণে দাম কমে যায়। সদস্যদের দাবি সরকারের উচিত এদেশের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা আরো উন্নত করা যাতে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। যে পরিমাণ পেঁয়াজ তারা উৎপাদন করে তাতে দেশের প্রায় শতকরা ৬০% চাহিদা মেটাতে পারে। সদস্যগণ তাদেরকে আরো বেশি করে ঋণ দেওয়া এবং প্রশিক্ষণ ভাতা, গুণগত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহের আবেদন করেছেন। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা, মুগ, মরিচ, ভুট্টা খুব ভালো হয়। অসময়ের বৃষ্টিতে তাদের ফসলের অনেক ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলা প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে দলগঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফল। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ ভাগ সফল। সংশ্লিষ্টরা বলেন, এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের মানুষের আর্থিকভাবে ও পুষ্টিগতভাবে সফলতা অর্জন করবে।

৩.৭.৩৮ কুষ্টিয়া সদর উপজেলা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার তিনটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। তাদের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ পাবার পর অপ্রধান শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছেন। এমনকি এখন পুরুষের পাশাপাশি মহিলারাও এ শস্য চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে তারা জানায়। বিশেষ করে পেঁয়াজ, মসুর, সরিষা, ভুট্টা ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দল গঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফল। ফসল উৎপাদনের দিক থেকেও শতভাগ সফল হবেন বলে আশাবাদী। কিন্তু এ বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ফসলের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফল বলে দাবি করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

এ প্রকল্প থেকে অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকার কারণে প্রতিটি সদস্যই উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে তাদের পক্ষে বেশি পরিমাণ জমিতে এ শস্য চাষাবাদ করতে পারবেন। প্রশিক্ষণটা দীর্ঘ মেয়াদি করার পাশাপাশি ফসল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেলেও উপকার হবে বলে দলের সদস্যগণ জানিয়েছেন।

৩.৭.৩৯ কুমারখালী উপজেলা

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলায় তিনটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাথে আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। অপ্রধান শস্য প্রকল্পের কার্যক্রম তাদের জন্য খুবই ভালো হয়েছে এবং এ শস্য চাষ করে অনেক লাভবান হচ্ছেন। ভালোভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা আরো বেশি পতিত জমিতে এ শস্য চাষ সম্প্রসারণ করতে পারবেন। দীর্ঘ মেয়াদি এবং ফসলভিত্তিক প্রশিক্ষণেরও আশা করেছেন। প্রশিক্ষণের ভাতা ও ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা, ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানা যায়।

এ উপজেলা প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে দল গঠন এবং ঋণ প্রদান ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় শতভাগ সফল। প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টরা ৮০ ভাগ সফল। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলন হবে বলে তারা আশাবাদী। তারা বলেন, এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের মানুষ আর্থিক ও পুষ্টিগতভাবে সফলত অর্জন করবে।

৩.৭.৪০ খোকশা উপজেলা

কুষ্টিয়া জেলার খোকশা উপজেলার তিনটি অপ্রধান শস্য দলের উপকারভোগী কৃষকদের সাথে দলীয় আলোচনা করে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে হতে ২০ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পেয়ে কৃষকগণ বেশি করে এ শস্য চাষাবাস করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। দলের অনেক সদস্যই প্রান্তিক কৃষক তাই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রত্যেক সদস্য যেন প্রশিক্ষণ পান সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা প্রয়োজন এবং ভাতা বৃদ্ধি করে প্রশিক্ষণের প্রতি আরো মানোযোগী হতে সহায়তা করবে বলে তারা মনে করেন। তারা জানান, উন্নত জাতের বীজ ও চারা বিতরণ করার ব্যবস্থা করা। তারা খুব সুন্দরভাবে গ্রহণ করেছেন। এর প্রধান কারণ হচ্ছে অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা। কিছু কিছু ফসলের ক্ষেত্রে তারা ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছেন। তার মধ্যে আছে পেঁয়াজ, আদা, মরিচ, মসুর ও সরিষা। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিপাতে এবার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, দলগঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফল বলে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ জানান। তবে ফসল উৎপাদন ক্ষেত্রে সাফল্য প্রায় শতভাগ।

৩.৭.৪১ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা

চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলা তিনটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। কৃষকদের সাথে আলোচনায় জানা যায়, এখানকার অধিকাংশ জমি পতিত পড়ে থাকে। তারপরও এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি ৯০ ভাগ বলা যায়। এ এলাকায় প্রধানত মরিচ, সরিষা, ধনিয়া, ফেলন ডাল, কেউ কেউ সূর্যমুখী চাষ করেন। এ এলাকায় ফেলন ডালের চাষ হচ্ছে। ফেলন চাষের খরচ খুবই কম কিন্তু ফলন ভাল। সব কৃষকই কম বেশি এ ডাল চাষ করে। কৃষক খুবই সন্তুষ্ট এ ফসলে, দামও ভালো। তাদেরকে যদি এ ডালের ভালো বীজের যোগান দেয়া যায় তাহলে আরো বেশি জমিতে চাষ করে লাভবান হতেন, পুষ্টিরও যোগান বাড়ত। তবে অসময়ের বৃষ্টিপাতে সরিষা আবাদের ক্ষতি হয়েছে।

দলীয় আলোচনায় এ প্রকল্প সম্পর্কে অনেকগুলো বিষয় উঠে আসছে। তার মধ্যে প্রধানত হলো প্রশিক্ষণের সংখ্যা ও ভাতা বৃদ্ধি, সময়মতো বীজের ব্যবস্থা, ঋণ বৃদ্ধি, কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে স্প্রে মেশিন, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা। এখানে সেচের খুব অভাব। এ উপজেলার কৃষকদের জোরালো দাবি তাদের জন্য অতিসত্বর সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দল গঠনের দিক থেকে শতভাগ সফল। ফসল উৎপাদনেও প্রায় ৮০ ভাগ সফল। তবে ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের দিক থেকে লক্ষ্য মাত্রার চেয়ে বেশি সাফল্য পেয়েছেন বলে দাবি করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৩.৭.৪২ বোয়ালখালী উপজেলা

চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলায় অপ্রধান শস্য বেশ একটা চাষ হয় না। যৎসামান্য যা হয় তা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটানো যায়। অধিকাংশ জমি পতিত পড়ে থাকে। এ এলাকায় প্রধানত মরিচ, সরিষা, ধনিয়া, ফেলন ডাল, মসুর, কেউ কেউ সূর্যমুখী চাষ করেন। এ এলাকায় মরিচের ভালো ফলন হয়েছে। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিতে সরিষা আবাদ পুরোটাই শেষ হয়ে গেছে। অন্য ফসল বিক্রি করেও তারা লাভবান হয়েছেন। এর সাথে ধনিয়া আবাদ করেও লাভবান হয়েছেন। এসব ফসল মিশ্র হিসেবেও চাষ করা যায়। এ এলাকায়ও সবচেয়ে চাষ বেশি হয় ফেলন ডাল। ফসলের ফলন ভালো কিন্তু খরচ কম। তাদেরকে যদি এ ডালের ভালো বীজের যোগান দেয়া যেত তাহলে তারা আরো বেশি জমিতে চাষ করে লাভবান হতেন, পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি পেত।

প্রশিক্ষণ ভাতা বাড়িয়ে এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা, সময়মতো বীজের ব্যবস্থা, কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে স্প্রে মেশিন, সেচের ব্যবস্থা, প্রতিটি দলে একটি ভার্মি কম্পোস্ট প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। কৃষকরা খুবই সন্তুষ্ট যে, তারা এ প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল ৪% সুদে বিনা কাগজপত্র, বিনা জামিনে ঋণ পাচ্ছেন এবং খুবই দ্রুত।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, ফসল উৎপাদন, দল গঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে শতভাগ সফল বলে দাবি করেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

৩.৭.৪৩ রাঙ্গামাটি সদর উপজেলা

রাঙ্গামাটি সদরের আরডিও ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে তিনটি দল পরিদর্শন করে ২০ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি ৯০ ভাগ বলা যায়। প্রশিক্ষণ এবং দল গঠনের দিক থেকে সফলতা শতভাগ। এ এলাকায় প্রধানত আদা, হলুদ, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা, ধনিয়া, মটর ডাল, কেউ কেউ সূর্যমুখী চাষ হয়। পার্বত্য এলাকায় পাহাড়ি মাটিতে জুম চাষে প্রচুর পরিমাণে আঁদা ও হলুদ হয়। এ এলাকায় ভুট্টার ভালো ফলন হয়েছে। কিন্তু তাদের চাষ পদ্ধতি অনেকটা অর্গানিক। এখানে মিষ্টি ভুট্টা চাষ হয় বেশি। এটা নিজেরাই ভোগ করেন। অসময়ের বৃষ্টিতে সরিষা আবাদ পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। এর সাথে বিলেতি ধনিয়া আবাদ করেও লাভবান হয়েছে। এসব ফসল মিশ্র হিসেবেও চাষ করা যায়। এ এলাকায় অর্গানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ হচ্ছে। সবাই অনাবাদি জমিতে ফেলন, মটর চাষ করে। ফলন ভালো, খরচও কম। সব কৃষকই কম বেশি এ ডাল চাষ করে। তাদেরকে যদি এ ডালের ভালো বীজের যোগান দেয়া যেতো, তাহলে তারা আরো বেশি জমিতে চাষ করে লাভবান হতেন, পুষ্টিরও যোগান বৃদ্ধি পেতো।

প্রকল্পের মাধ্যমে সময়মতো বীজ, ঋণ, কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে স্প্রে মেশিন, কীটনাশক, সেচের ব্যবস্থা করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এখানে সেচের জন্য পাহাড়ি ঝরণা বা ঝিরির উপর নির্ভর করতে হয়। পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত ব্যয় বেশি ও আবার সময়সাপেক্ষ। তাই ভাতা বাড়িয়ে এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। এ এলাকায় ভার্মিকম্পোস্টের প্রতি কৃষকদের আগ্রহ অনেক বেশি। প্রত্যেক কৃষক মনে করেন, যদি এ জৈব সার আরো সহজে পাওয়া যায় তাহলে উৎপাদন খরচ অনেক কমে যাবে।

৩.৭.৪৪ কাওখালী উপজেলা

রাঙ্গামাটি জেলার কাওখালী উপজেলার আরডিও ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে তিনটি দল পরিদর্শন করে ২০ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ উপজেলায়ও প্রকল্পের অগ্রগতি ৯০ ভাগ বলা যায়। ফসল উৎপাদনের হার ৯০ ভাগ ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে শতভাগ সফল। এ এলাকায় প্রধানত আদা, হলুদ, মরিচ, ভুট্টা, ধনিয়া, মটর ডাল, কেউ কেউ সূর্যমুখী চাষ করেন। এখানকার পাহাড়ি মাটিতে জুমে প্রচুর পরিমাণে আদা ও হলুদ হয়। এখানে মিষ্টি ভুট্টা চাষ হয় যা নিজেরাই ভোগ করেন। এ এলাকায় পাহাড়ি মরিচের ভালো ফলন হয়েছে। সময়মতো ভালো বীজের যোগান দেয়া হলে আরো বেশি জমিতে চাষ করে কৃষকরা লাভবান হতেন, পুষ্টিরও যোগান বাড়তো।

পাহাড়ি এলাকায় যাতায়াত ব্যয় অনেক বেশি, তাই ভাতা বাড়িয়ে এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসলে ন্যায্য মূল্য, কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে স্প্রে মেশিন, ঋণ সুবিধা বৃদ্ধি করা, সেচ ব্যবস্থা এবং সময় মত উন্নত মানের বীজের সরবরাহ করা। পাহাড়ি এলাকায় সেচের জন্য পাহাড়ী ঝরণা বা ঝিরির উপর নির্ভর করতে হয়। সেচের সুব্যবস্থা হলে এখানে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। জমি আর পতিত পড়ে থাকবে না। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল ৪% সুদে বিনা কাগজপত্র, বিনা জামিনে ঋণ পাওয়াতে কৃষক খুবই সন্তুষ্ট।

৩.৭.৪৫ চান্দিনা উপজেলা

কুমিল্লা জেলার চান্দিনা উপজেলার বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সহায়তায় তিনটি অপ্রধান শস্য দল পরিদর্শন করে ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। চান্দিনায় প্রকল্পের অগ্রগতি ফসল উৎপাদনের দিক থেকে শতভাগ সফল বলা যায়। প্রশিক্ষণ দল গঠন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায়ের দিক থেকে অগ্রগতি ৯০ ভাগ সফল বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দাবি জানান। এ এলাকায় প্রধানত পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, মরিচ, সরিষা, ভুট্টা, তিল, কেউ কেউ সূর্যমুখী চাষ করে বেশ সাফল্য পেয়েছেন বলে জানান। সবাই স্বীকার করছেন যে, এসব অপ্রধান ফসলের গুরুত্ব আছে এবং এ ফসলের সিংহভাগই আমদানি করতে হয়। আর এ প্রকল্পটাই মূলত প্রান্তিক কৃষকদেরকে নিয়ে। তবে অসময়ের বৃষ্টিতে সরিষা আবাদ পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে এর সাথে ধনিয়া আবাদ করে তরা লাভবান হয়েছেন। এসব ফসল মিশ্র হিসেবেও চাষ করা যায় তারা জানান।

কৃষকদের দাবি এলাকাভিত্তিক প্রশিক্ষণ, বাজারজাতকরণ, উন্নত মানের বীজের সরবরাহ, কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সার ও কীটনাশকের ব্যবস্থা, ঋণ বৃদ্ধি করা। ভার্মিকম্পোস্ট সার খুবই জনপ্রিয়। কৃষকদের এই জৈব সারের প্রতি আগ্রহ অনেক বেশি। তাই এ বিষয়ে আরো বেশি জোর দিতে হবে। তারপরও কৃষক খুবই সন্তুষ্ট যে, এ প্রকল্পের মাধ্যমে কেবল ৪% সুদে বিনা কাগজপত্র, বিনা জামিনে ঋণ পাচ্ছেন এবং খুবই দ্রুত।

৩.৭.৪৬ দেবিদ্বার উপজেলা

কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলায় বিআরডিবি ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সহায়তায় তিনটি অপ্রধান দল পরিদর্শন করা হয়। কৃষকদের সাথে আলোচনা করা ২০ জন উপকারভোগীর প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট পূরণ করা হয়। এ উপজেলায় অপ্রধান শস্য বেশ ভালই চাষ হয়। এ এলাকায় প্রধানত মরিচ, সরিষা, ভুট্টা, আদা, হলুদ, কেউ কেউ সূর্যমুখী চাষ করেন। তবে অসময়ের বৃষ্টিতে সরিষা আবাদ পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ, দল গঠন এবং ঋণ বিতরণের দিক থেকে শতভাগ সফল। ফসল উৎপাদনের দিক থেকে ৯০ ভাগ সফল বলা যায়। সবাই স্বীকার করছেন যে এ অপ্রধান ফসলের গুরুত্ব আছে এবং এ ফসলের সিংহভাগই আমদানি করতে হয়। আর এ প্রকল্পটা মূলত প্রান্তিক কৃষকদেরকে নিয়ে। যাদের জমি নেই বা যৎসামান্য যা আছে তাও পতিত পড়ে থাকে। তারা এখন আগের চেয়ে বেশি আগ্রহী এ ফসল চাষে। এ ফসলের সাথে তারা ধনিয়া আবাদ করেও লাভবান হয়েছেন। এসব ফসল মিশ্র হিসেবেও চাষ করা যায়।

দলীয় আলোচনায় এ প্রকল্প সম্পর্কে অনেকগুলো বিষয় উঠে এসেছে। যারা মধ্যে ছিল, প্রশিক্ষণের সংখ্যা ও ভাতা বাড়ানো, বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা, কৃষি যন্ত্রপাতি, প্রতিটি দলে ভার্মিকম্পোস্টের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, সময়মতো বীজ, তাছাড়া কীটনাশক ও সেচের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং সর্বোপরি ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

৩.৭.৪৭ সিলেট সদর উপজেলা

সিলেট জেলার সদর উপজেলার তিনটি দলের প্রায় ৩০-৩৫ জন কৃষকের উপস্থিতিতে ২০ জন কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ উপজেলাতে কৃষকদের সফলতা দৃশ্যমান। এ এলাকায় অপ্রধান শস্য বেশ একটা চাষ হয় না। যৎসামান্য যা হয় তা দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটানো যায়। অধিকাংশ জমি পতিত পড়ে থাকে। তারপরও এ উপজেলায় ফসলের উৎপাদন এবং দল গঠনের দিক থেকে প্রকল্পের অগ্রগতি ৯০ ভাগ বলা যায়। কিন্তু প্রশিক্ষণ এবং ঋণ বিতরণের দিক শতভাগ সফল। এ এলাকায় প্রধানত মরিচ, সরিষা, ধনিয়া, কেউ কেউ সূর্যমখী চাষ করেন। এ এলাকায় মরিচের ভালো ফলন হয়েছে। কিন্তু অসময়ের বৃষ্টিতে সরিষা আবাদ পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক, স্থান ও ভাতা এ তিনটি সমন্বয় করা, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা, সময়মতো প্রকল্পের মাধ্যমে বীজ এর ব্যবস্থা করা, কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে স্প্রে মেশিন,ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা কৃষক দলের অন্যতম দাবী। এখানে সেচের খুব সংকট। এ দুই উপজেলার কৃষকদের জোরালো দাবি, তাদের জন্য অতিসত্বর সেচের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সেচের সুব্যবস্থা হলে এখানে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেক বেড়ে যাবে। জমি আর পতিত পড়ে থাকবে না। তাহলে তারা ভালোভাবে এ ফসল চাষ করতে পারবেন।

৩.৭.৪৮ জৈন্তাপুর উপজেলা

সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলার মাঠসংগঠকের সহায়তায় তিনটি দলের প্রায় ৩০-৩৫ জন কৃষকের দল অপ্রধান শস্য দলের সভাপতির বাড়িতে সমবেত হন। এদের থেকে ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। এ উপজেলাতে কৃষকদের সফলতা দৃশ্যমান। এ এলাকায় অপ্রধান শস্য বেশ একটা চাষ হয় না। এখানকার অধিকাংশ জমি পতিত পড়ে থাকে। তারপরও এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি গড়পড়তায় ৯০ ভাগ বলা যায়। এ এলাকায় প্রধানত পেঁয়াজ, হলুদ, মরিচ, সরিষা, ধনিয়া চাষ হয়। এ প্রকল্পটাই মূলত প্রান্তিক কৃষকদেরকে নিয়ে। তাই তারা খুবই আগ্রহী এ ফসল চাষের জন্য। জৈন্তাপুরের এক কৃষক ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করে খুবই সফল হয়েছে। তার সফলতা দেখে আশেপাশের কৃষকদের মাঝেও এখন অনেক আগ্রহ বাড়ছে।

দলীয় আলোচনায় একটা দাবি সামনে এসেছে আর সেটি হলো, প্রশিক্ষণের সময় ও ভাতা বাড়ানো। বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। এছাড়া অন্যান্য দাবির মধ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে সময়মত বীজ এর ব্যবস্থা করা, কৃষি যন্ত্রপাতি বিশেষ করে স্প্রে মেশিন ও সেচের ব্যবস্থা করা। এখানে সেচের খুবই সংকট। ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখানকার অন্যতম দাবি। এ প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবচায়ন করলে বিদেশ থেকে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় পণ্য দ্রব্য আর আমদানি অনেকাংশে হ্রাস পাবে।

৩.৭.৪৯ গৌরনদী উপজেলা

বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার দুটি অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছে। এ শস্য পূর্বে তারা চাষাবাদ করত কিন্তু তেমন কোন ফলন পেত না। বিআরডিবি'র এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে চাষাবাদ শুরু করার ফলে তারা অনেক লাভবান হচ্ছেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের দিক থেকে শতভাগ সাফল্য এসেছে। কিন্তু ফসল উৎপাদন, দল গঠন এবং ঋণ বিতরণের দিক থেকে তারা প্রায় ৮০ ভাগ সফল। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ভুট্টা, মরিচ, সরিষা, ছোলা, তিল, মসুর, মুগ, সূর্যমুখী ফসলের ক্ষেত্রে কৃষকরা সফলতা পেয়েছেন। কিন্তু এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক কৃষক ফসল ঘরে তুলতে পারেন নাই।

এ প্রকল্প থেকে অল্প সুদে ঋণের ব্যবস্থা থাকার কারণে প্রতিটি সদস্যই ঋণ নেওয়ার জন্য আগ্রহী। কিন্তু সবাইকে ঋণ দিতে পারছে না। এই প্রকল্পের আওতায় যে সকল সদস্য রয়েছেন তাদের দাবি এ প্রকল্প থেকে প্রতিটি সদস্যকে যেন ঋণ সুবিধা দেওয়া হয় এবং তারা প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, ভাতাবৃদ্ধি এবং প্রকল্প থেকে উন্নত মানের বীজের যোগান নিশ্চিত করর দাবি জানান। প্রকল্প থেকে যে বীজ সরবরাহ করা হয় এর ফলন ভালো হওয়ার কারণে এ বীজের প্রতি আগ্রহ সবার।

দেশের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে এ প্রকল্পের ভূমিকা অনেক। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করলে বিদেশ থেকে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় পণ্য দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাবে।

৩.৭.৫০ বাকেরগঞ্জ উপজেলা

বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার অপ্রধান শস্য দলের ২০ জন উপকারভোগী কৃষকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে তারা অপ্রধান শস্য চাষে উৎসাহিত হয়েছেন। অপ্রধান শস্য চাষ করে কিছু কিছু ফসলে তারা বেশ সাফল্য অর্জন করেন বলে জানান।

এ উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতির মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও দল গঠনের দিক থেকে শতভাগ সফল। কিন্তু ফসল উৎপাদন এবং ঋণ বিতরণের দিক থেকে প্রায় ৮০ ভাগ সফল। এ এলাকায় বিশেষ করে পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সরিষা, মসুর, মুগ, চিনাবাদাম, সূর্যমুখী ফসলের ক্ষেত্রে তারা সফলতা পেয়েছেন বলে জানান।

ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করাসহ বীজের ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণের ভাতা বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা কৃষকদের অন্যতম দাবি। দেশের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে প্রকল্পটির ভূমিকা অনেক। এই প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করলে বিদেশ থেকে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় পণ্য দ্রব্যের আমদানি হ্রাস পাবে।

৩.৮ এফজিডিতে (FGD) প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

দলীয় আলোচনা (এফজিডি)-রাঙ্গামাটি উপজেলা

নিবিড় কার্যক্রম পরিচালনার আওতায় ৫টি উপজেলায় FGD পরিচালিত হয়েছে। উপজেলাগুলো হলো: রাঙ্গামাটি জেলার সদর উপজেলা, রাজবাড়ি জেলার সদর উপজেলা; খুলনা জেলার ফুলতলা; নাটোর জেলার লালপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলা। FGD পরিচালনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প সময়ে একটি এলাকার বিভিন্ন পেশাজিবি/ সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মত বিনিময় করে উক্ত এলাকার প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের চিত্র তুলে আনা। FGD পরিচালনার মাধ্যমে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রকল্প থেকে সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির ও মতামতের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রতিটি FGD-তে ১২-১৪ জন বিভিন্ন পেশাজিবির/উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন উপকারভোগী কৃষক (মহিলা ও পুরুষ), উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা ও প্রকল্প এলাকার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তি।

দলীয় আলোচনা (এফজিডি)-লালপুর উপজেলা

FGD-তে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদের সাথে আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল, প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, বাজারজাতকরণ, প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রাপ্তি ও এর সঠিক ব্যবস্থাপনা, আর্থিক, ব্যবসায়িক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মানের কি পরিবর্তন হয়েছে তা জানা। প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে উপস্থিত উপকারভোগী/পেশাজিবিদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

FGD বা দলীয় আলোচনায় প্রাপ্ত ফলাফলঃ

বীজ উৎপাদান, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তিগত সহায়তা

- প্রকল্পের সহযোগিতায় কৃষকরা বিএডিসি থেকে কিছু বীজ পেয়েছে। তবে বেশিরভাগ সময়ই তাদের নিজেদের উৎপাদিত বীজ অথবা বাজার হতে সীড কোম্পানির বীজ দিয়ে চাষবাস করে;
- কৃষক বাজার থেকে যে বীজ সংগ্রহ করে সেই বীজের মূল্য বেশি। কিন্তু গুণগত মান নিম্ন। প্রকল্পের সহায়তায় বিএডিসি থেকে যে বীজ পায় তা মান ভাল বলে কৃষকরা জানান। তাই প্রকল্পের মাধ্যমে আগামীতে সময়মতো বিএডিসির বীজ সরবরাহের জন্য কৃষকগণ দাবি জানান;
- অপ্রধান ফসলের বীজের মধ্যে কৃষকগণ মরিচ, আদা, হলুদ, ভুট্টা, সরিষা ও ডাল বীজ সংরক্ষণ করে থাকেন;
- আগামীতে কৃষকগণ অপ্রধান ফসল আরো বেশি পরিমাণে চাষ করবেন বলে আশা করা যায়;
- কৃষকরা উৎপাদিত ফসলের বীজ কিছুটা সনাতন পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করেন;
- এই প্রকল্প থেকে কৃষকদের বাজারজাতকরণের সহায়তা দেয়া হয় নাই। তবে কিছু কিছু পাইকারদের সাথে তাদের সংযোগ স্থাপন করে দিয়েছেন;
- অপ্রধান ফসলের প্রদর্শনী প্লট দেখে আশেপাশের অনেক কৃষক নিজ উদ্যোগে এ সমস্ত ফসলের চাষে আগ্রহী হয়েছেন। তাছাড়াও ফসলের উচ্চ ফলন, পতিত জমিতে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি এবং এর বাজার মূল্য সন্তোষজনক হওয়ায় আগামীতে এ ফসলসমূহ চাষে অনেক কৃষক আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
- মাঠ পর্যায়ে সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে সেচ, সার ও অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে কৃষকগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পেরেছেন; এবং

- উন্নতমানের বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা এবং কীটনাশক প্রাপ্তি নিশ্চিত করাসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করলে ভবিষ্যতে এ ফসলের উৎপাদন আরও বাড়বে।

প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনা

- অপ্রধান শস্য চাষ প্রক্রিয়া ও ফসলের পরিচর্যা, পোকামাকড় দমন; ভার্মিকম্পোস্ট সার তৈরি ও ব্যবহার; ঋণ সংক্রান্ত বিষয় এবং ফসলের বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে বলে কৃষকগণ জানান;
- প্রশিক্ষণ পাওয়ার ফলে কৃষকরা অনেক উপকৃত হয়েছেন বলে জানান। এখন তারা বাড়ির আশপাশে পতিত জমিতে এবং অল্প জমিতে অপ্রধান শস্য চাষ করে লাভবান হচ্ছেন;
- কৃষকরা উপজেলা সদরে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ৩ দিন। তবে কৃষকগণ প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি (৫ দিন) করার জন্য আবেদন জানান;
- প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধিসহ উন্নতমানের প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদানের অনুরোধ করেন। প্রশিক্ষণ আরও বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে হলে ভাল হতো বলে কৃষকরা জানান; এবং
- প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞান দিয়ে আগের তুলনায় বেশি ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজারজাতকরণ কার্যক্রমে সহায়ক হয়েছে।

ঋণ বিষয়ক আলোচনা

- প্রকল্পের ঋণ পাওয়া অনেক সহজ। প্রথমে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫,০০০ টাকা;
- ঋণের টাকা সাপ্তাহিক হিসেবে ৩৯ অথবা মাসিক হিসেবে ১২টি কিস্তিতে পরিশোধ করা যায়। এ প্রকল্পের ঋণ পরিচালনার বড় সুবিধা হলো কোনো কৃষক চাইলে পুরোটা বা ভাগ ভাগ করে মেয়াদপূর্তির আগেও ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন;
- ঋণের টাকা ৩৯ বা ১২ কিস্তিতে পরিশোধ করার সাথে ২০% হারে সঞ্চয়ের টাকাও জমা দেয়া যায়। সাথে সাথে পাশবই এ লিপিবদ্ধ করা হয়। প্রকল্পের প্রচলিত এই ঋণ ব্যবস্থাপনা কৃষকের কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছে;
- ঋণের টাকা বৃদ্ধি করে ৪০,০০০-৫০,০০০ টাকা করার জন্য কৃষকরা দাবি জানান; এবং
- প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধিসহ ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে প্রান্তিক কৃষকগণ অপ্রধান শস্য চাষে আরো বেশি উৎসাহিত হবেন।

ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী সংক্রান্ত

- ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদনে কৃষকরা মোটামুটি সন্তুষ্ট। প্রশিক্ষণ পেলে তারা আরো উৎসাহিত হবেন বলে কৃষকরা জানান। ভার্মিকম্পোস্ট জমিতে প্রয়োগ করে কেমিক্যালমুক্ত ফসল উৎপাদন করছে বলে কৃষকরা জানান। এতে ফসলের ফলনও ভালো হয়। ভার্মিকম্পোস্ট সার উৎপাদন কৌশল এবং বেশি সংখ্যাক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য তারা অনুরোধ জানান।

আর্থসামাজিক ও পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী

- প্রকল্পের সহায়তায় আগের তুলনায় এলাকায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেক বেড়েছে। ফলে কৃষকরা নিজেদের চাহিদা মেটানোর জন্যও এগুলো চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। আগামীতেও উৎপাদন আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে বলে কৃষকগণ জানান;
- ফসলের ভালো ফলন এবং বাজার মূল্য বেশি হওয়াতে কৃষকরা তাদের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফসল বিক্রি করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। এ ছাড়াও কৃষক পরিবারের পুষ্টির চাহিদাও পুরণ হচ্ছে; এবং
- এ প্রকল্পের কার্যক্রমে গ্রামের মহিলাদের অংশগ্রহণ অনেকটা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে যারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, যাদের পরিবারের মধ্যে কোনো পুরুষ মানুষ নেই সেই সকল পরিবারের মহিলাদের অংশগ্রহণ বেশি এবং তারা অপ্রধান শস্য উৎপাদন করে জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হচ্ছেন।

৩.৯ KII এবং Consultative Meeting-এর প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা

নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ৪৮টি উপজেলায় মোট ৯৬ জন কর্মকর্তার সাথে KII পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি KII-তে নির্বাচিত প্রশ্নমালা/গাইডলাইন ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

কেআইআই -জেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা, কুমিল্লা জেলা

এছাড়াও পরামর্শক দল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে অনুসন্ধানী পরামর্শ ও আলোচনার আয়োজন করেন, যেখানে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিটি KII-এ ১ জন উত্তরদাতা ছিলেন। তবে Consultative Meeting-এ ৩-৪ জন উত্তরদাতা ছিলেন। এজন্য প্রয়োজনীয় যাচাইপত্র/নির্দেশাবলী প্রস্তুত ও ব্যবহার করা হয়েছে। যা **পরিশিষ্ট-১ (ফরম-৩ এবং ৪)-এ** সংযুক্ত করা হয়েছে।

KII এবং Consultative Meeting থেকে প্রাপ্ত ফলাফল নিম্নে দেয়া হলো:

- প্রকল্প এলাকায় প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন করা সহজ হচ্ছে। ফলে ব্যক্তিগতভাবে বাড়ির আঙ্গিনায় এবং পতিত জমিতে অপ্রধান শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এলাকাভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় সুফলভোগীগণ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। প্রদর্শনী প্লটের ফলে এলাকায় প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটির সামান্য ভিন্নতা থাকার পরও প্রায় ৮০ ভাগ সফল বলে প্রতীয়মান হয়;
- বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটি একটি সময় উপযোগী উন্নয়ন প্রকল্প। এর সেবামূল্য অত্যন্ত কম, কিস্তি নিয়মিত আদায় হচ্ছে, কৃষকরা নতুন একটি ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছেন। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং এতে বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। সাথে সাথে কৃষি ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বৈষম্যও অনেকটা হ্রাস পাচ্ছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে;
- উৎপাদিত পণ্য যেমন সয়াবিন, সরিষার তেল, মশলার ব্রান্ডিং করে বাজারজাত করা এবং জেলা, উপজেলা পর্যায়ে ডিসি এবং ইউএনও এর উপস্থিতিতে প্রতিটি উপজেলায় মডেল কৃষক নির্বাচন করা। জেলা পর্যায়ে ফসলের প্রদর্শনী সেন্টার এবং বিভাগীয় পর্যায়ে আলাদা লিয়াজোঁ অফিস স্থাপন করা যেতে পারে;
- কিছু কিছু এলাকায় ভাল বীজের অভাব, অসময়ে বৃষ্টিপাত, প্রয়োজন মোতাবেক সেবা ব্যবস্থাপনার অভাব, ঋণ তহবিলের অভাব, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব এবং জনবলের স্বল্পতায় তথা সুযোগ-সুবিধা ও যানবাহনের অভাবে আশান্বিত সাফল্য পাওয়া যায়নি;
- হাতে কলমে ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে সুফলভোগীরা আরো বেশি দক্ষ হবেন;
- উন্নতমানের বীজের অভাবে উৎপাদন কম হচ্ছে তাই সময়মতো উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা;
- উৎপাদিত শস্যের বাজারজাতকরণের সমস্যার কারণে ন্যায্য মূল্য পাওয়া যায় না;
- প্রশিক্ষণ পরবর্তী সবাইকে ঋণ সহায়তা দিতে না পারা প্রকল্পের একটি বড় দুর্বলতা;
- কৃষকদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য কৃষি বিভাগের সাথে সমন্বয় করা;
- সদস্য জরিপ, দল গঠন, সঞ্চয় জমা ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম তদারকিকরণ, প্রশিক্ষণ ক্লাশ পচিালনা, প্রদর্শনী প্লটগুলো পর্যবেক্ষণ এক কথায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ;
- সঠিকভাবে এলাকা নির্বাচন করে আদর্শ কৃষক, ভুমিহীন, ক্ষুদ্রচাষী, বর্গাচাষী বিশেষত: মহিলাদের চিহ্নিত করে নীতিমালা অনুযায়ী সদস্য ভর্তি, দল গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান। সর্বোপরি এলাকায় কৃষকদের অপ্রধান শস্য উৎপাদানে, পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ উৎসাহ প্রদান; এবং
- মাঠকর্মীদেরও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। সেই সাথে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের এ শস্য উৎপাদনে আগ্রহী করে তোলা।

৩.১০ স্থানীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত ফলাফল

ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা কমপ্লেক্স-এ ২৫শে এপ্রিল ২০২২ তারিখে এক দিনের একটি অংশগ্রহণমূলক আঞ্চলিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, প্রকল্পের সবল, দুর্বল দিক এবং প্রকল্পের সুযোগ এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন পেশাজিবির উপকারভোগী জনসাধারণের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি প্রকৌশলী জনাব মো: আব্দুল আল মামুন, মহাপরিচালক, আইএমইডি মহোদয়ের প্রতিনিধি হিসেব পরিচালক, আইএমইডি জনাব মো: কামাল হোসেন; জনাব হোসাইন মোহাম্মদ হাই জকি (সভাপতি); জনাব মো: তাপজেল হোসেন, প্রকল্প পরিচালক (বিশেষ অতিথি); পরামর্শকবৃন্দ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত থেকে উপকারভোগী কৃষকের সাথে সরাসরি মত বিনিময় এবং পরামর্শ প্রদান করেন।

কর্মশালায় প্রায় ৪০ জন উপকারভোগী কৃষক ও বিভিন্ন পেশাজিবি উপস্থিত ছিলেন। জনগণের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। কর্মশালার বিষয়বস্তু ও আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হলো:

কর্মশালায় আলোচনার বিষয়বস্তু

- "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পের সামগ্রিক অবস্থা, কার্যক্রম, অগ্রগতি, কৃষকের প্রশিক্ষণ, অপ্রধান শস্যের উৎপাদন সম্পর্কে সরাসরি উপকারভোগীর সাথে মতবিনিময়;

- প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে অপ্রধান শস্য উৎপাদন কতটুকু বেড়েছে এবং অন্যান্য কৃষক কতটুকু আগ্রহী হয়েছেন তার উপর আলোকপাত;

- প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে কৃষকরা অপ্রধান শস্য উৎপাদনে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে;

- ঋণ কার্যক্রম কতটা ফলপ্রসু এবং কৃষকের চাহিদা;

- প্রকল্প এলাকায় অপ্রধান শস্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পর্কে এলাকাবাসীর ধারণা ও মতামত লাভ;

- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জীবনযাত্রার মানের কতটুকু বৃদ্ধি হয়েছে তা স্থানীয় পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে তুলে আনা;

- প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে জানা;

- প্রকল্পের কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ;

- প্রকল্পের সবল এবং দুর্বল দিক/উপাদান নিয়ে আলোচনা; এবং

- প্রকল্পের কার্যক্রম টেকসই করণে কি কি কার্যক্রম নেয়া যায় সে বিষয়ে ধারণা লাভ।

কর্মশালায় আলোচনার সারসংক্ষেপ

- অধিকাংশ কৃষক বারি-১৪ জাতের সরিষা চাষ করেছেন এবং সরিষার বাজার দর তুলনামূলক ভালো থাকায় লাভবান হয়েছেন। কিছু অংশ নিজেদের ব্যবহারের জন্য ভাঙ্গিয়ে তেল করে রেখেছেন, কিছু অংশ বিক্রি করেছেন এবং কেউ কেউ পরবর্তী সময় চাষের জন্য বীজ হিসেবে রেখেছেন;

- কিছু সংখ্যক কৃষক ভুট্টা, আদা ও হলুদ চাষ করেছেন। ভুট্টার লাভবান হলেও সবাই আদা-হলুদ চাষে লাভবান হতে পারেন নাই বলে জানিয়েছেন;

- অল্প কয়েকজন কৃষক ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করলেও বাজার জাত সমস্যা রয়েছে;

- কৃষকরা প্রশিক্ষণের সময় ও যাতায়াত ভাতা বৃদ্ধির আবেদন করেছেন। কারণ অনেকের বাড়ি ২০-২৫ কিলোমিটার দূরে, যাতায়াত খরচ অনেক বেশি। প্রশিক্ষণের মান আরো উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে;

- অডিও-ভিজুয়াল পদ্ধতি ও হাতে-কলমে মাঠে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন এবং সকল কৃষক যাতে প্রশিক্ষণের আওতায় আসে তার ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন;

- ঋণের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কারণ উচ্চ মূল্যের ফসল চাষের জন্য বার্ষিক মাত্র ১৫,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে চাষের এলাকা বৃদ্ধি সম্ভব নয়। যেমন ভুট্টার মতো ফসলের জন্য বার্ষিক ৫০,০০০ টাকার ঋণ প্রয়োজন। কৃষকরা কোনো ঝামেলা ছাড়াই ৪% সুদে ঋণ পেয়ে সন্তোষ্ট;

- উপজেলা কৃষি বিভাগের সাথে সমন্বয় করে সব ফসলের উচ্চ ফলনশীল জাতের বীজ মওসুম শুরুর পূর্বেই সরবরাহ করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিএডিসি এবং বীজ কোম্পানিগুলোকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন; এবং

- এ প্রকল্পের কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছুটা হলেও মহিলাদের আর্থিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন হয়েছে। ইতোপূর্বে প্রকল্পের কার্যক্রম ফসল বাজারজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন (Value Addition) এর কোনো সুনির্দিষ্ট রুপরেখা ছিল না। কৃষকরা সরিষা ভাঙ্গানোর ক্ষুদ্র যন্ত্র ও ভুট্টা মাড়াই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩.১১ কেইস স্টাডি

প্রকল্প এলাকার ৫ জন সফল কৃষকের ওপর ৫টি কেইস স্টাডি (succss story) তৈরি করা হয়েছে। এই কেইস স্টাডিগুলো হল প্রকল্পের কারণে তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা চিত্রিত এবং হাইলাইট করা হয়েছে। কেইস স্টাডি সমৃদ্ধ করতে যথাসম্ভব বিশদ তথ্য যুক্ত করা হয়েছে। কেইস স্টাডির তথ্য সংগ্রহে একটি গাইডলাইন ব্যবহার করা হয়েছে। নিম্নে কেইস স্টাডি দেয়া হলো:

কেইস স্টাডি ১

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি

কৃষকের নাম : পিয়ারুল ইসলাম

গ্রাম : চপড়া দক্ষিণপাড়া

উপজেলা : কুমারখালী

জেলা : কুষ্টিয়া

মোবাইল : ০১৭২৪৮৮৯৯২৪

পেশা : কৃষি কাজ

পিয়ারুল ইসলাম (৩৫) একজন ক্ষুদ্র কৃষক। ছোট এক ছেলে নিয়ে ৫ জনের সংসার। তার চাষের জমির পরিমাণ ২.৫ বিঘা। তিনি ২০২১ সাল থেকে এ প্রকল্পের সদস্য হিসাবে কাজ করছেন এবং বর্তমানে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন। তার সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। সবাই ঋণ পান নাই, ২৩ জন বিভিন্ন সময় ঋণ পেয়েছেন। তিনি বলেন প্রশিক্ষণ ও সামান্য সুদে বিনা জামানতে ঋণ পেয়ে এখানকার সব কৃষকই কম-বেশি লাভবান হয়েছেন। ঋণ পাওয়ার জন্য অতিরিক্ত কোনো টাকা লাগে নাই। তবে ঋণের পরিমাণ আরও একটু বাড়ালে আরও বেশি জমি উচ্চ মূল্যের ফসলের আওতায় আনা যাবে। পিয়ারুল ইসলাম ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২০ শতাংশ জমিতে ভুট্টা চাষ করেছেন এবং কিছু টাকা অন্য ফসল উৎপাদনে ব্যয় করেছেন। পূর্বে এ জমিতে রবি মৌসুমে পিঁয়াজ উৎপাদন করতেন। লাভ খুব বেশি হতো না। এ প্রকল্পের সহায়তায় প্রশিক্ষণ পেয়ে ভুট্টা চাষ করে খুবই লাভবান হয়েছেন। ২০ শতক জমিতে ২২ মণ ভুট্টা উৎপাদন হয়েছে। তিনি দুই মণ ভুট্টা ঘরে মজুদ রেখে বাকী ২০ মণ বিক্রি করে ২৬ হাজার টাকা আয় করেছেন (৩২.৫ টাকা কেজি দরে)।

কেইস স্টাডি ২

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি

কৃষকের নাম : আছমা খাতুন

গ্রাম : দাঁইড়পাড়া, চংধুপইল

উপজেলা : লালপুর

জেলা : নাটোর

মোবাইল : ০১৭৩৭৭২৪৮৭৯

পেশা : কৃষি কাজ

আসমা খাতুন একজন বিধবা মহিলা (বয়স ৩৮ বছর)। মাত্র ৩ বিঘা কৃষি জমির মালিক। কৃষি কাজ থেকে উৎপাদিত ফসলই তার আয়ের উৎস। একমাত্র ১৫ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে চাষাবাদ করেন। সাধারণত ধান, মাসকলাই ও গম চাষাবাদ করতেন। তবে চলমান অপ্রধান প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পর, প্রশিক্ষণ ও ঋণ (১৫,০০০ টাকা) পাওয়ার পর তিনি উন্নত জাতের বারি মসুর চাষ করেছেন। এছাড়া বাড়িতে ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করেছেন। ১০ কাঠা জমিতে মসুর চাষ করে ৩ মণ মসুর পেয়েছেন। যার থেকে ১.৫ মণ বিক্রি করেছেন ৩,২০০ টাকা মণ দরে। আর বাকী ১.৫ মণ রেখেছেন নিজেদের খাওয়া ও পরবর্তী বছরে বপনের জন্য বীজ হিসেবে। পূর্বে এই জমিতে গম চাষ করে তেমন লাভ না পেলেও মসুর চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছেন।

এছাড়া ৫,০০০ টাকার ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদন করেছেন। ৬০০ টাকা মণ দরে পার্শ্ববর্তী কৃষকের কাছে বিক্রি করেছেন। তিনি নিজের ফসলের জমিতেও ভার্মি কম্পোস্ট সার প্রয়োগ করে ভাল ফল পেয়েছেন। এখনও তিনি ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন অব্যাহত রেখেছেন। আরও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে বলেছেন যাতে করে তিনি নিজেই আরও ভালোভাবে ফসল উৎপাদন করতে পারেন। তাদের গ্রুপের ১৪ জন সদস্যের মধ্যে এ পর্যন্ত ১০জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

তিনি তার গৃহীত ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করে যাচ্ছেন। আবার তিনি অপ্রধান ফসলের উৎপাদন বাড়ানো অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবেন, কারণ এতে লাভ বেশি।

কেইস স্টাডি ৩

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদিঃ

কৃষকের নাম : সীমা রাণী চক্রবর্তী

গ্রাম : ছায়কোট

উপজেলা : চান্দিনা

জেলা : কুমিল্লা

মোবাইল : ০১৮৩৮৬৪৩৮৫২

পেশা : কৃষি কাজ

মো: শাহজান আলী বিশ্বাস একজন কৃষক। তিনি সারা বছরই বিভিন্ন কৃষি কাজের সাথে জড়িত থাকেন। বিশেষ করে ধান, পাট, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, সরিষা, ধনিয়া, খেসারি ইত্যাদি ফসল চাষ করে থাকেন। এগুলোর আয় দিয়েই তিনি তার পারিবারিক খরচ চালান। তিনি মূলত ধান ও পাটের চাষ বেশি করতেন এবং অল্প পরিমাণে পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য অপ্রধান শস্য চাষ করতেন। তার মধ্যে পেঁয়াজ, রসুন ও সরিষা উল্লেখযোগ্য।

বিআরডিবি-এর মাধ্যমে জানতে পারেন যে, এ শস্যের জন্য সরকার স্বল্প সুদে কৃষকদের ঋণ দেয়। পরে তিনি সদস্য হয়ে ঋণ নিয়ে পেঁয়াজ চাষ করে সফলতা পান। প্রশিক্ষণে চাষাবাদ পদ্ধতি, ফসলের রোগবালাই দমন পদ্ধতি ও পরিচর্যা ও সার কীটনাশক ব্যবহারের নিয়ম জেনে এবং জমিতে প্রয়োগ করে অধিক ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন।

এ শস্য উৎপাদন করে তিনি প্রতি বছর প্রায় ৬০,০০০ টাকা লাভ করেন। এই অপ্রধন শস্য উৎপাদনের ফলে তার আর্থিক সাফল্য এসেছে। এতে তার পরিবারের সব চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন।

কেইস স্টাডি ৪

উত্তরদাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি

কৃষকের নাম : মো: বজলুর রশীদ

গ্রাম : কালিনগর মন্ডলপাড়া

উপজেলা : মান্দা

জেলা : নওগা

মোবাইল : ০১৭৩৫৮৩০৭২৬

পেশা : কৃষি কাজ

বজলুর রশীদ (৪৩) একজন প্রান্তিক কৃষক। মাত্র ৫০ শতাংশ কৃষি জমির মালিক। সন্তানসহ চার জনের পরিবার। পূর্ব থেকেই তিনি বিআরডিবি'র বিভিন্ন সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। ২০১৯ সাল থেকেই বর্তমান প্রকল্পের সদস্য। তার দলে ৩৫ জন সদস্য আছে। এর মধ্যে ১৪ জন ঋণ পেয়েছেন।। তিনি তিন বার ঋণ পেয়েছেন ১৫,০০০, ১৭,০০০ ও ২৫,০০০ টাকা করে এবং সব সমসয়ই সময়মতো কিস্তি পরিশোধ করে যাচ্ছেন। তার নিজের বর্তমান তহবিল ৪,৩০০ টাকা। এ প্রকল্পে খুবই স্বল্প সুদে ঋণ পাওয়া গ্রামীণ কৃষকদের জন্য উপযোগী কারণ জমির কোনো দলিল লাগে না। শুধুমাত্র সমিতির সদস্য হলেই হয়।

তিনি এ প্রকল্প থেকে ঋণ নিয়ে ১.৫ বিঘা জমিতে বারি-১৪ জাতের সরিষা চাষ করে ৮ মণ সরিষা পেয়েছেন। এর মধ্যে ৫ মণ বিক্রি করে ১৫ হাজার টাকা আয় করেছেন। বাকী ৩ মণ সরিষা নিজে ভাঙ্গিয়ে তেল বানিয়ে পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার জন্য রেখেছেন। তিনি পূর্বেও এ সমস্ত ফসল চাষ করতেন। তবে প্রশিক্ষণ পেয়ে বেশি জমিতে আরও উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করতে পেরেছেন। তার গ্রুপের বাকী ২১ জন এখনও ঋণ বা প্রশিক্ষণ পান নাই। তাদেরকেও প্রশিক্ষণ ও ঋণের আওতায় আনতে বলেছেন। তিনি স্প্রে মেশিনসহ অন্যান্য ছোট কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহের অনুরোধ জানিয়েছেন।

কেইস স্টাডি ৫

উত্তর দাতার ব্যক্তিগত ও পেশাগত তথ্যাদি

নাম : মোঃ মনিরুল ইসলাম

গ্রামের নাম : বেড়বাড়াদি

উপজেলার নাম : কুষ্টিয়া সদর

জেলার নাম : কুষ্টিয়া

মোবাইল : ০১৭৩৯০৪৩২৫৮

পেশা : কৃষি কাজ

মনিরুল ইসলাম (৩৮) একজন মাঝারি কৃষক। মাত্র ৪ বিঘা কৃষি জমির মালিক। ছয় জনের পরিবার নিয়ে বসবাস করেন। বিভিন্ন ফসল চাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ২০২০ সাল থেকে অপ্রধান শস্য প্রকল্পের সমিতির সদস্য। তার সমিতির সদস্য সংখ্যা ৩৩ জন। তবে ঋণ পেয়েছেন ২০ জন এবং প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ১২ জন। তিনি একবার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এবং ঋণ পেয়েছেন দুইবার (১৫ হাজার ও ১৭ হাজার টাকা)। এই ঋণ নিয়ে তিনি ১৫ কাঠা জমিতে আধুনিক পদ্ধতিতে পিঁয়াজ চাষ করেছেন এবং লাভবান হয়েছেন। ১৫ কাঠা জমিতে পিঁয়াজ চাষ করে ৪৮ মণ পিঁয়াজ পেয়েছেন। বাজার দর কম থাকায় তিনি এখনও বিক্রি করেন নাই। বাজার দর আরও একটু উঠলে তিনি বিক্রি করবেন। তাছাড়া তিনি নিজের চাহিদা এই উৎপাদিত পিঁয়াজ থেকেই পূরণ করেন।

এছাড়া তিনি ১৫ কাঠা জমিতে সরিষা চাষ করে ৩.৫ মণ সরিষা পেয়েছেন। যা দিয়ে তিনি তার পরিবারের তেলের চাহিদা মিটিয়ে থাকেন। উপজেলা থেকে তার বাড়ি ২৫ কি:মি: দূরে, তাই ৩০০ টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা খুবই কম। যাতায়াতেই বেশিরভাগ টাকা চলে যায়। এজন্য তিনি প্রক্ষিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি করতে অনুরোধ করেছেন। এছাড়া সমিতির সব সদস্য যাতে প্রশিক্ষণ ও ঋণ পায় তার ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন। এ প্রকল্পকে গ্রামীন কৃষকদের জন্য খুব উপযোগী প্রকল্প বলে আখ্যায়িত করেছেন।

খ. ক্রয় কার্যক্রম

৩.১২ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা

প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ক্রয় পরিকল্পনার সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। প্রাইমারি, সেকেন্ডারি তথ্য পর্যবেক্ষণ, বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনার সাথে তুলনামূলক ক্রয় তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হবে। পিপিআর-২০০৬/পিপিএ-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে কিনা এবং ক্রয় কার্যক্রমের ধাপগুলো সঠিকভাবে মানা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা করে মতামত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রয় কাজসমূহ বিশেষ করে টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া ও চুক্তিপত্র প্রদান পর্যন্ত সব কাজ নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। এজন্য ক্রয় সংক্রান্ত খসড়া নির্দেশনা/গাইডলাইন যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তৈরি করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ছক আকারে সারণী-১৭-তে বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণী-১৭: প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা ও অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত)

ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	ডিপিপি সংস্থান		ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রাক্কলিত টাকা (লক্ষ টাকা)	নির্ধারিত চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	প্রকৃত চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	কাজ সম্পাদনের নির্ধারিত সময়সীমা	কাজ সম্পাদনের প্রকৃত সময়সীমা	এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি (%)		মন্তব্য/ব্যতয়
	ভৌত	**আর্থিক (লক্ষ টাকা)**								ভৌত	আর্থিক **(লক্ষ টাকা)**	ভৌত	আর্থিক **(লক্ষ টাকা)**	
জিডি-১ (কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি)	৩০০ সেট	২৪০.০০	ওটিএম	মহাপরিচালক, বিআরডিবি	২৪০.০০	জানুয়ারি-২০২১	জুন-২০২১	জুন-২০২১	জুন-২০২১	৩০০ সেট	২১৫.০৪	১০০%	৮৯.৬%	১০.৪% কমে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি-২ (যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী)	১ টি	১.৫০	আরএফকিউ	প্রকল্পপরিচালক	১.৫০	জানুয়ারি-২০২১	জানুয়ারি-২০২১	জানুয়ারি-২০২১	জানুয়ারি-২০২১	১ টি	১.৪৯	১০০%	১০০%	অগ্রগতি ১০০%
জিডি-৩ (অফিস যন্ত্রপাতি	৬ টি	২.০০	আরএফকিউ	প্রকল্পপরিচালক	২.০০	জুন- ২০২০	জুন-২০২০	জুন-২০২০	জুন-২০২০	৬ টি	২.০০	১০০%	১০০%	অগ্রগতি ১০০%
জিডি-৪ (আসবাবপত্র)	১,৫৭৬ টি	২০০.০০	ওটিএম	মহাপরিচালক, বিআরডিবি	২০০.০০	ডিসেম্বর-২০২১	ফেব্রুয়ারি-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	ডিসেম্বর-২০২১	১৫৭৬ টি	১৬৮.০০	১০০%	৮৪%	১৬% কমে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি-৫ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র)	২ টি	২.৫০	আরএফকিউ	প্রকল্প পরিচালক	২.৫০	জুন-২০২০	মে-২০২০	মে-২০২০	মে-২০২০	২ টি	২.০০	১০০%	৮০%	২০% কমে ক্রয় করা হয়েছে
জিডি-৬ (মোটরসাইকেল)	৩০০ টি	৪২০.০০	ওটিএম	মহাপরিচালক, বিআরডিবি	৪২০.০০	জুন-২০২১	অক্টোবর-২০২১	জুন-২০২২	জুন-২০২২	৩০০ টি	৪১২.৫০	১০০%	৯৮.২১%	১.৭৯% কমে ক্রয় কর াহয়েছে
এসডি-১ (হায়ারিংচার্জ: জনবল)	৩০২ জন	৩৬১৮.৮০	আউটসোর্সিং (ওটিএম)	পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	৩৬১৮.৮০	জুন-২০২০	জুন-২০২০	জুন-২০২০	জুন-২০২০	৩০২ জন	**১৩৯১.৫৫**	১০০%	৩৮.৪৫%	৬১.৫৫% কম বরাদ্দ ব্যয়িত হয় নাই
এসডি-২ (হায়ারিংচার্জ-যানবাহন)	৪ টি	২১২.০০	আউটসোর্সিং (ওটিএম)	পল্লীউন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	২১২.০০	সেপ্টেম্বর-২০২০	জুন-২০২১	জুন-২০২১	জুন-২০২১	৪ টি	৪৩.৭৪	১০০%	২০.৬৩%	৭৯.৩৭% কম ব্যয় হয়েছে
ক্রয়যোগ্য সেবার মোটমূল্য					**৪৬৯৬.৮০**	---	---	---	---	---	**২২৩৬.৩২**	**১০০%**	**৪৭.৬১%**	৫২.৩৯% কম ব্যয় হয়েছে

সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রমে পিপিএ-২০০৬ ও পিপিআর-২০০৮ অনুসরণ করেছে। ক্রয় কার্যক্রমে OTM এবং RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক এবং মহাপরিচালকের অনুমোদনের পর দরপত্র নোটিশ জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে।

প্যাকেজ জিডি-১ (কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়): প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্যাকেজ জিডি-১ এর আওতায় ২৭৮টি ডেস্কটপ, ২২টি ল্যাপটপ এবং আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ ছিল ২৪০.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ২১৫.০৪ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৮৯.৬০% অর্থাৎ ১০.৪% কমে ক্রয় করা হয়েছে। নিম্ন দরের গৃহীত দরপত্রের ব্যয় কম হওয়ায় কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ২৫.০০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে ল্যাপটপ, প্রিন্টার, ইউপিএস এবং আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রমে OTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কম্পিউটার সামগ্রীগুলো প্রকল্প অফিস ও মাঠ পর্যায়ের উপজেলা অফিসে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্যাকেজ জিডি-২ (যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়): প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্যাকেজ জিডি-২ এর আওতায় যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ ছিল ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১.৪৯ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.২০%। অগ্রগতি সন্তোষজনক।

প্যাকেজ জিডি-৩ (অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়): প্রকল্পের শুরু হতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত প্যাকেজ জিডি-৩ এর আওতায় অফিস সরঞ্জাম (১টি ফটোকপিয়ার ও ৫টি সিলিং ফ্যান) ক্রয় করা হয়েছে। এজন্য বরাদ্দ ছিল ২.০০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় হয়েছে ২.০০ লক্ষ টাকা যা মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ১০০.০০%। ফটোকপিয়ার ও সিলিং ফ্যান প্রকল্পের সদর দপ্তর ঢাকায় ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্যাকেজ জিডি-৪ (আসবাবপত্র ক্রয়): প্যাকেজ জিডি-৪ এর আওতায় ১,৫৭৬টি অফিস আসবাবপত্র (স্টিলের আলমিরা, চেয়ার, টেবিল, ফাইল কেবিনেট, সোফা সেট, ডিসপ্লে বোর্ড ইত্যাদি) ক্রয় করা হয়েছে এবং ক্রয় কার্যক্রমে OTM পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মোট ২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল এবং মোট ব্যয় হয়েছে ১৬৮.০০ লক্ষ টাকা (৮৪%) অর্থাৎ ১৬.০% কমে ক্রয় করা হয়েছে। নিম্ন দরের গৃহীত দরপত্রের ব্যয় কম হওয়ায় গড়ে ব্যয় কম হয়েছে এবং ৩২.০০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হয়েছে। অফিস আসবাবপত্র ক্রয় এবং ব্যবহার সন্তোষজনক। ক্রয়কৃত আসবাবপত্র প্রকল্পের ২৫৬টি উপজেলায়, ৪০টি জেলায় ও সদর দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্যাকেজ জিডি-৫ (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র): প্যাকেজ জিডি-৫ এর আওতায় ২টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র ক্রয় করা হয়। ক্রয় কার্যক্রমে RFQ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মোট বরাদ্দ ছিল ২.৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ২.৫ লক্ষ টাকা।

প্যাকেজ জিডি-৬ (মটর সাইকেল ক্রয়): যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে অগ্রগতি ১০০% এবং ব্যয় ৯৮.২০%। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণে এবং সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা যায়, মোটর সাইকেল ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর জুন ২০২১ থাকলেও এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মোটর সাইকেল ক্রয় কার্যক্রম চলমান আছে। তবে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলাপ করে জানা যায় যে, আভ্যন্তরীণ জটিলতা এবং বাজেট সঠিক সময়ে বরাদ্দ না হওয়ার কারণে ক্রয় কার্যক্রম বিলম্ব হয়েছে। কিন্তু মোটর সাইকেলগুলো মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যবহার করবেন। তাই সঠিক সময়ে ক্রয় কার্যক্রম সমাপ্ত করে মোটর সাইকেলগুলো মাঠকর্মীদের সরবরাহ করা হলে মাঠ কার্যক্রমের আরো গতি আসতো।

প্যাকেজ এসডি-১: হায়ারিং চার্জ-জনবল: হায়ারিং চার্জ- জনবলে ৬১.৫৫% কম ব্যয় হয়েছে।
প্যাকেজ এসডি-২: হায়ারিং চার্জ-যানবাহন: হায়ারিং চার্জ-যানবাহনে ৭৯.৩৭% কম ব্যয় হয়েছে।

৩.১৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগফ্রেমের আলোকে আউটপুট পর্যায়ে অর্জনের পর্যালোচনা

আইআরআইডিপি-২ শীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম গত জুলাই ২০১৫ থেকে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত দেশের সবগুলো উপজেলায় পরিচালনা করছে। নিবিড় পরিবীক্ষণে প্রকল্পের তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার বিবরণ সারণী-১৮-তে দেয়া হলো:

সারণী ১৮: প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যাবলী

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(Narratives Summary)** **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(Objectively Verifiable Indicators)** **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(Means of Verification)** **(MOV)**	গুরত্বপুর্ণ অনুমান **(Important Assumptions)**
লক্ষ্য **(Goal)** ক) অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লীর জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন; খ) অপ্রধান শস্যের আমদানি নির্ভরতা হ্রাস।	ক) অপ্রধান শস্য উৎপাদন এবং উৎপাদন কাজে সচেতনতা বৃদ্ধি; খ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন; গ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবন মান পরিবর্তন ও দারিদ্র্যসীমা হ্রাস করণ; ঘ) বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়।	ক) নিরীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন; খ) প্রকল্প অগ্রগতি প্রতিবেদন; গ) গবেষণা প্রতিবেদন; ঘ) প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন।	ক) নিরবিচ্ছিন্নভাবে বার্ষিক বরাদ্দপ্রাপ্তি; খ) প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা; এবং গ) পণ্য সরবরাহ এবং বাজার দর স্থিতিশীল।
উদ্দেশ্য **(Purpose)** ক) ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত: মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ; খ) সদস্যদের নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ; গ) অপ্রধান শস্য চাষের লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সহায়তা প্রদান; ঘ) অপ্রধান শস্য আমদানি নির্ভরতা কমানো, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ; ঙ) অপ্রধান শস্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন সহায়তা প্রদান।	ক) ৭,৬৮০টি দলে ২৭০,০০০ জন সদস্য অপ্রধান শস্য চাষ করবে অর্থাৎ প্রতি দলে গড়ে ৩৫ জন সদস্য; খ) ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা নিজস্ব মূলধন সৃষ্টি হবে, যার মধ্যে ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা অপ্রধান শস্য চাষে বিনিয়োগ করা হবে; গ) ৮৮,২৮০জন সদস্যকে অপপ্রধান শস্য চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণপূর্বক অন্যান্যদেরকে এ বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হবে;	ক) অগ্রগতি প্রতিবেদন খ) বার্ষিক প্রতিবেদন; গ) মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন; ঘ) দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ঙ) বিশেষ প্রতিবেদন; চ) প্রশিক্ষণ কোর্স প্রতিবেদন; ছ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন।	ক) টাইম ফ্রেম অনুসারে বরাদ্দ এবং কার্যক্রম সম্পন্ন করা; খ) প্রশিক্ষিত এবং কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মী বাহিনী থাকবে; এবং গ) স্থানীয় কৃষক, জনপ্রতিনিধি এবং প্রশাসনের সহায়তা থাকবে।
আউটপুটস **(Outputs)** ক) উপযুক্ত এলাকা নির্বাচন; খ) বাছাইকৃত সদস্য নিয়ে দল গঠন; গ) সদস্য কর্তৃক জমাকৃত সঞ্চয়;	ক) ২৫৬টি উপজেলাধীন ৭,৬৮০টি দল নির্বাচিত; খ) ডিসেম্বর'২০২৩ এর মধ্যে ২৭০,০০০ জন সদস্য নিয়ে ৭,৬৮০টি দলগঠন হবে;	ক) এমআইএস (MIS) প্রতিবেদন খ) বার্ষিক প্রতিবেদন; গ) মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন;	ক) প্রকল্পভূক্ত অপ্রধান শস্য চাষের অনুকূল মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিরাজমান;

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(Narratives Summary)** **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(Objectively Verifiable Indicators)** **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(Means of Verification)** **(MOV)**	গুরত্বপুর্ণ অনুমান **(Important Assumptions)**
ঘ) প্রশিক্ষিত সদস্য; ঙ) প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত; চ) বীজ সরবরাহকৃত; ছ) বিপণন সংযোগ স্থাপন;	গ) ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে ৩,২৪০.০০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমাদান ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকৃত; ঘ) জুন ২০২৩ এর মধ্যে মোট ৮৮,২৮০ জন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত; ঙ) জুন ২০২৩ এর মধ্যে মোট ২৫৬ টি উপজেলায় ৭,৬৮০টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত; চ) জুন ২০২৩ এর মধ্যে ২৮৮.০০ লক্ষ টাকার অপ্রধান শস্যের বীজ ৫৭,৬০০ জন সদস্যের উপযোগী কৃষকের মধ্যে সরবরাহকৃত; ছ) ৬৪টি জেলায় ৬৪০ জন পাইকারী বিক্রেতার সাথে ৬৪টি বিপণন সংযোগ স্থাপন;	ঘ) দলের মূল্যায়ন প্রতিবেদন; ঙ) বিশেষ প্রতিবেদন; চ) প্রশিক্ষণ কোর্স প্রতিবেদন; ছ) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন।	খ) অপ্রধান শস্যের উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।
ইনপুটস **(Inputs)** • প্রকল্প জনবল • প্রশিক্ষক • প্রশিক্ষণার্থী • প্রশিক্ষণ সামগ্রী • প্রদর্শনী প্লট • বীজ • কেঁচো কম্পোষ্ট • পাইকারি বিক্রেতা	ক) উপযুক্ত এলাকা নির্বাচন; খ) পুরাতন দলকে পূনর্গঠন ও সক্রিয়করণ; গ) সদস্য বাছাই ও তথ্য সংগ্রহ; ঘ) নতুন দল গঠন; ঙ) সঞ্চয় জমা ও ব্যাবস্থাপনা; চ) প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ; ছ) প্রদর্শনী প্লট ব্যবস্থাপনা; জ) তথ্য ও প্রযুক্তি সহায়তা; ঝ) প্রশিক্ষণোত্তর ঋণ সহায়তা; ঞ) বীজ সরবরাহ; ট) সংরক্ষণ ও বিপণন সহায়তা; ঠ) অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর; ড) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।	বাজেট (লক্ষ টাকা) রাজস্য ব্যয় ৮,০৯৪.৫৫ মূলধন ব্যয় ১২,৪৮০.৫০ প্রাইজ কন্টিনজেন্সি ৫০.০০ ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি ১০.০০ মোট ২০,৬৩৫.০৫	• স্থানীয় চাষীদের মধ্যে বিষয়টিতে আগ্রহ থাকতে হবে; • কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ যথাযথ সহায়তা প্রদান করবেন; • প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের জন্য উপযুক্ত জমি সহজলভ্য হতে হবে।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা **(Narratives Summary)** **(NS)**	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক **(Objectively Verifiable Indicators)** **(OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম **(Means of Verification)** **(MOV)**	গুরত্বপুর্ণ অনুমান **(Important Assumptions)**
	অর্জনঃ ক) ২৫৬টি উপজেলাধীন ৭,৩২৫টি দল নির্বাচিত; খ) মার্চ ২০২২ এর পর্যন্ত ১৭৫,০০০ জন সদস্য নিয়ে ৭,৩২৫টি দল গঠন হয়েছে; গ) মার্চ ২০২২পর্যন্ত ১,৫৮০.৮৭ লক্ষ টাকা সঞ্চয় জমাদান ও যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে; ঘ) মার্চ ২০২২ এর পর্যন্ত মোট ৪৫,৯৬৯ জন বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত হয়েছে; ঙ) মার্চ ২০২২ পর্যন্ত মোট ২৫৬টি উপজেলায় ৪,২৬৮টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হয়েছে; চ) মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১৫৯.৯৯ লক্ষ টাকার অপ্রধান শস্যের বীজ ৪৫,৬০২ জন সদস্যের উপযোগী কৃষকের মধ্যে সরবরাহ করা হয়েছে; ছ) ৬৪টি জেলায় ৬৪০ জন পাইকারী বিক্রেতার সাথে ৬৪ টি বিপণন সংযোগ স্থাপন কার্যক্রম করা হয়েছে।		

৩.১৪ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড এর সভাপতিত্তে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করা হয়েছে। পিআইসির দিক নির্দেশনার আলোকে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৩.১৪.১ প্রকল্পের জনবল

প্রথম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী, প্রকল্পে ১ জন প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণে), ১ জন উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রেষণে), ১ জন শস্য উৎপাদন বিশেষজ্ঞ (আউটসোর্সিং), ৪ জন সহকারী পরিচালক (প্রেষণে), ১ জন সহকারী প্রোগ্রামার (আউটসোর্সিং), ১ জন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (আউটসোর্সিং), ৪০ জন অপ্রধান শস্য বিশেষজ্ঞ ও শস্য উৎপাদন কর্মকর্তা (আউটসোর্সিং), ৪ জন অফিস সাপোর্ট (আউটসোর্সিং) এবং ২৫৬ জন মাঠ সংগঠক (আউটসোর্সিং) এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। মোট বরাদ্দ ছিল ৪৯৮.৮২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১২৭.৮৫ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ২৫.৬৩%। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রকল্পে মেয়াদে ১ জন প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন যিনি ২৬/০৮/২০১৯ তারিখে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং অদ্যাবধি তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

৩.১৪.২ প্রকল্পের পিআইসি (PIC) সভা

মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)'র ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার তারিখ নিম্নে দেয়া হলো।

সারণী ১৯: প্রকল্পের পিআইসি সভার বিবরণ

পিআইসি সভার তারিখ	সভা	মন্তব্য
১৭/১০/২০১৯	১ম	প্রতি বছর এক বা একাধিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা প্রকল্পের কার্যক্রমকে গতিশীল করতে সহায়তা করেছে।
০৫/০৭/২০২০	২য়	
২১/১০/২০২০	৩য়	
২৫/০৫/২০২১	৪র্থ	
১০/০৮/২০২১	৫ম	
২৭/১২/২০২১	৬ষ্ঠ	

৩.১৪.৩অডিট এবং বিল সংক্রান্ত পর্যালোচনা

প্রকল্পের অডিট সম্পন্ন হয়নি তবে ২০২১-২২ অর্থবছরের অডিট কার্যক্রম চলমান আছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক নিরীক্ষা সম্পাদন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৩.১৪.৪ প্রকল্পের পিএসসি (PSC) সভা

প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে বিবিধ আলোচনা, কর্মপরিকল্পনা ও ব্যয় পরিকল্পনা অনুমোদন, উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যা ও তা পর্যালোচনার জন্য প্রতি বছর দুইবার PSC বৈঠকে বসার সংস্থান আছে। কিন্তু তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ২০২২ মার্চ পর্যন্ত মোট **৩টি** PSC **সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।** প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ইত্যাদি ব্যাপারে সময়মতো সভার আয়োজন করা প্রয়োজন ছিল। PSC কার্যক্রম সারণী-২০-এ উল্লেখ করা হলো:

সারণী ২০: প্রকল্পের PSC সভার বিবরণ

PSC সভার তারিখ	সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তারিখ
০১/১২/২০১৯	• প্রকল্পের চলতি অর্থবছরের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ১০০% নিশ্চিত করতে হবে। • ডিপিইসি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থনৈতিক কোডসমূহ সংশোধন করতে হবে। • ডিপিপি সংশোধনপূর্বক প্রদর্শনী খামার খাতের অর্থ ডিপিপি'র মূলধন ব্যয় অংশ হতে রাজস্ব ব্যয় অংশে স্থানান্তর করতে হবে। • ডিপিপি সংশোধনের সময় বিধি মোতাবেক কম্পিউটার সফটওয়্যার ও ডাটাবেজ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে।	• ৩০/০৬/২০২০ • ১২/০৮/২০২০ (সংশোধনীর মাধ্যমে) • ১২/০৮/২০২০ (সংশোধনীর মাধ্যমে)
১৮/১১/২০২১	• প্রকল্পভুক্ত সদস্যদের মাথা পিছু সর্বোচ্চ ঋণ ২৫,০০০.০০ টাকা এবং ঋণ দেওয়ার জন্য মানদণ্ড নির্বাচন করতে হবে। • প্রকল্পের সফটওয়্যার তৈরিতে যে অর্থ ব্যয় হবে তা আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে ২য় সংশোধনীতে সন্নিবেশিত করতে হবে।	প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২৯/০৩/২০২২	• ঋণ তহবিল বৃদ্ধিসহ প্রকল্পের ২য় সংশোধনী দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। • প্রকল্পের প্রশিক্ষণ জোরদার করার লক্ষ্যে ডিপিপি'র পরবর্তী সংশোধনীতে এ খাতে বরাদ্দ বেশি রাখতে হবে। • প্রকল্পের সফটওয়্যার তৈরিতে যে অর্থ ব্যয় হবে তা আন্ত:খাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে সন্নিবেশনপূর্বক এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধনী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.১৫ প্রকল্পের টেকসই পরিকল্পনা (Sustainability Plan)

টেকসই পরিকল্পনা হলো এমন একটি নীতিমালা যা প্রকল্পের সুফল দীর্ঘ মেয়াদে কিভাবে টিকে থাকবে তা বর্ণনা করে। এটি প্রকল্পের কার্যক্রমের স্থায়িত্ব, আর্থিক টেকসই এবং সাংগঠনিক স্থায়িত্বকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়। প্রকল্পের DPP-তে টেকসই পরিকল্পনা থাকলে দাতা সংস্থা/সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের তহবিল অর্থায়নে উৎসাহিত হয়। কারণ প্রকল্প হতে প্রাপ্ত সুবিধা দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকা এবং সাফল্যের সম্ভাবনা থাকে। সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহে টেকসই পরিকল্পনা থাকলে প্রকল্পের সমাপ্তির পর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ/মেরামতের মাধ্যমে প্রকল্পের কার্যক্রম স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে এবং দীর্ঘমেয়াদে জনসাধারণ প্রকল্প হতে সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

"দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যেও অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি" শীর্ষক প্রকল্পটির অধীনে দেশের ২৫৬টি উপজেলায় সরকারি ঋণ তহবিলের মাধ্যমে উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদনের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি আগামী ২১/১২/২০২৩ তারিখে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের কাযক্রম সমাপ্তির পর প্রকল্পটির সম্পদের দায় BRDB-এর অধীনে ন্যস্ত করে কর্মসূচি হিসেবে চলমান রাখার নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রকল্পের কার্যক্রমে সহযোগী হিসেবে যুক্ত আছে। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় সংশোধনীর নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করলে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রকল্পটির কার্যক্রম টেকসই (Sustainable) হতে পারে বলে পরামর্শক দল মনে করেন।

৩.১৬ নিবিড় পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুতি ও জমা

আইএমইডি'র নির্ধারিত পরিপত্রের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও তা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য টেকনিক্যাল কমিটি, স্টিয়ারিং কমিটি ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি প্রতিবেদন কমিটি থেকে প্রাপ্ত মতামত বা পরামর্শ সন্নিবেশিত করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। সারণী-২১-এ প্রতিবেদন জমা, স্টিয়ারিং ও টেকনিক্যাল কমিটির মতামত গ্রহণের তারিখ উল্লেখ করা হলো।

সারণী-২১: বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিবেদন ও জমার বিবরণ

ক্রমি	প্রতিবেদনের শিরোনাম	টেকনিক্যাল কমিটি সভার তারিখ ও মতামত গ্রহণ	স্টিয়ারিং কমিটি সভার তারিখ ও মতামত গ্রহণ	জমাকৃত প্রতিবেদনের সংখ্যা
০১	**প্রারম্ভিক প্রতিবেদন**	১৫-২-২০২২ বিকাল ৪.০০ ঘটিকা	১০-৩-২০২২ ২.৩০ ঘটিকা	১৫ কপি
০২	**প্রথম ও দ্বিতীয় খসড়া প্রতিবেদন**	১১-৫-২০২২ সকাল ১১:৩০ ঘটিকা	২৯-৫-২০২২ বিকাল ৪:৩০ ঘটিকা	১৫ কপি
০৩	**চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন**	**জাতীয় কর্মশালা**	-	৮০ কপি
০৪	**চূড়ান্ত প্রতিবেদন**	-	-	বাংলা ৬০ কপি ইংরেজি-২০ কপি

চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা (SWOT বিশ্লেষণ)

SWOT বিশ্লেষণ হলো, একটি কৌশলগত পরিকল্পনা কৌশল যা প্রকল্প পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি/হুমকি সনাক্ত করতে সাহায্য করে। এটি প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অনুকূল এবং প্রতিকূল বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রকল্পের সার্থকতা অথবা ব্যর্থতা নিরূপণে সাহায্য করে। SWOT বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক পর্যালোচনা করে সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্পটির SWOT বিশ্লেষণের জন্য KII-এর মাধ্যমে BRDB কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং প্রকল্পের দলিলাদি পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে প্রকল্পের সবল দিক (Strengths), দুর্বল দিক (Weaknesses), সুযোগ (Opportunities) এবং ঝুঁকি (Threats) উপাদানসমূহ নির্ণয় করেছে। সে অনুযায়ী নিম্নে SWOT মেট্রিক্স উল্লেখ করা হলো।

অভ্যন্তরীণ উপাদানসমূহ	**সবল দিক (Strengths)**	**দুর্বল দিক (Weaknesses)**
	• প্রকল্পের ডিপিপিতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প এলাকায় ডাল, তেল, মসলা জাতীয় অপ্রধান ফসলের উৎপাদনের প্রসার ঘটানো, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস ও পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের রূপরেখা উল্লেখ করা হয়েছে; • কৃষকের নিজের পরিবারে ও বাজারের চাহিদা সম্পন্ন উচ্চমূল্যের ফসল এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত; • উপজেলা পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের সাথে সমন্বয় করে ফসল নির্বাচন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; • স্থানীয় দল গঠনে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে; • প্রকল্প বাস্তবায়নে অপ্রধান ফসল উৎপাদনশীল দল গঠন, প্রশিক্ষণ, ঋণ বিতরণ ও সঞ্চয় জমাদান ও ব্যবহারের নিশ্চয়তা আছে। এছাড়া অপ্রধান শস্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণের সহায়তার উল্লেখ আছে; • প্রকল্প বাস্তবায়নে কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কৃষিবিদসহ অন্যান্য জনবলের সংস্থান ছিল; • প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে জনপ্রতিনিধি সম্পৃক্ত করা হয়েছে; এবং • প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং এ MIS-এর ব্যবহার করা হয়েছে।	• প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে Feasibility এবং Baseline Study করা হয়নি; • প্রকল্পের ডিপিপিতে সকল কৃষককে ফসলভিত্তিক ঋণ প্রদান কার্যক্রম ঢালাওভাবে ১৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে যা যথেষ্ট নয়; • অপ্রধান শস্য উৎপাদনকারী সকল কৃষককে ঋণ ও প্রশিক্ষণের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি; • প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা ও বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়; • সময়মতো উন্নত জাতের বীজ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার অভাব; এবং • প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প শেষে অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও এর এলাকা কি পরিমাণ বাড়বে তার কোনো লক্ষ্যমাত্রা ডিপিপিতে উল্লেখ নাই।
বাহ্যিক উপাদানসমূহ	**সুযোগ (Opportunities)**	**ঝুঁকি (Threats)**
	• অপ্রধান ফসলের এলাকাভিত্তিক উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অপ্রধান ফসলের বাজারজাতকরণ, কর্মসংস্থান, আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; • প্রকল্প প্রশিক্ষণ ও ঋণদান সুবিধা থাকায় কৃষককূলে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে; • গ্রামীণ মহিলাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; • প্রকল্পে এলাকায় কৃষি উৎপাদন সংক্রান্ত প্রযুক্তি প্রসারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; • অনেক এলাকায় বিভিন্ন উচ্চ মূল্যের ফসলের বহুমুখিতার (Diversification) সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; এবং • ভার্মিকম্পোস্টের মাধ্যমে জৈব সার উৎপাদন ও ব্যবহারের আরো সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	• উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদারকি না করলে দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্পটির টেকসই (Sutainability) না হওয়ার ঝুঁকি আছে; • বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে অপ্রধান ফসলের উৎপাদন হ্রাস এবং কৃষকের আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে; • অধিকাংশ অপ্রধান শস্য পচনশীল এবং গুদামজাতকরণ/সংরক্ষণের ব্যবস্থাপনা না থাকলে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বাজারে মূল্য ধস নামতে পারে। ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন; • বাজারজাতকরণ ও বিক্রয়করণের কর্মসূচি না থাকাতে কৃষক ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে পারেন; এবং • বীজ সংরক্ষণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।

SWOT বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটির যৌক্তিকতা রয়েছে। তাই প্রকল্পটির প্রয়োজনীয়তাও খুবই স্পষ্ট। তবে দূর্বল দিক হচ্ছে, প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে মিল রেখে অপ্রধান ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। তাছাড়া উপকারভোগী সব সদস্যের জন্য প্রশিক্ষণ ও প্রাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা করা হয়নি। উপরন্ত অপ্রধান ফসলের আবহাওয়াজনিত (যেমন অতি বৃষ্টি) ঝুঁকি অনেক বেশি এবং বাজারজাতকরণের কর্মসূচি অপ্রতুল। উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা ও ঝুঁকি সফলভাবে মোকাবেলা করে প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়: পর্যালোচনা হতে প্রাপ্ত সার্বিক পর্যবেক্ষণ

৫.১ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগসহ অন্যান্য কাজ দেরিতে শুরু হওয়ায় প্রথম অর্থ বছরে (২০১৯-২০) কোনো অর্থ খরচ এবং মাঠ পর্যায়ে কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়নি। পাঁচ বছরের প্রকল্প হলেও মাত্র তিন বছর ফসল উৎপাদন এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

৫.২ প্রশিক্ষণ এবং ঋণ প্রদানের ফলে প্রকল্প এলাকার বাড়ির আঙ্গিনায় পতিত জমিতে অপ্রধান শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এলাকাভুক্ত প্রতিটি উপজেলায় সুফলভোগী কৃষকগণ অনুপ্রাণিত হচ্ছেন। কিন্তু প্রকল্পভুক্ত সকল কৃষককে প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। দলের সব কৃষককে এলাকাভিত্তিক আধুনিক, প্রযুক্তিগত ও বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ (ভিডিও/অডিওভিজ্যুয়াল সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ সামগ্রী) প্রদান করা প্রয়োজন;

৫.৩ প্রকল্পের অধীনে ৩০০ মোটরসাইকেল ক্রয় এবং তা উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ কার্যক্রমে বিলম্ব হয়েছে যা প্রকল্পের মাঠপর্যায়ের তদারকি কার্যক্রম ব্যাহত করেছে। তাই সঠিক সময়ে মোটরসাইকেল ক্রয় ও উপজেলা পর্যায়ে বিতরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন ছিল;

৫.৪ প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট দেখে স্থানীয় অন্যান্য কৃষকরা আগ্রহী হয়েছেন। ফলে বেশি সংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে সূর্যমুখী, ভুট্টা ও সয়াবিন-এ তিন ফসল খুবই লাভজনক বলে কৃষকরা জানান। বেশি সংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হলে স্থানীয় কৃষকরা আরো উৎসাহী হতেন। প্রতি উপজেলায় বছরে মাত্র ৬টি প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়েছে যা অপ্রতুল। প্রকল্পের নির্ধারিত ১৫টি ফসলের সবগুলো ফসলের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করা হয়নি, এছাড়া বাজেট কম থাকার কারণে প্রদর্শনী প্লটের আয়তনও কম ছিল (১৫-২০ শতাংশ);

৫.৫ প্রদর্শনী প্লট পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত মাত্র ১১% প্রদর্শনী প্লট স্থাপিত হয়েছে। এমতাবস্থায় ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে অবশিষ্ট প্রদর্শনী প্লট স্থাপন করার জন্য প্রচেষ্টা জোরদার করা প্রয়োজন;

৫.৬ একজন কৃষককে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষকগণ জানান, এই ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে তারা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ জমিতে ফসল উৎপাদন করতে পারেন না। তাই কৃষকের প্রয়োজন মতো ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সকল কৃষককে ঋণ সহায়তা দিতে না পারা এ প্রকল্পের অন্যতম দুর্বলতা। তাই সকল কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনা এবং উন্নতমানের বীজ, প্রযুক্তি ও ঋণ সহায়তা দেয়া প্রয়োজন;

৫.৭ বাজার থেকে ক্রয়কৃত বীজ মানসম্মত নয় এবং উচ্চ মূল্যসম্পন্ন। তাই সময়মতো উন্নতমানের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা জরুরি। প্রকল্পের সহায়তায় বিএডিসি থেকে যে বীজ পাওয়া যায় তার মান ভালো বলে কৃষকরা জানান। এমতাবস্থায়, আগামীতে বিএডিসিকে সম্পৃক্ত করে উন্নতমানের বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;

৫.৮ কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করা চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছে। প্রায়ই দেখা যায়, কৃষকগণ মৌসুমের সময় ফসলের ন্যায্য মূল্য পান না। এমনকি উৎপাদন খরচও উঠে আসে না, যার ফলে কৃষকদের লোকসান হয়। কৃষকগণ যাতে ফসলের ন্যায্য মূল্যা পায় তার জন্য মার্কেট লিংকেজ তৈরি এবং বাজারজাতকরণ সুবিধা সম্প্রসারণ জরুরি;

৫.৯ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন অপ্রধান ফসলের জন্য কি পরিমাণ উন্নত জাতের বীজের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা এবং সময়মতো যোগান নিশ্চিত করা যেতে পারে। যে সমস্ত ফসলের বীজ (Non-Hybrid) রাখা যায় সে সমস্ত ফসলের বীজ সংরক্ষণের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি সহায়তা দিয়ে কৃষক পর্যায়ে বীজ রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, যেমন অমিশ্র বীজের জাত বাছাইকরণ, উপযুক্ত মাত্রায় শুকানো, বীজ ঠাণ্ডা করা, মোটা পলিব্যাগে (High density polyethylene-১০০ মাইক্রোন) সংরক্ষণ করে মুখ বন্ধ করা এবং বায়ুশূণ্য (বাতাস প্রবেশহীন) পাত্রে ভরে উঁচু স্থানে সংরক্ষণ, অথবা প্লাস্টিক এর ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করা ইত্যাদি। এতে করে স্থানীয় পর্যায়ে আধুনিক জাতের বীজ প্রাপ্তি সহজ হবে;

৫.১০ ভার্মি কম্পোস্ট সারের ব্যাপক চাহিদা আছে। তাছাড়াও ভার্মি কম্পোস্ট জমিতে প্রয়োগ করে কেমিক্যালমুক্ত ফসল উৎপাদন করছে বলে কৃষকরা জানান। এতে ফসলের উচ্চ ফলন এবং বিষমুক্ত ফসল পাওয়া যায়। ফলে কৃষকরা ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনে বেশ আগ্রহী। কৃষককে ভার্মি কম্পোস্ট সার উৎপাদনের প্রশিক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের সহায়তা সম্প্রসারণ করতে হবে। ভার্মিকম্পোস্টের বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক প্রদর্শনী স্থাপন না করায় বিভিন্ন এলাকায় (বিশেষ করে নতুন এলাকা) এর বাজারজাতকরণে কৃষক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন;

৫.১১ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ ছাড়া অন্য কোনো ধরনের প্রযুক্তিগত সহায়তা এখন পর্যন্ত দেয়া হয়নি। প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে;

৫.১২ প্রকল্পভূক্ত আউটসোর্সিং কর্মকর্তাদের ভ্রমণ ভাতা অপ্রতুল। এমতবাস্থায়, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের বেতন ও ভাতা যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে যাতে করে তারা কাজে উৎসাহ পান;

৫.১৩ খুলনা অঞ্চলে চুঁইঝাল নামক মসলা একটি লাভজনক অপ্রধান ফসল। মাঠ জরিপে জানা যায়, এ ফসল উৎপাদন ও বাজারজাত করে বেশ কিছু মহিলা লাভবান হয়েছেন। এ ফসলের বাজারে চাহিদাও প্রচুর। তাই এ জাতীয় ফসল এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;

৫.১৪ কৃষককে পুষ্টিমান সম্পন্ন খাবার খেতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য প্রত্যেক উপজেলা পর্যায়ে খাদ্য ও পুষ্টি মেলার আয়োজন করা যেতে পারে;

৫.১৫ গ্রামীণ মহিলারা এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে অপ্রধান ফসল উৎপাদনে খুবই আগ্রহী। তাই গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের আরো উৎসাহিত করা প্রয়োজন;

৫.১৬ কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের অন্যতম হাতিয়ার মাঠ দিবস। কিন্তু ডিপিপিতে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ৭৫০টি মাঠ দিবসের মধ্যে ৭৪২টি মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি উপজেলায় বছরে ১টি মাত্র মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণের জন্য বেশি সংখ্যক মাঠ দিবস ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল;

৫.১৭ উপজেলা পর্যায়ে কৃষি কর্মকর্তার সাথে লিয়াজোঁ থাকলেও মাঠ পর্যায়ের SAAO-এর সাথে তেমন কোনো অফিসিয়াল সংযোগ ছিল না। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের সাথে সমন্বয় করলে কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর সহায়ক হতো; এবং

৫.১৮ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান ফসল উৎপাদন কার্যক্রম একটি অতীব জরুরি ও সময়োপযোগী প্রকল্প। প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে যে সমস্ত দূর্বলতা রয়েছে তা দূর করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: সুপারিশ ও উপসংহার

সুপারিশমালা

পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রকল্পের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নিম্নে সুপারিশমালা দেয়া হলো:

৬.১ প্রকল্পভুক্ত সকল কৃষককে এলাকাভিত্তিক আধুনিক, প্রযুক্তিগত ও বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে মালটিমিডিয়া ব্যবহার করলে কৃষকরা বেশি উৎসাহী হবে (ভিডিও/অডিওভিজ্যুয়াল সমৃদ্ধ প্রশিক্ষণ সামগ্রী, Picture based slides)। প্রকল্পের মেয়াদের বাকী সময়ের জন্য সমস্ত উপরকারভোগী কৃষককে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা দরকার। সেই সাথে প্রশিক্ষণের মেয়াদ ও ভাতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রণোদনা দেয়া যেতে পারে;

৬.২ গ্রামীণ মহিলারা এ প্রকল্পের সাথে যুক্ত হয়ে অপ্রধান ফসল উৎপাদনে খুবই আগ্রহী। তাই গ্রামীণ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদের আরো উৎসাহিত করা প্রয়োজন;

৬.৩ সঠিক সময়ে উন্নতমানের বীজ সরবরাহ, প্রযুক্তি সহায়তা, সম্প্রসারণসহ এবং ভার্মি কম্পোস্ট উৎপাদনে কৃষককে প্রশিক্ষণসহ ও বাজারজাতকরণ সহায়তা প্রদান করতে হবে। উন্নত জাতের বীজ প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় কৃষি বিভাগ ও বিএডিসির সাথে সমন্বয় করে পূর্বেই বীজ প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;

৬.৪ প্রদর্শনী প্লটের সংখ্যা বাড়ানো ও ব্যবস্থাপনা আরো উন্নত করা, যাতে করে স্থানীয় কৃষকরা তা দেখে আরো উদ্বুদ্ধ হয়। বিভিন্ন ফসলের আদর্শ প্রদর্শনীর জন্য মাঠ দিবস আয়োজন করে উন্নত কৃষি প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক কৃষকদের সামনে তুলে ধরতে হবে যা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে;

৬.৫ কৃষক প্রতি ঢালাওভাবে ১৫,০০০ টাকা করে ঋণ না দিয়ে উৎপাদিত অপ্রধান ফসলের সংখ্যা এবং জমির পরিমাণ অনুযায়ী ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে;

৬.৬ ভার্মিকম্পোস্ট, সুর্যমূখী, ভুট্টা ও সয়াবিনসহ অপ্রধান শস্য উৎপাদনের প্রযুক্তি দ্রুত হস্তান্তরের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক প্রদর্শনী প্লট স্থাপন এবং এজন্য প্রদর্শনীর বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে;

৬.৭ কৃষকদের উৎপাদিত অপ্রধান শস্য বাজারজাতকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে (যেমন সরিষা ভাঙ্গানোর ক্ষুদ্র যন্ত্র ও ভুট্টা মাড়াইয়ের যন্ত্রের যোগান) সহায়তা প্রদান করতে হবে;

৬.৮ দলগঠন ও সদস্য ভর্তির কাজ ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করা প্রয়োজন যাতে করে তারা পরবর্তী এক বছর প্রকল্পের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত হতে পারেন;

৬.৯ পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন অপ্রধান ফসলের জন্য কি পরিমাণ উন্নত জাতের বীজের প্রয়োজন হবে - তা নির্ধারণ করা এবং সময়মতো তার যোগান নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। Non-Hybrid ফসলের বীজ সংরক্ষণের উপর কৃষক প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তি সহায়তা দিয়ে কৃষক পর্যায়ে বীজ রাখতে উদ্বুদ্ধ করে স্থানীয় পর্যায়ে আধুনিক জাতের বীজ প্রাপ্তি সহজ করতে হবে;

৬.১০ প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন ফসলের উৎপাদনশীলতা বেশ কিছুটা কম (বিশেষ করে পিঁয়াজ, ভুট্টা, আদা, সরিষা)। উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে বৃদ্ধির জন্য সময়মতো উন্নত বীজ বপন, পরিমিত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা (Package of technology) নিশ্চিত করার জন্য কৃষককে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অপ্রধান ফসল উৎপাদনকারীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য ফসলভিত্তিক সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী কৃষককে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে;

৬.১১ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদের বাকী সময়ের জন্য অপ্রধান ফসলের উৎপাদন ও এলাকা কি পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে তা নির্ধারণ করা যেতে পারে;

৬.১২ স্থানীয়ভিত্তিক কিছু অপ্রধান শস্য যেমন খুলনা অঞ্চলের চুঁইঝাল নামক মসলা জাতীয় ফসল এ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে; এবং

৬.১৩ যেহেতু এ প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যেমে উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষকের আয় ও পুষ্টিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে সমস্ত উপজেলায় কার্যক্রম না দিয়ে বরং যে সমস্ত উপজেলায় অপ্রধান শস্য ভালো হয় সে সমস্ত উপজেলায় কার্যক্রমের পরিধি আরও জোরদার করা যেতে পারে।

উপসংহার

''দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি'' শীর্ষক প্রকল্পটি উচ্চ মূল্যের অপ্রধান ফসল যেমন ডাল, তেলবীজ, মসলা ও ভুট্টা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও আমদানি নির্ভরতা কমনোর মাধ্যমে কৃষক-কৃষাণীর আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার সরবরাহ করা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে প্রকল্পটির মাধ্যমে ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী কৃষক বিশেষত মহিলাদের সংগঠিত করা ও অপ্রধান শস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করছে। ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষকগণ অপ্রধান শস্য উৎপাদন করে নিজেদের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাড়তি ফসল বাজারে বিক্রি করে লাভবান হচ্ছে। এসমস্ত ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটির কার্যক্রম আরো জোরদার করা যেতে পারে।

সংযুক্তিসমূহঃ

সংযুক্তি ১: প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট

তথ্যসুত্রঃ

১. আরডিডিপি
২. অগ্রগতি প্রতিবেদন (এপ্রিল ২০২২)
৩. বিবিএস, ২০২০
৪. TOR
৫. প্রকল্পের ওয়েবসাইট
৬. আইএমইডি'র পরিপত্র (২০২০)

ফরম ১: মাঠ জরিপ (উপকারভোগী কৃষক)

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষক সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতা অবশ্যই কৃষক (মহিলা/পুরুষ) হতে হবে যিনি প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত)

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ,, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মুল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এসকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হলে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির মানোন্নয়নসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটায়), সঠিক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি ৩য় মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের সুবিধা/অসুবিধা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনি এ সময় সঠিক উত্তর দিয়ে জরিপ কার্যে সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১.০ উত্তরদাতার (কৃষক) সাধারণ তথ্য বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

১.১ উত্তর দাতার পরিচিতি: ক. নাম _____ খ. লিঙ্গ: পুরুষ ☐ মহিলা ☐ গ. বয়স ☐

১.২ কৃষকের ধরন : ক. ক্ষুদ্র চাষী ☐ খ. মাঝারি চাষী ☐ গ. বর্গা চাষী ☐

১.৩ পিতার নাম : _____

১.৪ ঠিকানা: ক. গ্রাম _____ খ. ইউনিয়ন _____

গ. উপজেলা _____ ঘ.জেলা _____

ঙ. মোবাইল নম্বর _____ চ. শিক্ষার স্তর _____

১.৫ পরিবারের সদস্য সংখ্যা ক. পুরুষ সদস্য ☐ খ. মহিলা সদস্য ☐ গ. মোট সদস্য ☐

১.৬ মোট জমির পরিমাণ

ক. প্রধান শস্য	..... শতাংশ	খ. অপ্রধান শস্য	..... শতাংশ
গ. বসত ভিটা	..... শতাংশ	ঘ. আবাদি জমি	..... শতাংশ
ঙ. প্রদর্শনী	..... শতাংশ	চ. বন্ধক নেয়া	..... শতাংশ

১.৭ অত্র প্রকল্পের অধীনে কৃষক সংগঠনের নাম _____

ক) সংগঠনের সদস্য সংখ্যা কত? ক. মোট .....জন খ. মহিলা সদস্য .....জন গ.পুরুষ সদস্য .....জন

ঘ) দলের/সংগঠনের নেতা ক. পুরুষ ☐ খ. মহিলা ☐ গ. কোন সাল থেকে ☐

ঙ) অন্য কোনো কৃষক সংগঠনের সাথে জড়িত কিনা? ক. **হ্যাঁ** ☐ খ. **না** **হ্যাঁ হলে,** সংগঠনের নাম _____

২.০ অপ্রধান ফসলের প্রদর্শনী বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

২.১ আপনি কি কি অপ্রধান শস্য প্রদর্শনী খামারের সাথে যুক্ত?

ফসলের নাম	(টিক✓দিন)	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	ফসলের নাম	(টিক✓দিন)	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	ফসলের নাম	(টিক✓দিন)	জমির পরিমাণ (শতাংশ)
১. পেঁয়াজ			৬. কালিজিরা			১০. সয়াবিন		
২. রসুন			৭. তিল			১১. ভুট্টা		
৩. আদা			৭. তিশি			১২. ছোলা		
৪. হলুদ			৮. সরিষা			১৩. মুগ		
৫. মরিচ			৯. সূর্যমূখী			১৪. মসুর		
১৫. চিনাবাদাম			১৬. অন্যান্য					

২.২ প্রদর্শনী খামারে মোট চাষকৃত জমির পরিমাণ কত ? ☐ শতাংশ

২.৩ প্রদর্শনী স্থাপনের সময় ২০১৯ ☐ ২০২০ ☐ ২০২১ ☐ ২০২২ ☐

৩.০ অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৩.১ ফসল উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজার দর :

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	ফলনের পরিমাণ (কেজি/শতাংশ)	উৎপাদন খরচ (টাকা/শতাংশ)	নিজে ভক্ষন করেছেন (কেজি)	বিক্রি করেছেন (কেজি)	বাজার দর (টাকা/কেজি)
১. পেঁয়াজ						
২. রসুন						
৩. আদা						
৪. হলুদ						
৫. মরিচ						
৬. কালিজিরা						
৭. তিল						
৭. তিশি						
৮. সরিষা						
৯. সূর্যমুখী						
১০. সয়াবিন						
১১. ভুট্টা						
১২. ছোলা						
১৩. মুগ						
১৪. মসুর						
১৫. চিনাবাদাম						
১৫. অন্যান্য						

৪.০ ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৪.১ আপনি কি ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

হ্যাঁ হলে, কয়টি প্রদর্শনী করেছেন? ☐ টি না হলে, কেন করেন নাই ☐

কত কেজি ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন করেছেন ? ☐

৪.২ আপনি কি ভার্মী কম্পোষ্ট প্রদর্শনী করে লাভবান হয়েছেন? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

হ্যাঁ হলে, কতটাকা লাভবান হয়েছেন ? ☐ টাকা

না হলে, কেন লাভবান হতে পারেননি?

ক)
খ)
গ)

৫.০ প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

৫.১ আপনি কি এ প্রকল্প হতে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

হ্যাঁ হলে নিম্নের কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ?

ক) অপ্রধান শস্য উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ ☐ খ) অপ্রধান শস সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ☐

গ) প্রক্রিয়া ও বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ☐ ঘ) ভার্মিকম্পোস্ট তৈরি ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ☐

ঙ) ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ ☐

৫.২ প্রশিক্ষণের স্থান উপজেলা ☐ ইউনিয়ন ☐ অন্যান্য ☐

৫.৩ প্রশিক্ষণ মেয়াদ এবং সাল ক) মেয়াদ ☐ দিন খ) সাল ☐

৫.৪ প্রশিক্ষণে নতুন কি কি শিখেছেন?

ক.
খ.
গ.

৫.৫ আপনি যে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

উত্তর না হলে, কি কি বিষয়ে আপনি অসন্তুষ্ট ?

ক.
খ.
গ.

৫.৬ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের জন্য আপনি কি কোনো ভাতা/সন্মানী পেয়েছেন? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

হ্যাঁ হলে, কত টাকা পেয়েছেন? ☐ টাকা

৫.৭ প্রশিক্ষণকালে আপনি কি কোন প্রশিক্ষণ সামগ্রী পেয়েছেন? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

৫.৮ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান উপকার/কাজে লাগাতে পেরেছেন? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

৫.৯ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান আপনি কি ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়েছে? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

৫.১০ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানের মাধ্যমে আপনি কি ঋণ গ্রহণ ও তার ব্যবহার বিষয়ে সচেতন হয়েছেন? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

৬.০ ঋণ বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৬.১ আপনি কি অপ্রধান শস্য উৎপাদনের জন্য ঋণ নিয়েছেন? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

উত্তর হ্যাঁ, হলে ক) কত টাকা ঋণ নিয়েছেন ? ☐ টাকা খ) কোন সালে নিয়েছেন ☐ সালে

গ) প্রতি কিস্তিতে কত টাকা জমা দেন? ☐ টাকা ঘ) বর্তমানে ঋণ কত আছে ☐ টাকা

ঙ) মোট কিস্তি কয়টি? ☐ টাকা চ) ঋণের কিস্তি সাপ্তাহিক/মাসিক

৬.২ ঋণের কিস্তি দেয়ার জন্য কোন পাশবই দেয়া হয়েছে ? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

না হলে, কিভাবে কিস্তির টাকা জমা দেন? ☐

৬.৩ কোন কোন অ-প্রধান ফসল উৎপাদন করার জন্য ঋণ নিয়েছেন এবং কত টাকা?

ফসলের নাম	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	কিস্তির পরিমাণ (টাকা/সপ্তাহ)	পরিশোধের পরিমাণ (টাকা)	সুদের হার	মন্তব্য
১. পেঁয়াজ					
২. রসুন					
৩. আদা					
৪. হলুদ					
৫. মরিচ					
৬. কালিজিরা					

৭. তিল					
৭. তিশি					
৮. সরিষা					
৯. সূর্যমুখী					
১০. সয়াবিন					
১১. ভুট্টা					
১২. ছোলা					
১৩. মুগ					
১৪. মসুর					
১৫. চিনাবাদাম					
১৫. অন্যান্য					

৬.৪ ঋণ নিয়ে অপ্রধান ফসল উৎপাদন করে লাভবান হয়েছেন কি না? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে, কি লাভবান হয়েছেন?

উত্তর না হলে, কারণসমূহ কি কি?

৭.০ বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তিগত সহায়তা বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

৭.১ কোথা থেকে আপনি ফসলের বীজ সংগ্রহ/ক্রয় করেছেন? ক) প্রকল্প থেকে ☐ খ) বাজার থে☐ গ) বিএডিসি থে☐

গ) নিজস্ব উৎস ☐

৭.২ সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে ফসলের সেচ, সার ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে পেরেছেন কি? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

উত্তর না হলে, কারণসমূহ কি কি?

ক)

খ)

গ)

(ঘ)

ঙ)

৭.৩ আগামী বছর এসমস্ত অ-প্রধান ফসলের চাষ করতে চান? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

৭.৪ উৎপাদিত ফসলের বীজ সংরক্ষণ করেছেন কি না? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

হাঁ হলে, কোন কোন ফসলের বীজ রেখেছেন এবং পরিমাণ কত?

ফসলের নাম	বীজের পরিমাণ	মন্তব্য	ফসলের নাম	বীজের পরিমাণ	মন্তব্য
১. পেঁয়াজ			৯. সূর্যমূখী		
২. রসুন			১০. সয়াবিন		
৩. আদা			১১. ভুট্টা		
৪. হলুদ			১২. ছোলা		
৫. মরিচ			১৩. মুগ		
৬. কালিজিরা			১৪. মসুর		
৭. তিল			১৫. চিনাবাদাম		
৭. তিশি			১৫. অন্যান্য		
৮. সরিষা					

৭.৫ উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাত করেছেন কি না? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

হ্যাঁ হলে কোন কোন ফসলের প্রক্রিয়াজাত করেছেন ?

ফসলের নাম	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ (যান্ত্রিক/সনাতন পদ্ধতি)	ফসলের নাম	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ (যান্ত্রিক/সনাতন পদ্ধতি)	ফসলের নাম	প্রক্রিয়াজাতকরণের ধরণ (যান্ত্রিক/সনাতন পদ্ধতি)
১. পেঁয়াজ		৬. কালিজিরা		১১. ভুট্টা	
২. রসুন		৭. তিল		১২. ছোলা	
৩. আদা		৭. তিশি		১৩. মুগ	
৪. হলুদ		৮. সরিষা		১৪. মসুর	
৫. মরিচ		৯. সূর্যমূখী		১৫. অন্যান্য	
১৫. চিনাবাদাম		১০. সয়াবিন			

৭.৬ প্রকল্প থেকে বাজারজাতকরণ সহায়তা দেয়া হয়েছে কি না ? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐

হ্যাঁ হলে, কি কি সহায়তা দেয়া হয়েছে ?

ক)
খ)
গ)

৭.৭ প্রদর্শনী দেখে আশেপাশের কৃষক নিজ উদ্যোগে এধরণের ফসলের চাষ করছেন কি না ? ক) হ্যাঁ ☐ খ) ☐
হ্যাঁ হলে, কি কি কারণে অন্যান্যরা উদ্বুদ্ধ হয়েছে?

ক)
খ)
গ)

৭.৮ এ প্রকল্প থেকে কি কি প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছেন?

ক) খ) গ)

যদি প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়ে থাকেন তাহলে কি কি প্রযুক্তি আপনার খামারে প্রয়োগ করেছেন?

ক) খ) গ)

৮.০ আর্থসামাজিক ও পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলি:

৮.১ আপনার এলাকায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐
হাঁ হলে কোন কোন ফসলের চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে?

ফসলের নাম	বৃদ্ধির হার (%)	ফসলের নাম	বৃদ্ধির হার (%)	মন্তব্য
১. পেঁয়াজ		৯. সূর্যমুখী		
২. রসুন		১০. সয়াবিন		
৩. আদা		১১. ভুট্টা		
৪. হলুদ		১২. ছোলা		
৫. মরিচ		১৩. মুগ		
৬. কালিজিরা		১৪. মসুর		
৭. তিল		১৫. চিনাবাদাম		
৭. তিশি		১৫. অন্যান্য		
৮. সরিষা				

৮.২ এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনৈতিক ও পুষ্টি উন্নয়ন হয়েছে কি? ক) হ্যাঁ ☐ খ) না ☐
হ্যাঁ হলে, কি ধরনের উন্নতি হয়েছে তা বর্ণনা করুন

ক) খ) গ)

৮.৩ প্রকল্প কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না? ক) ☐ খ) ☐
হ্যাঁ হলে, কি ধরনের পরিবর্তন হয়েছে?

ক) খ) গ)

না হলে, কেন পরিবর্তন হয়নি?

ক)
খ)
গ)

৮.৪ এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আপনার সার্বিক মতামত দিন যা প্রকল্পের কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ করবে?

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনার সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আবারো আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম		তারিখ	
মোবাইল নং			
সুপারভাইজারের নাম		তারিখ	
মোবাইল নং			

ফরম ২: দলীয় আলোচনা (এফজিডি)

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে কৃষক সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতাদেরকে প্রকল্প কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকতে হবে)

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ,, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হলে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির মানোন্নয়নসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটায়), সঠিক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি ৩য় মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের সুবিধা/অসুবিধা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা দলীয়ভাবে আপনাদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করব। আশা করি আপনারা এ সময় ও সঠিক উত্তর দিয়ে জরিপ কার্যে সহযোগিতা করবেন যাতে করে আমরা আপনাদের প্রকল্প এলাকার সঠিক চিত্র জানতে পারি।

আপনাদেরকে ধন্যবাদ।

১.০ কৃষক সমাবেশ বা দলীয় আলোচনার সাধারণ তথ্য:

১.১ উপজেলার নাম		১.২ ইউনিয়নের নাম	
১.৩ গ্রামের নাম		১.৪ মোট অংশগ্রণনকারী	

২.০ আপনাদের এলাকায় উৎপাদিত পুষ্টিসমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্যের নাম:

ফসলের নাম	(টিক ✓ দিন)	ফসলের নাম	(টিক ✓ দিন)		(টিক ✓ দিন)
১. পেঁয়াজ		৬. কালিজিরা		১০. সয়াবিন	
২. রসুন		৭. তিল		১১. ভুট্টা	
৩. আদা		৭. তিশি		১২. ছোলা	
৪. হলুদ		৮. সরিষা		১৩. মুগ	
৫. মরিচ		৯. সূর্যমুখী		১৪. মসুর	
১৫. চিনাবাদাম		১৫. অন্যান্য			

৩.০ অপ্রধান ফসল উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৩.১ ফসল উৎপাদন, ব্যহার ও বাজার দর :

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	ফলনের পরিমাণ (কেজি/শতাংশ)	উৎপাদন খরচ (টাকা/শতাংশ)	নিজে ভক্ষণ করেছেন (কেজি)	বিক্রি করেছেন (কজি)	বাজার দর (টাকা/কেজি)
১. পেঁয়াজ						
২. রসুন						
৩. আদা						
৪. হলুদ						
৫. মরিচ						
৬. কালিজিরা						
৭. তিল						
৭. তিশি						
৮. সরিষা						
৯. সূর্যমুখী						
১০. সয়াবিন						
১১. ভুট্টা						
১২. ছোলা						
১৩. মুগ						
১৪. মসুর						
১৫. চিনাবাদাম						
১৫. অন্যান্য						

৪.০ ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী সংক্রান্ত তথ্য ও প্রশ্নাবলী:

৪.১ আপনারা ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনীর সাথে যুক্ত কি না?

৪.২ ভার্মিকম্পোস্ট প্রদর্শনী করে আপনারা লাভবান হয়েছেন কি না?

৪.৩ লাভবান না হলে কারণ কি কি বলুন?

৫.০ প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনা

৫.১	আপনারা কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ?	ক) খ) গ)
৫.২	প্রশিক্ষণের ফলে আপনি কিভাবে উপকৃত হয়েছেন ?	ক) খ) গ)
৫.৩	কোথায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন উপজেলায়/জেলায়/ঢাকায়	
৫.৪	প্রশিক্ষণের মেয়াদ কতদিন ছিল?	
৫.৫	প্রশিক্ষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী এবং প্রশিক্ষণের মান সম্পর্কে বলুন ?	
৫.৬	প্রশিক্ষণে আপনারা কি সন্তুষ্ট? যদি সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তবে কারণগুলো বর্ণনা করুন।	
৫.৭	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান উপকার/কাজে লাগাতে পেরেছেন কি না?	
৫.৮	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান আপনি কি ফসল উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সহায়ক হয়েছে?	

৬.০ ঋণ বিষয়ক আলোচনা

৬.১	ঋণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বলুন?	
৬.২	সহজে ঋণ প্রাপ্তি	
৬.৩	ঋণের পরিমাণ	
৬.৪	ঋণ পরিচালনা পদ্ধতি	
৬.৫	সঞ্চয় ও এর নিয়ম কানুন -- ঋণের কিস্তির পরিমাণ - সঞ্চয়ের পরিমাণ - পাশবই ব্যবহার ইত্যাদি	
৬.৬	কোন কোন ফসল উৎপাদনে ঋণ নিয়েছেন?	
৬.৭	ঋণের সুফল/কুফল	

৭.০ বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তিগত সহায়তা বিষয়ক প্রশ্নাবলী:

৭.১	বীজ সংগ্রহের উৎস: প্রকল্প থেকে/বাজার থেকে/বিএডিসি অথবা নিজস্ব খামারের বীজ	
৭.২	উৎপাদিত ফসলের বীজ সংরক্ষণ করেছেন কি না? কোন কোন ফসলের বীজ রেখেছেন?	
৭.৩	আগামী বছর এসমস্ত অপ্রধান ফসলের চাষ করতে চান?	
৭.৪	বীজ প্রাপ্তি, বীজের মূল্য ও গুণগত মান সম্পর্কে বলুন?	
৭.৫	উৎপাদিত ফসলের প্রক্রিয়াজাত করেছেন কি না?	
৭.৬	প্রকল্প থেকে বাজারজাতকরণ সহায়তা দেয়া হয়েছে কি না?	
৭.৭	প্রদর্শনী দেখে আশেপাশের কৃষক নিজ উদ্যোগে এধরণের ফসলের চাষ করছেন কি না ?	
৭.৮	সঠিক সময়ে ও সঠিক পরিমাণে ফসলের সেচ, সার ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে পেরেছেন কি?	

৮.০ আর্থসামাজিক ও পুষ্টি উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য ও প্রশ্নাবলিঃ

৮.১	আপনার এলাকায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে কি না?	
৮.২	এ প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের ফলে অর্থনৈতিক ও পুষ্টি উন্নয়ন হয়েছে কি?	
৮.৩	প্রকল্প কার্যক্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কি না?	
৮.৪	এ প্রকল্প থেকে কি কি প্রযুক্তিগত সহায়তা পেয়েছেন এবং তা প্রয়োগ করেছেন কি না?	
৮.৫	প্রক্রিয়াজাতকরণ দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা?	

৮.৬ **উপর্যুক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রকল্প সম্পর্কে আরো কোনো মতামত থাকলে তা উল্লেখ করুন**

উপস্থিত কৃষকের নামের তালিকা

ক্রম	উপস্থিত কৃষকদের নাম	উপজেলার নাম	গ্রামের নাম	মোবাইল নং
০১				
০২				
০৩				
০৪				
০৫				
০৬				
০৭				
০৮				
০৯				
১০				
১১				
১২				

মূল্যবান সময়, তথ্য ও আপনাদের সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাদের সবাইকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর | তারিখ

সুপারভাইজারের স্বাক্ষর | তারিখ

প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট

কোড নং:

ফরম ৩: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) - জেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষক সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা
(উত্তরদাতা অবশ্যই উপজেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা হতে হবে যিনি প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত)

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ,, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হলে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির মানোন্নয়নসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটায়), সঠিক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি ৩য় মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সুবিধা/অসুবিধার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে আলাপ করব। আশা করি আপনি এ সময় ও সঠিক তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য:

জেলার নাম		কর্মকর্তার নাম	
অফিসের নাম		পদবী	
মোবাইল নং			

২. সরকারের **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের সাথে আপনি কি জড়িত ছিলেন? ১ ☐ ২ ☐

৩. কত বছর এবং কোন সালে এ প্রকল্প তত্ত্বাবধান করেছেন? কত বছর:..... কোন্ সালে .....

৪. প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকলে, কোন পর্যায়ে এবং এতে আপনার কি কি ভূমিকা ছিল?

৫. প্রকল্পের অর্থবছর অনুসারে মেয়াদ এবং ব্যয়

অর্থবছরের নাম	বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য
মোট			

৬. আপনার উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি

কার্যক্রম	লক্ষ্য/টার্গেট	অর্জন	মন্তব্য
ফসল উৎপাদন			
প্রশিক্ষণ প্রদান			
দল গঠন			
ঋণ বিতরণ			

৭. প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?

৮. প্রকল্পের সাথে জড়িত না থাকলে, আপনি কি এ প্রকল্পের কথা শুনেছেন? ☐ ☐
না

৯. এ প্রকল্প থেকে আপনি কোনো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১০. যদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তবে, কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

১১. প্রশিক্ষণ আপনার কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশিক্ষণ কিভাবে **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের কার্যক্রমে সহায়তা করেছে?

১২. মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী মাসে কতবার ভিজিট করেছেন? ☐

১৩. কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনী বেশি সফল হয়েছে? (টিক ✓দিন)

১. পেঁয়াজ	☐	২. রসুন	☐	৩. আদা	☐
৪. হলুদ	☐	৫. মরিচ	☐	৬. কালিজিরা	☐
৭. মসুর	☐	৮. ছোলা	☐	৯. মুগ	☐
১০. সরিষা	☐	১১. তিল	☐	১২. তিশি	☐
১৩. সয়াবিন	☐	১৪. চিনাবাদাম	☐	১৫. সূর্যমুখী	☐
১৬. ভুট্টা	☐	১৭. অন্যান্য	☐		

১৪. সফলতার হার কম কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনীতে?

১. পেঁয়াজ	☐	২. রসুন	☐	৩. আদা	☐
৪. হলুদ	☐	৫. মরিচ	☐	৬. কালিজিরা	☐
৭. মসুর	☐	৮. ছোলা	☐	৯. মুগ	☐
১০. সরিষা	☐	১১. তিল	☐	১২. তিশি	☐
১৩. সয়াবিন	☐	১৪. চিনাবাদাম	☐	১৫. সূর্যমুখী	☐
১৬. ভুট্টা	☐	১৭. অন্যান্য	☐		

সফল না হওয়ার কারণ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

১৫. আপনি কি কোনো কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১৬. কৃষক প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১৭. আপনার মতে কোন্ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বেশি কার্যকর? ☐

১৮. বিভাগ জেলা পর্যায়ে কর্মশালা/ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

উত্তর হ্যাঁ হলে, কতটি কর্মশালা বা ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন? ☐ টি

১৯. আপনার মতে কর্মশালা/ওয়ার্কশপগুলো বাস্তবধর্মী ছিল? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২০. আপনার প্রকল্প এলাকায় কতগুলো কৃষক দল গঠন করা হয়েছে এবং মেম্বার সংখ্যা কত দল ☐ টি মেম্বার সংখ্যা ☐ জন

২১. প্রতিটি মেম্বার/কৃষক কি প্রশিক্ষণ পেয়েছে? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২২. ঋণের পরিমাণ যা দেয়া হচ্ছে তা কি যথেষ্ট? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২৩. কৃষকের ঋণের চাহিদা কত টাকা? ☐ টাকা

২৪. কৃষক কি ঠিকমতো সঞ্চয় এবং ঋণের কিস্তি জমা দিচ্ছে? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২৫. ঋণের কিস্তি জমা দিলে কি আপনারা ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২৬. আপনার এলাকার মোট ঋণের পরিমাণ কত? ☐ টাকা

২৭. খেলাপি ঋণের পরিমাণ কত? ☐ টাকা

২৮. প্রতিটি মেম্বারই কি ঋণ পেয়েছেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

পেয়ে থাকলে সেটা কি কাজে লাগিয়েছেন? ☐

২৯. সুবিধাভোগী পরিবারের ঋণের প্রবণতা কেমন? ১. বেশি ☐ ২. কম ☐

যদি প্রবণতা কম হয় তাহলে কারণ কি বলে আপনি মনে করেন? ☐

৩০. ঋণ কার্যক্রমে কোন পাশবই অথবা লেজারবুক ব্যবহার করেন? ১ ☐ ই ২ ☐ র

৩১. ক্ষুদ্র চাষীদের অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ কিরকম? ১. কম ☐ ২. বেশি ☐

৩২. কৃষক শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করেন কি ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩৩. **উচ্চমূল্যের অ-প্রধান শস্য** সম্প্রসারণে আপনার মতে সমস্যা কি কি ? টিক (✔) চিহ্ন দিন

১.	কৃষকের অভাব	☐	২.	সময়মতো বীজ না পাওয়া	☐
৩.	শ্রমিক বেশি লাগে	☐	৪	প্রযুক্তির অভাব	☐
৫.	খরচ বেশি হয়	☐	৬	ফসলের দাম কম	☐
৭.	প্রযুক্তি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান	☐	৮	রোগবালাই দমন	☐
৯.	পোকামাকড় দমন	☐	১০	অপর্যাপ্ত ঋণ	☐
১১	বাজারজাতকরণের সমস্যা	☐	১২	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	☐

৩৪. সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি? টিক (✔) চিহ্ন দিন

২.	পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা	☐	২.	সময়মত বীজ ও সারের ব্যবস্থা	☐
৩.	প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বৃদ্ধি	☐	৪.	প্রযুক্তির অভাব	☐
৫.	সেচের ব্যবস্থা	☐	৬.	কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ সরবরাহ	☐
৭.	ঋালে বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ	☐	৮.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	☐

৩৫. আপনি প্রকল্পের কি কি ভালো/সবল দিক লক্ষ্য করেছেন?

ক)
খ)
গ)

৩৬. আপনি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কি কি দূর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন?

ক) খ) গ)

৩৭. প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন?

ক) খ) গ)

৩৮. এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ক) খ) গ)

৩৯. ভবিষ্যৎ প্রকল্প কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কি কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ক) খ) গ)

৪০. উপর্যুক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে অন্য কোনো মতামত থাকলে উল্লেখ করুন

ক) খ) গ) ঘ) ঙ)

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর		তারিখ	

প্রশ্নপত্র ও চেকলিস্ট

কোড নং:

ফরম ৪: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) উপজেলা পর্যায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষক সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতা অবশ্যই উপজেলায় দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআরডিবি কর্মকর্তা হতে হবে যিনি প্রকল্পের কর্মকারে সাথে জড়িত)

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমুখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ,, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজারদর উঠানামা করে এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হলে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির মানোন্নয়নসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটায়), সঠিক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি ৩য় মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, সুবিধা/অসুবিধার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে আলাপ করব। আশা করি আপনি এজন্য সময় ও সঠিক তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১. উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য:

উপজেলার নাম		জেলার নাম	
কর্মকর্তার নাম		অফিসের নাম	
পদবি		মোবাইল নং	

২. সরকারের **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চমূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের সাথে আপনি কি জড়িত ছিলেন? ☐ হ্যাঁ ☐ না

৩. কত বছর এবং কোন সালে এ প্রকল্প তত্ত্বাবধান করেছেন? কত বছর:..... কোন্ সালে .....

৪. প্রকল্পের সাথে জড়িত থাকলে, কোন পর্যায়ে এবং এতে আপনার কি কি ভূমিকা ছিল?

৫. প্রকল্পের অর্থবছর অনুসারে মেয়াদ এবং ব্যয়

অর্থবছরের নাম	বরাদ্দ	ব্যয়	মন্তব্য
মোট			

৬. আপনার উপজেলায় প্রকল্পের অগ্রগতি:

কার্যক্রম	লক্ষ্য/টার্গেট	অর্জন	মন্তব্য
ফসল উৎপাদন			
প্রশিক্ষণ প্রদান			
দল গঠন			
ঋণ বিতরণ			

৭. প্রকল্পের কাজ তত্ত্বাবধানে কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন?

৮. প্রকল্পের সাথে জড়িত না থাকলে, আপনি কি এ প্রকল্পের কথা শুনেছেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৯. এই প্রকল্প থেকে আপনি কোনো প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১০. যদি প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তবে, কি কি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?

১১. প্রশিক্ষণ আপনার কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেছেন? এই প্রশিক্ষণ কিভাবে **দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি শীর্ষক** প্রকল্পের কার্যক্রমে সহায়তা করেছে?

১২. মাঠ পর্যায়ে প্রদর্শনী মাসে কতবার ভিজিট করেছেন? ☐

১৩. কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনী বেশি সফল হয়েছে? (টিক ✓দিন)

১. পেঁয়াজ	☐	২. রসুন	☐	৩. আদা	☐
৪. হলুদ	☐	৫. মরিচ	☐	৬. কালিজিরা	☐
৭. মসুর	☐	৮. ছোলা	☐	৯. মুগ	☐
১০. সরিষা	☐	১১. তিল	☐	১২. তিশি	☐
১৩. সয়াবিন	☐	১৪. চিনাবাদাম	☐	১৫. সূর্যমুখী	☐
১৬. ভুট্টা	☐	১৭. অন্যান্য	☐		

১৪. সফলতার হার কম কোন ধরনের অপ্রধান ফসল প্রদর্শনীতে?

১. পেঁয়াজ	☐	২. রসুন	☐	৩. আদা	☐
৪. হলুদ	☐	৫. মরিচ	☐	৬. কালিজিরা	☐
৭. মসুর	☐	৮. ছোলা	☐	৯. মুগ	☐
১০. সরিষা	☐	১১. তিল	☐	১২. তিশি	☐
১৩. সয়াবিন	☐	১৪. চিনাবাদাম	☐	১৫. সূর্যমুখী	☐
১৬. ভুট্টা	☐	১৭. অন্যান্য	☐		

সফল না হওয়ার কারণ কি কি বলে আপনি মনে করেন?

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

১৫. আপনি কি কোনো কর্মশালা/প্রশিক্ষণ সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন? ☐ ☐

১৬. কৃষক প্রশিক্ষণ হাতে-কলমে দেওয়া হয়েছে কি? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

১৭. আপনার মতে কোন্ ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদান বেশী কার্যকর? ☐

১৮. বিভাগ জেলা পর্যায়ে কর্মশালা/ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

হ্যাঁ হলে কতটি কর্মশালা বা ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছিলেন? ☐ টি

১৯. আপনার মতে কর্মশালা/ওয়ার্কশপগুলো বাস্তবধর্মী ছিল? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২০. আপনার প্রকল্প এলাকায় কতগুলো কৃষক দল গঠন করা হয়েছে এবং মেম্বার সংখ্যা কত দল ☐ টি মেম্বার সংখ্যা ☐ জন

২১. প্রতিটি মেম্বার/কৃষক কি প্রশিক্ষণ পেয়েছে? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২২. ঋণের পরিমাণ যা দেয়া হচ্ছে তা কি যথেষ্ঠ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

২৩. কৃষকের ঋণের চাহিদা কত টাকা? [ ] টাকা

২৪. কৃষক কি ঠিকমতো সঞ্চয় এবং ঋণের কিস্তি জমা দিচ্ছে? ১. হ্যাঁ [ ] ২. না [ ]

২৫. ঋণের কিস্তি জমা দিলে কি আপনারা ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন? ১. হ্যাঁ [ ] ২. না [ ]

২৬. আপনার এলাকার মোট ঋণের পরিমাণ কত? [ ] টাকা

২৭. খেলাপি ঋণের পরিমাণ কত? [ ] টাকা

২৮. প্রতিটি মেম্বারই কি ঋণ পেয়েছেন? ১. হ্যাঁ [ ] ২. না [ ]

পেয়ে থাকলে সেটা কি কাজে লাগিয়েছেন? [ ]

২৯. সুবিধাভোগী পরিবারের ঋণের প্রবণতা কেমন? ১. বেশি [ ] ২. কম [ ]

যদি প্রবণতা কম হয় তাহলে কারণ কি বলে আপনি মনে করেন? [ ]

৩০. ঋণ কার্যক্রমে কোনো পাশবই অথবা লেজারবুক ব্যবহার করেন? ১. পাশবই [ ] ২. লেজার [ ]

৩১. ক্ষুদ্র চাষীদের অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ কিরকম? ১. কম [ ] ২. বেশি [ ]

৩২. কৃষক শস্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে প্রকল্পের নীতিমালা অনুসরণ করেন কি ? ১. হ্যাঁ [ ] ২. না [ ]

৩৩. **উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য** সম্প্রসারণে আপনার মতে সমস্যা কি কি ? টিক (✔) চিহ্ন দিন

১.	কৃষকের অভাব		২.	সময়মত বীজ না পাওয়া	
৩.	শ্রমিক বেশি লাগে		৪	প্রযুক্তির অভাব	
৫.	খরচ বেশি হয়		৬	ফসলের দাম কম	
৭.	প্রযুক্তি সম্পর্কে অপর্যাপ্ত জ্ঞান		৮	রোগবালাই দমন	
৯.	পোকামাকড় দমন		১০	অপর্যাপ্ত ঋণ	
১১	বাজারজাতকরণের সমস্যা		১২	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৩৪. সমস্যা সমাধানে আপনার সুপারিশ কি? টিক (✔) চিহ্ন দিন

২.	পর্যাপ্ত ঋণের ব্যবস্থা		২.	সময়মত বীজ ও সারের ব্যবস্থা	
৩.	প্রশিক্ষণের উপযোগিতা বৃদ্ধি		৪.	প্রযুক্তির অভাব	
৫.	সেচের ব্যবস্থা		৬.	কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ সরবরাহ	
৭.	ভালো বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণে প্রশিক্ষণ		৮.	অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	

৩৫. আপনি প্রকল্পের কি কি ভালো/সবল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

ক)

খ)

গ)

৩৬. আপনি প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কি কি দূর্বল দিক লক্ষ্য করেছেন ?

ক)
খ)
গ)

৩৭. প্রকল্পের কাজ করতে গিয়ে কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন ?

ক)
খ)
গ)

৩৮. এ সকল সমস্যা সমাধানে আপনি কি কি পদক্ষেপ নিয়েছেন?

ক)
খ)
গ)

৩৯. ভবিষ্যত প্রকল্প কার্যক্রম জোরদার করার জন্য কি কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?

ক)
খ)
গ)

৪০. উপর্যুক্ত আলোচনা ছাড়াও প্রকল্প কার্যক্রম সম্পর্কে অন্য কোন মতামত থাকলে উল্লেখ করুন

ক)
খ)
গ)
ঘ)
ঙ)

মূল্যবান সময়, তথ্য ও সুচিন্তিত মতামত দেয়ার জন্য আপনাকে আবারো ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

তথ্য সংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর | তারিখ

ফরম ৫: কী ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই) - ক্রয় সংক্রান্ত

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

মাঠ পর্যায়ে নিবিড় সমীক্ষা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে কৃষক সাক্ষাৎকারের প্রশ্নমালা

(উত্তরদাতা অবশ্যই প্রকল্পের ক্রয়সংক্রান্ত কার্যক্রমে সাথে জড়িত এমন ব্যক্তি হতে হবে)

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ও মৌসুমি আবহাওয়া এবং নাতিশীতোষ্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের কারণে প্রচুর পরিমাণে ঋতুভিত্তিক অপ্রধান শস্য যেমন- বিভিন্ন প্রকার ডাল জাতীয় (মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, খেসারি, মাসকলাই ইত্যাদি), তৈলবীজ জাতীয় (সরিষা, তিল, তিশি, সূর্যমূখী, সয়াবিন ও চিনাবাদাম ইত্যাদি), মসলা জাতীয় (আদা, হলুদ, রসুন, পেঁয়াজ,, মরিচ ইত্যাদি) এবং ভুট্টা উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান, তথ্য, পুঁজি, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অভাবে অপ্রধান শস্য উৎপাদন অনেকটা অলাভজনক বলে কৃষককূল মনে করেন। বিশেষত যারা ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষী আছেন তারা এ সুযোগ বিদ্যমান থাকা সত্বেও অপ্রধান শস্য উৎপাদনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ এসব নিত্য প্রয়োজনীয় শস্যের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও উৎপাদন ও সরবরাহের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই। এর ফলে বাজার দর উঠানামা করে এবং মুল্য বৃদ্ধির কারণে জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। এ সকল অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন হলে অস্বাভাবিক বাজারদর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে এবং একই সাথে বৈদেশিক আমদানি ব্যয় সাশ্রয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো মজবুত রাখতে অবদান রাখবে। এসকল শস্য উৎপাদনে উৎসাহ, পুঁজির যোগান এবং প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করা হলে অপ্রধান শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ফলে একদিকে আমদানি নির্ভরতা সংকোচনসহ খাদ্য নিরাপত্তার বাড়তি বলয় সৃষ্টি হবে, অন্যদিকে কৃষির মানোন্নয়নসহ খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের বহুবিধ ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। অপ্রধান শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষযোগ্য পতিত জমির অধিক ব্যবহার (বসত ভিটায়), সঠিক সংরক্ষণ ও বাজারজাতকণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন করাও সম্ভব হবে। এরকম প্রেক্ষাপটে বিআরডিবি ৩য় মেয়াদে প্রকল্পের কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যে সমস্ত ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তার বিভিন্ন পর্যায়, অগ্রগতি ও পদ্ধতি বিষয় নিয়ে আমরা আপনার সাথে আলাপ করব। আশা করি আপনি এজন্য সময় ও সঠিক তথ্য দিয়ে আমাদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করবেন।

আপনাকে ধন্যবাদ।

১. উত্তরথ্যদাতার সাধারণ তথ্য:

কর্মকর্তার নাম		অফিসের স্থান	
পদবী		মোবাইল নং	
প্রকল্পে কর্মরত সময়		ইমেইল নং	

২.১. যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের আওতায় কি কি যানবাহন, আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে তার নাম ও সংখ্যা অনুগ্রহ করে বলুন:

যানবাহনের নাম	আরডিপিপি সংস্থান		মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				

২.২ আসবাবপত্র

আসবাবপত্রের নাম	আরডিপিপি সংস্থান		মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি		ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				

২.৩ অফিস সরঞ্জাম

সরঞ্জামাদির নাম	আরডিপিপি সংস্থান	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি			ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমাণ/সংখ্যাা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				

২.৪ অন্যান্য সামগ্রী

সরঞ্জামাদির নাম	আরডিপিপি সংস্থান	মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ক্রম পুঞ্জিত অগ্রগতি			ক্রয় পদ্ধতি	কার্যাদেশ দেওয়ার তারিখ	ব্যবহারকারী অফিসের নাম	বর্তমান অবস্থা
	পরিমাণ/সংখ্যাা	আর্থিক	পরিমাণ/সংখ্যা	আর্থিক				

৩.০ উপরোক্ত যানবাহন আসবাবপত্র, অফিস সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে গিয়ে কি যথাযথ ক্রয় বিধিমালা ও নির্দেশনা (পিপিএ - ২০০৬ ও পিপিআর - ২০০৮) অনুসরণ করা হয়েছে ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.১. দরপত্র কি সঠিক সময়ে ডাকা হয়েছিল না কোনো কারণে বিলম্ব করা হয়েছিল ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

যদি বিলম্ব হয়ে থাকে, তাহলে তার কারণ অনুগ্রহ করে বলুন

৩.২. ক্রয় কার্যক্রমের ধাপগুলো সঠিকভাবে মানা হয়েছে কি না ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.৩. সর্বনিম্ন দরদাতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.৪. দরপত্র যাচাইয়ের জন্য কোনো যাচাই কমিটি গঠন করা হছেছিল কি না ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐
সে সর্ম্পকে বলুন

সরবরাহকারী কোম্পানি স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী দ্রব্যাদি সরবরাহ করেছে ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐
আপনি কি সন্তুষ্ট ছিলেন ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.৫. যদি না হয়ে থাকে, আপনি কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি না ? ১. হ্যাঁ ☐ ২. না ☐

৩.৬. সরবরাহকৃত পণ্যের ওয়ারেন্টি, এবং Terms & Conditions বা after sales service ঠিকমতো অনুসরণ করছে কি না ?
১. হ্যাঁ ২. না ☐

৩.৭. পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের অডিট হয়েছিল ? ১. হ্যাঁ ২. না ☐

৩.৮. আপনার কোনো মতামত থাকলে বলুন

৩.৯. সরবরাহকৃত মালামাল ক্রয়ের কিছু ডকুমেন্ট পেতে পারি কি ঃ
আমাকে মূল্যবান সময় দেয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		তারিখ	
প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষর			

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পুষ্টি সমৃদ্ধ উচ্চ মূল্যের অপ্রধান শস্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচি
সহায়তায়: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাস্তবায়নে: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

উত্তর দাতার নাম ও ব্যক্তিগত তথ্যঃ

উত্তর দাতার নাম		জেলার নাম	
উপজেলার নাম		ইউনিয়নের নাম	
গ্রামের নাম		মোবাইল নং	

১. আপনি কি কাজের সাথে জড়িত সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন

২. আপনার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে বলুন (অপ্রধান শস্য উৎপাদনের পূর্বে)

৩. আপনি কি অপ্রধান শস্য উৎপাদন করে সফলতা পেয়েছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিন

৪. আপনি প্রকল্প থেকে কি ধরণের সহযোগিতা (ঋণ, বীজ, চারা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি) পেয়েছেন যা আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন

৫. প্রকল্প সহযোগিতায় অপ্রধান শস্য উৎপাদন করে আপনি প্রতি বছর কত টাকা লাভ করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা দিন?

৬. অপ্রধান শস্য উৎপাদনের ফলে আপনার আর্থিক, পারিবারিক, পুষ্টি উন্নয়ন ও ব্যবসায়ীক কি কি উন্নয়ন হয়েছে যাকে আপনি আপনার পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, ও জাতীয়ভাবে সফলতা মনে করছেন?

৭. আপনার এবং আপনার প্রদর্শনীর কিছু ছবি নিব আমাকে সাহায্য করুন
(তথ্য সংগ্রহকারী উত্তরদাতার ও তার বাগানের কিছু সুন্দর ছবি তুলবে)

সময় ও মূল্যবাদ তথ্য দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ!!

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর		তারিখ	
সুপারভাইজারের স্বাক্ষর		তারিখ	

Creative
Consultants International Ltd.

ক্রিয়েটিভ কনসালটেন্টস ইন্টারন্যাশনাল লিঃ

ঠিকানা: ১৮৩/৬, এ্যানজেক রাবেকা ভিলা (লেভেল-৫) পশ্চিম আগারগাঁও
৬০ ফিট, মেইন রোড, ঢাকা-১২১৬
মোবাইল: +৮৮০ ১৭ ১৫০ ০৮১৯১
ই-মেইল: creativeconsulting.bangladesh@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.creativeconsulting-bd.com